অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে যে সকল অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে পরমার্থ পথে প্রবেশেচ্ছু সরলমতি বালিশগণের চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া বঞ্চনা করতঃ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহার স্বরূপ বৈজ্ঞানিক-বিধানে বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সিদ্ধ মহাত্মা পরমসিদ্ধান্তবিদ্ শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ কথিত ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় ও গৌর-কৃষ্ণ পার্ষদপ্রবর পরমকারুণিক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রদর্শিত অচিকিৎস্য-অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরনিজজন ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাকণাধারী

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা—৫৩

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা—২৬।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬।

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আবির্ভাব তিথি—সন ১৩৭৪ ইং ১৯৬৮।

বিষয় বোধিকা

আনুকূল্য—৬০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগভজনাশ্রম পি, এন, মিত্র, ব্রিকফিল্ড রোড্, কলিকাতা—৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস ৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রিট কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

মুদ্রণ শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২২	তদাশ্রিয়ানন্দ	তদাশ্রয়ানন্দ
১৭	২	রসপ্তদশ	সপ্তদশ
১৭	৮	আউলচোঁদের	আউলেচাঁদের
৩৫	৩	মদন	মানদ
৩৫	৬	নয়ক	নায়ক
৩৭	১৭	লক্ষীদেবীতে	লক্ষ্মীদেবীতে
৩৭	১৮	বষ্ণু	বিষ্ণু
৪৪	৩	সখাভেকীবাদ	সখীভেকীবাদ
৪৭	১১	অভনয়	অভিনয়
৪৯	৯	সখা	সখী
৪৯	১০	নৈসগিক	নৈসর্গিক
৬৬	২৩	বৈশিষ্ঠ্য	বৈশিষ্ট্য
৭৫	২২	অমেধ	অমেধ্য
৮২	১২	রাজীতির	রাজনীতির
৯০	১৫	শ্রীভগবন	শ্রীভগবান্
৯১	১৩	কার্যতঃ	কার্য্যতঃ
৯২	১১	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তারেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥

ব্যাসানুগ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের এক মহাপুরুষ ভক্তিযোগ প্রভাবে শুদ্ধীভূত এবং ভগবানে সম্যক্ সমাহিতচিত্তে স্বরূপ-শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবক শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ, ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা বিমুখমোহিনী মায়ার বিচিত্র রঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ পরদুঃখকাতরতা বশে মায়ার নাট্যগুলি পরমার্থ-পথে প্রবেশেচ্ছু জনগণকে জানাইয়া তাঁহাদের সাধন পথের পরমবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর-প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম ঃ—

যাহা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম ; সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে যে সকল শ্যামাশস্য অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নিম্ন পদ্যে সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন। "আউল, বাউল, কর্ত্তাভাজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥ অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নগরী। তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নহি করি॥" বর্ত্তমানে কলির প্রসারে মহাত্মা তোতারাম-কথিত ত্রয়োদশটী অসৎ সঙ্গ আরও বিভিন্ন আকারে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। উপরিউক্ত তেরটি বিদ্ধমতের বিস্তৃত পরিচয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করা যাইতেছে।

উক্ত তেরটি বিদ্ধ-সম্প্রদায়ই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের মতটীই মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতের অনুশীলনকারী। উহারা শিক্ষার অভাবে, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা এবং মনোধর্ম্মের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি হইতে উদিত হইয়াছে। সকলেই মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনুকরণিক। সৎ-সিদ্ধান্তবিৎ শ্রৌতপন্থী সদ্‌গুরুর অনুসরণে আত্ম-ধর্ম্মানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে বিপরীত ফল ফলে তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরিউক্ত ত্রয়োদশটী বা তদনুরূপ অন্যান্য বিদ্ধ সম্প্রদায়। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-লেখকগণের দু'একটী শব্দের কদর্থ ও বিপর্য্যায় করিয়া স্ব-স্বমতের প্রতিষ্ঠার্থ প্রযত্ন এবং অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্‌কে

মনোধর্ম্মের কারখানায় ফেলিয়া স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে মাপিবার, গড়িবার, অসতী প্রবৃত্তি ও রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আউলবাদ

'আউল' শব্দটী 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দের পরিণাম। আর্ত্ত, আতুর, কাতর, বিহ্বল প্রভৃতির সমপর্য্যায় শব্দ। সাহিত্যে প্রেমার্ত্ত, প্রেমাতুর, কামার্ত্ত, কামাতুর, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধাতুর, শোকার্ত্ত, শোকাতুর প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাবনিক ভাষায় 'আউল' শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রথম বুঝায়। শ্রেষ্ঠের অনুগত অবরগণ তাঁহাদের পূজ্যকে বা ভাইকে আউল বলিয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ হেয়তাবর্জিত সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত চিদ্বিলাসরাজ্যে নায়ক বা বিষয়ালম্বন একজন; তিনি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই একমাত্র বিষয়ালম্বনের আশ্রয়ালম্বন অবশিষ্ট সকলেই। সেইরূপ বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে যে স্বাভাবিকী নিরুপাধিকা প্রীতি তাহাই প্রেম। সেই প্রেমে কোনও প্রকার কামগন্ধ নাই। চিদ্বিলাসরাজ্যের হেয়-প্রতিফলনস্বরূপ জড়বিলাসরাজ্যে ভোক্তাভিমানী পুরুষের বহুত্ব-হেতু হৈতুক কাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতের বিচারে তাহা যতই শুদ্ধ ও উচ্চ হউক না কেন, তথাপি তাহা কৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য না হইলে নিশ্চয়ই কামগন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়ালম্বনগণের নিরুপাধিক প্রীতি সম্পুর্ণ নির্ম্মল; কারণ সেখানে—"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রিয়ানন্দ", "স্বচ্ছ ধৌত

বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।” তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, “অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর। অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণ যখন একমাত্র অধোক্ষজ বিষয়ালম্বনের সুখৈক-কামী হইয়া তাঁহার সেবাতুর হন, তখন যে ব্যাকুলতা, কাতরতা ও বিহ্বলতা, তাহা প্রাকৃত—নায়ক-নায়িকা হৃদ্রোগোত্থ কাতরতার সহিত সমান নহে। বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের জন্য অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণের যে অপ্রাকৃত সহজ আতুরতা, প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে গিয়াই জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সেই উৎপাত বিভিন্নাকারে উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। 'আউল' নামক অনুকরণিক সম্প্রদায়টী সেইরূপ উৎপাত পূর্ণ মতবাদের অন্যতম। এই অনুকরণিক সম্প্রদায় কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা নিম্নে বিশ্লেষিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে অপ্রাকৃত প্রেম বিহ্বলতা বুঝাইতে 'আর্ত্তি' বা 'আতুর' শব্দ হইতে 'আউল' 'আউলায়' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—(১) নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ (চৈঃ চঃ আ ৮।২৩)। (২) ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১২৬)। (৩) মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, সে বিয়োগে দশ দশা হয়। সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাঞা, শূন্য মোর শরীর আউলায়। (চৈঃ চঃ অঃ ১৪।৫১)। (৪) যেবা বেণু-কলধ্বনি,

একবার তাহা শুনি,' জগন্নারী-চিত্ত আউলায়। (চৈঃ চঃ অঃ ১৭।৪৬) (৫) কাজে নাহিক আউল। (চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২১)। উক্ত দৃষ্টান্তের সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে 'আউলায়' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবসাহিত্যে 'আউল' শব্দে অপ্রাকৃত 'প্রেমাতুর,' 'প্রেমার্ত্ত', 'প্রেমবিহ্বল', 'প্রেমশিথিল', 'প্রেমপূর্ণ' 'নিষ্কিঞ্চন' প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া থাকে, ইহাতে কোনপ্রকার হেয়তা বা কামগন্ধতা নাই।

মনোধর্ম্মের দ্বারা আত্মবৃত্তির সহজভাব ও তদ্ব্যঞ্জক শুদ্ধ-শব্দের তাৎপর্য্য ধারণা করিতে অসমর্থ কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয় তর্পণপর মনগড়া একটী অবৈধ মতবাদ সৃটি করিয়া পরবর্ত্তিকালে তাহাকে 'আউল' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করেন এবং "মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও গোস্বামিগণ সকলেই আউল ছিলেন (কারণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থে 'আউল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)"—এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। এই 'আউল' বাদ সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা-মতেরই ভিন্ন আকার ও ভিন্ন পরিভাষা মাত্র। ইহাদের মধ্যে পুরুষাভিমানি ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগকে 'প্রকৃতি' বা ভোগ্যা এবং নিজদিগকে 'পুরুষ' বা 'ভোক্তা' মনে করে এবং ঐরূপ পুরুষের 'ঢং' বা অনুকরণ করিয়া অবৈধভাবে বিলাস-রত হওয়াকেই 'সাধন' বলে। এক একজন 'আউলের' সহিত বহু প্রকৃতি থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ নিজ স্ত্রী, কেহ বা পরস্ত্রী, বারবনিতা প্রভৃতি। ইহারা নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী ও বারবনিতা কোন ভেদ করে না। ইহাদের কাহারও সহিত

অসমন্বয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি ইহারা এত উদার যে একব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়। বাউলের মত আউলগণ দাড়ী গোঁপ রাখে না। ইহারা বলে,—"সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই—এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক, অতএব সাধক মাত্রেরই তাহা ত্যাজ্য।" ইহারা মনে করে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা গুহ্য নহে। তাহাদের মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বেদাতীত, বা বেদ-গুহ্য স্থতরাং তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট!"

এই বিদ্ধমতবাদ কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। এই অসৎ মতবাদ মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের অপাশ্রিত হেয়তা মাত্র। এই বিদ্ধ-মত কোন প্রকারেই যে 'বৈষ্ণবমত' বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে,—১) বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই মায়াবাদের বিরোধী; কিন্তু বিচার করিলে জানা যাইবে যে, আউলমত মায়াবাদেরই একটী প্রকার বিশেষ। কারণ বৈষ্ণবমতে আশ্রয়ালম্বনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও বিষয়ালম্বনের বহুত্ব নাই। বিষয়ালম্বন এক অদ্বয়তত্ত্ব; কিন্তু আউলমতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। বহুপ্রকৃতির ন্যায় তাহাদের মধ্যে বহুপুরুষ স্বীকৃত হয়।

(২) শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে জীবমাত্রই প্রকৃতি; কিন্তু আউলগণের মনোধর্ম্মীয় মতে জীবের মধ্যে কতকগুলি পুরুষাভিমানী, কতকগুলি প্রকৃতি-অভিমানী।

(৩) আউলগণ—বিবর্ত্তবাদী, কারণ তাহারা দেহে

আত্মবুদ্ধি করিয়া কূণপ বা খোলসকেই 'পুরুষ' বা 'প্রকৃতি' বিচার করিয়া থাকে।

(৪) বৈষ্ণবমতে জীব কখনও নিজকে ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি বিচার করেন না, কিন্তু 'আউল'-গণ সর্ব্ববৈষ্ণব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজদিগকে 'কৃষ্ণ' 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বিচার করিয়া অপরাধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুতরাং ইহা মায়াবাদ ও অহংগ্রহোপাসনা।

(৫) শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে জীব নিজেকে বিষয়ালম্বন জ্ঞান করা দূরে থাকুক, এমন কি জীবের মূল আশ্রয়গণের সহিতও একত্ব ভাবনা 'মায়াবাদ' ও অহংগ্রহোপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। (দুর্গমসঙ্গমনী)। এমতাবস্থায় আউলমত যে কখনই বৈষ্ণবমত নহে, ইহাতে সন্দেহ কি ?

(৬) একমাত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম ; তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা বা তাঁহার লীলা-বিলাসের-ঢঙ্গ বা অনুকরণ মায়াবাদ ও কৃষ্ণ-বিরোধ মাত্র।

(৭) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও তাঁহার এই ঔদার্য্যাবতারে পরস্ত্রীসম্ভাষণাদিকার্য্য নাই। অপ্রাকৃত রসাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গোস্বামিগণও কখনও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ড-লীলা প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীগৌর বা গৌরপার্ষদগণকে পরবর্ত্তিকালের মনোধর্ম্মী-ভোগপর-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের মূলপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণিত হইবে।

(৮) শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে কাম কথার অবকাশ থাকা দূরে থাকুক্, তাহাতে হৈতুক অভিলাষ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে! সেই প্রোজ্ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম কখনও ব্যভিচারযুক্ত মত হইতে পারে না। অতএব আউলমত কখনও মহাপ্রভুর মত নহে।

(৯) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সাত্বত-শাস্ত্রবিরোধী ও সচ্ছাস্ত্র-বিচারহীন আউলগণের মনোধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

(১০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম—অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের প্রতি আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি। আর আউলের ধর্ম্ম—অক্ষজ রক্তমাংসের পিণ্ডের প্রতি হৈতুক কামবৃত্তি। একটী—অপ্রাকৃত, আর একটী প্রাকৃত। একটী—অব্যভিচারী, আরটী—হেয় ব্যভিচারী।

(১১) গোস্বামিগণ বা কোন রূপানুগ-মহাজন আউলমত স্বীকার করেন নাই।

বাউল মত

বাউলগণ বলেন, জীবের উপাস্য পরমপ্রীতি-বিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ জীবের স্থূল দেহেই বিরাজিত; সুতরাং উপাস্য পদার্থ প্রাপ্তির জন্য আপনাপন দেহত্যাগ করিয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা বলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গোলোক-বৈকুণ্ঠ-বৃন্দাবন সমস্তই দেহমধ্যেই বর্ত্তমান

আছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, সমস্তই মানব শরীরে বিরাজমান। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোক বা বাউলের ভাষায় 'প্রকৃতি' লইয়া গুপ্ত সাধন করিলে পরিপক্কাবস্থায় সাধকের পুরুষ বা স্ত্রী, জড় বা চিৎ প্রভৃতি পার্থক্য বিদূরিত হয়। এই 'প্রকৃতি'-সাধনের অন্তর্গত 'চারিচন্দ্রভেদ' নামে একটী প্রক্রিয়া আছে। ঐ 'চারি চন্দ্র' অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গত ঘৃণিত হেয় ত্যক্ত পদার্থ শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় সুতরাং ঐ পদার্থ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করাই উচিত। অতএব উক্ত চতুর্ব্বিধ ঘৃণিত ত্যক্তবস্তু ভক্ষণ করা ইঁহাদের সাধনের মধ্যে পরিগণিত। লোকসমাজে লোকাচার ও সদ্‌গুরুর (?) মধ্যে তন্মতীয় সদাচার পালন করাই বিহিত ধর্ম্ম। ইহাঁরা বৈষ্ণব-ধৃতি-চিহ্ন তিলক মালা প্রভৃতির সহিত রুদ্রাক্ষ স্ফটিকাদির মালা ব্যবহার করেন। বহির্ব্বাস কৌপীনের সহিত মুসলমান ফকিরের ন্যায় আল্‌খেল্লাবেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি রাখেন এবং ঝুলি, লাঠি ও ফিস্তি (দীর্ঘাকার নারিকেল মালা) লইয়া ভিক্ষায় বাহির হন। মস্তকে কেশ সংরক্ষণ করিয়া ঝুঁটী বন্ধন করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকের 'ক্ষ্যাপা' উপাধি শুনিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-বিধি-শাস্ত্রোক্ত উপবাস, শ্রীমূর্ত্তি-পূজা প্রভৃতি ইহাঁদের মতে নিষিদ্ধ। ইহাঁরা কোন প্রকার বেদ বা বেদানুগ শাস্ত্র স্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়াল ও ঘৃণিত ভোগের অনুকূল কতকগুলি বাংলা পুঁথি সৃষ্টি

করিয়াছেন। ইহঁারা বলেন যে, স্বরূপদামোদর ও মীরাবাই-এর কড়চা (?) তাঁহাদের মতের প্রমাণ। পরন্তু ভক্তিবিরোধী জাল পুঁথি ব্যতীত শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা কোথাও পাওয়া যায় না। আর গৌড়ীয়ের মালিক মহাপ্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক, অপ্রাকৃতে প্রাকৃত জ্ঞান ও প্রাকৃতে অপ্রাকৃত আরোপকারী বঙ্গদেশীয় বিপ্রের শাসক, ভগবান্-আচার্য্যাত্মজ গোপাল ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত-দূষক শ্রীলস্বরূপ দামোদর কখনও এইরূপ অত্যন্ত বিগর্হিত, হেয়, ঘৃণিত, সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব বিরুদ্ধ, রসাভাসদুষ্ট মায়াবাদ-বিদ্ধ গ্রাম্য মতবাদের প্রচারক বা সমর্থক হইতে পারেন না।

শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধীভক্তি আচরণ করেন না। রাগানুগাভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ রাগানুগাভক্তি অতিশয় পবিত্র। তাহাতে লেশমাত্র জড়ীয় ব্যাপার নাই। আত্মার অপ্রাকৃত সহজ রস ও ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। বাউলেরা কখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও কখন শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কুপ্রথা শিক্ষা দেন নাই। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সময় হইতে বাউল, চূড়াধারী প্রভৃতি অসৎ মত উৎপত্তি লাভ করিলেও চৈতন্যভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভ শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু কখনই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী গ্রাম্য

মত সমূহের সমর্থক বা অবৈধ জড়ভোগের প্রচারক নহেন। পরবর্ত্তিকালে উন্মার্গগামিব্যক্তিগণ তাঁহাদের অসন্মতের মৌলিকত্ব স্থাপনের জন্য মিথ্যা করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাচার্য্যগণকে তাঁহাদের অসন্মতের প্রবর্ত্তক রূপে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীলসনাতন-রূপ প্রভৃতি মহাজন বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ রাগমার্গে ভজন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই বাউল মতের প্রাকৃত রসাশ্রয় বা ভাবাশ্রয়াদি করেন নাই। অতত্ত্বজ্ঞ বাউলগণ নানাছলে সেই সকল অপ্রাকৃত রস-রসিকগণের সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধী হয় এবং দুর্ব্বলহৃদয় মূর্খ হতভাগ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম-ছলনায় দুর্নীতির পথে লইয়া যায়।

বাউল মত কোন সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। কতকগুলি কুপ্রবৃত্তিশালী ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি অপ্রাকৃত-রসশাস্ত্রের কোন কোন স্থলের কদর্থ করিয়া তাহাদের জড় সুখজনক একটী কল্পিত মত সৃষ্টি করিয়াছে। বাউলেরা শাস্ত্রের কোন বিশেষ বাক্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন কোন পদ্যাংশ বা শব্দ ধরিয়া নিজ মতের গোঁয়ারতামী রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। মতবাদ-স্থাপক মাত্রের ইহাই একটী বিশেষ লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণপ্রেমিক পুরুষ বা অপ্রাকৃত রসবাতুল বুঝাইতে যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, প্রাকৃত বাউল-গণ সেই শব্দগুলি পাইয়া অপ্রাকৃত চেষ্টা বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর

প্রেমকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বা হেয়, ঘৃণিত—এমন কি সামান্য-সভ্য-সমাজবিগর্হিত চেষ্টার সহিত সমধারণাপূর্ব্বক তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর অসম্মত চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

'বাউল' শব্দ 'বাতুল' শব্দের অপভ্রংশ। কামে মত্ত পুরুষ বা জড়সম্ভোগবাদী কখনও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত 'বাউল' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-প্রদর্শন মুখে—'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং বিপ্রলম্ভগত দিব্যোন্মাদের অবস্থায় গোপীভাবান্বিতলীলায় নিজকে একজন 'বাউল' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া জড়-সম্ভোগবাদী ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুকে যে তাঁহাদের কাম-পূতিগন্ধময় মত-সমর্থক 'বাউল' সাজাইতে চান, তাহা অপেক্ষা আর মহাপ্রভুর চরণে অধিকতর অপরাধের পরিচয় কি হইতে পারে? 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' বাক্যের সহিত জড়সম্ভোগবাদী বাউলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। অতএব বাউল মত মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অননুমোদিত এবং সম্ভোগবাদী কুরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কল্পিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২।৪৯, ১৬।১৬৬, ১৬।১৬৮, ২১।১৪৬, ও অন্ত্য ১৭।৫২, ১৯।৯, ১৯।২০, ২১। ১৪ ; ৪৭, ১২।২৩ ও ১৭।৪৬ স্থানে 'বাউল' শব্দটী দৃষ্ট হয়। উক্ত স্থানে সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমোন্মত্ত পুরুষকে 'বাউল' বা 'বাতুল' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

যে স্থানে সম্ভোগবাদ বা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্র-বুদ্ধিরূপ মায়াবাদ কিম্বা অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের সমন্বয় চেষ্টা, সেইরূপ প্রাকৃত বাউল মতকে মহাপ্রভু সর্ব্বতো-ভাবে গর্হণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের বাউল মত বা মায়াবাদ গর্হণ করিয়া 'বাউলিয়া' বিশ্বাসে দণ্ডের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক জগজ্জীবকে বাউলমতরূপ মায়াবাদ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যথা—গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইহাঁ আজি হৈতে। বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥ প্রভু কহে,—বাউলিয়া ঐছে কেনে কর। আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম হানি সে আচর॥ (চৈঃ চঃ আ ১২।৩৬)।

'ঘর-পাগ্‌লা,' বা 'গৃহী বাউল' নামক এক প্রকার কৃষ্ণ-বিমুখ জড়-বিচারপর সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মতে —মহাপ্রভু একজন ঘর-পাগ্‌লা বা গৃহী বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ তাহারা বলে যে, মহাপ্রভু, কৃষ্ণভজনোদ্দেশে সন্ন্যাসাদি লীলা বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রদর্শন করিলেও এবং 'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য' শ্লোক রচনা করিলেও গোপনে গোপনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি আসক্ত ছিলেন। এমন কি সন্ন্যাস গ্রহণান্তরও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য নীলাচল হইতে শাটি, উত্তমোত্তম খাদ্যাদি প্রেরণ করিতেন। গৃহি-বাউল-সম্প্রাদায়ের এরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত মত শ্রুত হইয়া থাকে। ইহারা কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভাবতারী গৌরলীলা বুঝিতে না পারিয়া জড় সম্ভোগ বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক 'গৃহি গৌরাঙ্গ উপাসনা' সৃষ্টি

করিয়াছে। এই বিদ্ধমত যে কোনপ্রকারে বৈষ্ণব-মত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। আউল সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কিঞ্চিৎ আচার-ব্যবহারের ভেদ থাকিলেও আউল, কর্ত্তাভজা, বাউল মত প্রায় সমজাতীয় এবং সকলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে অবৈধ গৃহমেধ-যজ্ঞের পক্ষ গ্রহণে মায়াবিলাস বা মায়াবাদে রত। ন্যাড়া-সম্প্রদায় বাউল মতেরই অন্তর্গত।

(ক) বাউল-মতবাদ শাঙ্করবাদ ও তামস তান্ত্রিকবাদের সাঙ্কর্য্যক্রমে উদ্ভূত হয়; সুতরাং ইহা কিছুতেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বা মহাপ্রভু ও তদনুগত গোস্বামিগণের প্রচারিত মত নহে।

(খ) বাউলগণ জড়-সম্ভোগবাদী; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলারূপ চিদ্বিপ্রলম্ভরসের প্রকটনকারী। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সেই সিদ্ধান্তের আচার প্রচার করিয়াছেন।

(গ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ লীলাপুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও তাঁহার শ্রীশিক্ষাষ্টক প্রভৃতিতে নিজকে বিষয়ালম্বন দূরে থাকুক্, মূল আশ্রয়ালম্বনরূপেও পরিচয় প্রদান করেন নাই; পরন্তু মূল আশ্রয়ের অনুগত কিঙ্করী-বিশেষ বা আশ্রয়-বিগ্রহের পদধূলিরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাম-ক্রোধাসক্ত ক্ষুদ্র জীব হইয়া যাহারা নিজদিগকে প্রকৃতির ভোক্তা, বাউল প্রভৃতিরূপে পরিচয় প্রদান করে, তাহারা যে মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরোধী, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? নিজকে সম্ভোগ-

বাদী বাউল-জ্ঞান বা অপর ভাষায় প্রকৃতির ভোক্তা কৃষ্ণজ্ঞান সোঽহংবাদ বা মায়াবাদেরই প্রকার বিশেষ। অতএব বাউল মত সম্পূর্ণ অবৈষ্ণব মত ও অগ্রাহ্য।

(ঘ) বাউলগণ ইহাদের ভোগবৃত্তিজাত মনোধর্ম্মের অনুকূলে বলিয়া থাকে যে, ইহ জগতের স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই রাধাকৃষ্ণের লীলা অনুভূত হয়। এইরূপ চিন্তা-স্রোত অত্যন্ত কামান্ধতা ও সেবাবিমুখতা ব্যতীত আর কিছু নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কাম ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণে ভূলোক-গোলোকপার্থক্য করিয়াছেন। যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম নৃলোকে পর্য্যন্ত সম্ভব নহে, সেইরূপ অপ্রাকৃত প্রেম কখনও প্রাকৃত কামের সহিত সমন্বিত হইতে পারে না। এইরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ শাঙ্কর ও তামস তান্ত্রিকবাদের সাঙ্কর্য্যক্রমে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণব মত বলিয়া অগ্রাহ্য।

(ঙ) শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র প্রভৃতি ত্যক্ত ঘৃণিত বস্তুভোজন যে সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী বা সদাচার, সেইরূপ অসৎ-সম্প্রদায়ের সহিত মহাপ্রভুর বা গোস্বামিবর্গের কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) এই সম্প্রদায়ে নরবধ-প্রথা না থাকিলেও মৃত মনুষ্যের মাংস ভোজন-প্রথা কোথায় কোথায়ও দৃষ্ট হয়। এইরূপ ঘৃণিত আচার যে সম্প্রদায়-মধ্যে প্রচলিত, তাহার সহিত মহাপ্রভু, গোস্বামিবর্গ বা কোন সদ্‌বৈষ্ণবের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মূল কথা, এইরূপ বাউলমতটী শঙ্কর মত ও তামসতন্ত্র-মতের সংমিশ্রণ মাত্র। তাহা কখনও বৈষ্ণব মত হইতে পারে না।

এই বাউলমতবাদ নিরাস করিবার জন্য অপ্রাকৃত কবি চাঁদ-বাউলের ভণিতায় অনেকগুলি সঙ্গীত প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী সঙ্গীত :—

বাউল বাউল বল্‌ছে সবে হচ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ী চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) কর্‌ছে জীবকে বঞ্চনা॥
দেহ-তত্ত্ব জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায়, মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ জান্‌তে ত' তায় পার্‌বে না॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্ম পথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড়রে মনের বাসনা॥
বেশ ভূষা রঙ্গ যত, ছাড়ি নামে হওয়ে রত,
নিতাই চাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি সব দুর্ব্বাসনা॥
মুখে হরে কৃষ্ণ বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত সুসম্বল, চাঁদ বাউল ত আর দেখে না॥

(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

কর্ত্তাভজা মত

আউলে চাঁদ এই সম্প্রদায়ের জন্মদাতা। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত বলিয়া এই সম্প্রদায় 'কর্ত্তাভজা' নামে বিখ্যাত। আউলেচাঁদ নদীয়া জেলার উলা নামক গ্রামে মহাদেব বারুই নামে জনৈক ব্যক্তির গৃহে প্রতিপালিত হন। ইঁহার বাইশজন শিষ্য থাকার কথা শ্রুত হয়। তন্মধ্যে সদ্গোপ রামশরণ পালই সর্ব্বপ্রধান।

রামশরণ ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের দলপতি ছিল। খৃষ্টীয় রসপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আউলেচাঁদ জন্মগ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। রামশরণ পালের দলের পরেই ঘোষপাড়ায় কানাই ঘোষ-সম্প্রদায়ের বহুল প্রচার হয়। ইহাঁদের মতে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, তাঁহার উপাসনা করা উচিত; গুরুই ঈশ্বর বা কর্ত্তা। এই মতে আউলেচাঁদই কর্ত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গের অবতারবিশেষ। শুনা যায়, আউলেচোঁদের অনেক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ছিল। এই জন্য কেহ কেহ বলেন, ঐ নামটী তাঁহার প্রকৃত নাম নহে; কিন্তু ঐটী ইঁহার উপাধি বিশেষ। পারস্য ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুজরুক। ইনি অনেক বুজরুকী দেখাইতেন বলিয়া ইহার নাম 'আউলিয়া চাঁদ' বা 'আউলে চাঁদ'।

এই সম্প্রদায়গুলিতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের কথা সর্ব্বদাই আলোচিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটী সম্প্রদায়ে ত্রিবিধ কায়-কর্ম্ম, ত্রিবিধ মনঃ-কর্ম্ম ও চারিপ্রকার বাক্-কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধন। সম্প্রদায়ের প্রারম্ভে জ্ঞানবাদকে মূল করিয়া ইহাঁরা বৈরাগ্যাদি জ্ঞানবাদের সশস্ত্র প্রহরী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কালে জ্ঞানই তাঁহাদিকে বঞ্চনা করিয়াছে। কোন দলে উচ্ছিষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা আছে, অপর দলে তাহা নিষিদ্ধ। কোন দলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া চলিত আছে, আবার কোন দলে সাত্ত্বিক বিকারাদির কৃত্রিম অনুকরণেরও ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন আচার হইলেও সকলেই

আপনাদিগকে একমনে বা 'একমুনে' বলিয়া সংজ্ঞিত করেন। জ্ঞানবাদী মাত্রেই যেরূপ গুরু লইয়া ব্যস্ত হইয়া উদ্দেশ্যকে গুরুর অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করেন, ইহাঁরাও তদ্রূপ। কর্ত্তা-ভজাদের অনেক গান আছে। জ্ঞান-প্রাবল্য হেতু বৈষ্ণব-সদাচার ও কৃত্যের ইহাঁরা :বিরোধী। বাউলের দেহতত্ত্ব ও আউলের তত্ত্ব প্রায় এক। রামশরণ পালের স্ত্রী সতীকে ইহাঁরা পূজা করেন।

কর্ত্তাভজাবাদ-খণ্ডন

(১) কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ে গুরুকেই 'কর্ত্তা' বা 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আউলেচাঁদকেও গৌরাঙ্গের অবতার বিশেষ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রকার মতবাদ সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী এবং মায়াবাদের অন্যতম। এই মতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। নির্বিবশেষ জ্ঞানবাদিগণ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"— প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে গুরু ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান না। বস্তুতঃ গুরু ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত গুরুদেবের কোন অংশে ভেদ নাই—এরূপ শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তদনুগগণের মধ্যে দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদভিন্ন গোস্বামি-বর্গের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে গুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ, সুতরাং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। 'গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ' (মনঃ শিক্ষা)।

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনরূপ মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন

বৌদ্ধমতকে কোন প্রকারে আদর করেন নাই, ইহা তাঁহার পার্ষদগণের রচিত গ্রন্থে প্রচুরভাবে দৃষ্ট হয়। গুরু ও ঈশ্বর মধ্যে যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাহাও তাঁহাদের গ্রন্থে অতিশয় সুস্পষ্ট ভাবে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সেই মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকালে আউলেচাঁদরূপে আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদের পক্ষপাতী হইলেন, তাঁহার নিত্য-পার্ষদ গোস্বামি-বর্গের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মতবাদ ও ভক্তিবিরোধী ভজন-সাধনাদির প্রবর্ত্তক হইলেন,—ইহা কখনই যুক্তি বা বিচারের দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে না। অতএব ইঁহাদের মতে আউলেচাঁদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার ইহা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা কল্পিত।

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মজ্ঞান-শূন্য শুদ্ধ-ভক্তির কথা প্রতি দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একমাত্র উপদেশ। কিন্তু এই মতে জ্ঞানের প্রাবল্য ও নানাবিধ ভক্তি-বিরুদ্ধ আচরণ দৃষ্ট হয়; অতএব ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনওটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক কৃত্রিম উপ-সম্প্রদায় বা ছলধর্ম্মীদের অসৎ চেষ্টা মাত্র।

(৪) ইহাদের কোন একটী শাখায় সর্ব্ব-সমন্বয়বাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন,—"কালী, কৃষ্ণ, গড্, খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদে দ্বিধা তাতে নাহি টলোরে। মন! কালী, কৃষ্ণ, গড্, খোদা বলরে।" এই প্রকার সর্ব্বদেবৈক্যবাদ সর্ব্বশ্রুতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ—নির্ব্বিশেষ-

বাদের অন্যতম। নির্ব্বিশেষবাদিগণ সাধকগণের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার দেব-দেবীর রূপ কল্পনা করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্মের স্থাপন করেন। এইপ্রকার মতবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তদভিন্ন গোস্বামিবর্গের এবং সর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য নারকী সঃ"—ইহাই বেদান্ত-সূত্রকারের সিদ্ধান্ত।

নেড়া-মত-বিচার

মুণ্ডিত মস্তককে চলিত ভাষায় নেড়া বলে। কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অনুগক্রব বার শত নেড়া ও তের শত নেড়ী ছিলেন। শ্রীবীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবেশেচ্ছুগণকে অভদ্র বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া ভজনের উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ঐ সকল নেড়ানেড়ি হরিভজন করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একটী স্বতন্ত্র অসদাচারি-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। জীব যেরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নানাপ্রকার অসন্মার্গে ধাবিত হইতেছে বলিয়া বিষ্ণু তাহার জন্য দায়ী বা বিষ্ণুই তাহার প্রশ্রয়দাতা—এইরূপ কথা বলা যায় না, সেইরূপ স্বেচ্ছাচারী নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের নেতা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু শ্রীবীরভদ্র প্রভু—এইরূপ বাক্যও বলা যাইতে পারে না। এই সকল কথা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধমূলে সৃষ্ট হইয়াছে।

নেড়া নেড়ীর দলে বৈষ্ণবাচার-বিরুদ্ধ নানা প্রকার অসচ্চেষ্টা, মৎস্যাদি ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহারা কোনপ্রকার শাস্ত্র বা মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজনপ্রণালী অথবা গোস্বামিগণের কোন কথার ধার ধারে না। কল্পিত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না। এই দলের ক্রিয়া-কলাপে স্মার্ত্তাচার ও বৈধসমাজ বিপন্ন হওয়ায় শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে মাল্সা ভোগাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, এইজন্য শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পত্নীত্রয় তিনটী শিষ্যকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, এরূপ কিম্বদন্তী আছে।

দরবেশ-সম্প্রদায়-বিচার

দরবেশ কথাটীর ব্যবহার মুসলমানদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। মুসলমানিমতে উহার অর্থ— দর'—দ্বার, 'বিহ্তান'—ভিক্ষা করা অর্থাৎ মুসলমানদিগের ভিক্ষোপজীবী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিশেষ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যবন কারারক্ষককে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—'দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব।' (চৈঃ চঃ ম ২০।১৩) এই বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া দরবেশীরা নিজ কৃত্রিম সম্প্রদায়ের গঠন করিয়াছে; বস্তুতঃ শ্রীসনাতন গোস্বামী মুসলমান দরবেশ হইয়া মক্কা যান নাই; সুতরাং সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ত' কোন কথাই নাই, সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যেও 'দরবেশ' বলিয়া কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না।

এই সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহ সেবার প্রচলন আদৌ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, যে সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহ-সেবায় আদর নাই, তাহা নাস্তিকতা পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়-তর্পণই ইহাদের সাধন। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"॥ সনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশের বিপরীত আচরণ এই মতাবলম্বিগণের মধ্যে প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণের ন্যায় স্ফটিক ও প্রবালের মালা ধারণ এবং আলখেল্লা পরিধান করে, মুসলমানদের সহিত সঙ্গ করে। সুতরাং ইহাদের কথা অধিক বলা নিস্প্রয়োজন।

সাঁইবাদ-বিচার

'সাঁই' কথাটী 'স্বামী' শব্দের অপভ্রংশ। এই মতাবলম্বিগণ ন্যূনাধিক বাউল সম্প্রদায়েরই মত। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে নির্বিবশেষবাদী। ইঁহারা বলেন যে, নানক সাঁই, আলেক-সাঁই; ক্ষীরোদসাঁই, গর্ভ্তসাঁই ইহাদের পূর্ববর্ত্তী ধর্ম্মোপদেষ্টা। ইহারা হিন্দুর আচার পালন করিতে বাধ্য নন, ইঁহারা মুসলমানদিগের অনেক ব্যবহার আপনাদের করিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোথাও সুরাপান ও মহামাংসাদি গ্রহণের প্রথাও প্রচলিত আছে। ইহাঁদের সহিত সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা কি, কোন হিন্দুধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। বাউল, দরবেশ, সাঁই—এইগুলি প্রায় একই প্রকার এবং মায়াবাদ ও মনোধর্ম্মের বিভিন্ন বৈচিত্র্য মাত্র।

ইহারা রোগাপনোদন কল্পে ফকিরপন্থায় ঔষধাদি বিতরণ করে।

সহজিয়া বাদ

'সহজিয়া' শব্দ বর্ত্তমানে অপসম্প্রদায়ে রূঢ় হইলেও শব্দটীর বৃত্তি কিছু খারাপ নহে। 'সহজ' শব্দের অর্থ—'স্বাভাবিক', "স্বভাবসিদ্ধ, 'স্বভাবপ্রাপ্ত' বা 'নৈসর্গিক'। সহ-জন্-(ধাতু) কর্ত্তৃবাচ্যে 'ড'=সহজ, সহ (কোন বস্তুর সহিত) জাত বলিয়া (তদ্-বস্তু সম্বন্ধে সেইটী) 'সহজ'। শাস্ত্রের বহু স্থানে 'সহজ' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। 'সহজং' কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।' (গীতা)। কর্ণামৃত ৫২ সংখ্যা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭।৫ ও চৈতন্যচরিতামৃতে আদি ৭।১৩৩, মধ্য ২।৮৬,৮।২১৫, ১৪।১১৭, ১৪।১৬৭, ১৫।২৭৪, অন্ত্য ১।১৪৯, ২।৩৫, ৫।১১৫ ও ৮।৮২ 'সহজ' শব্দটীর উল্লেখ আছে। 'সহজ' শব্দটীর বৃত্তি জীবের অস্মিতা বা ভূমিকা-তারতম্যে বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জীব যখন দেহ-মনের অস্মিতাকেই নিজের অহংতা মনে করেন এবং যখন এই প্রাকৃত বা কর্ম্মময় ভূমিকায় অধিরূঢ় থাকেন, তখন তাঁহার সহজধর্ম্ম একপ্রকার; আর যখন স্থূল-লিঙ্গ-দেহের অস্মিতার অতীত রাজ্যে শুদ্ধসত্ত্বাস্মিতায় শুদ্ধ-সেবকাভিমানে ব্যস্ত থাকেন অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভূমিকায় অধিরূঢ় থাকেন, তখন সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপের সহজ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম অন্যরূপ। এইজন্য সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্গণ 'সহজিয়া' শব্দটীকে কদর্থনিষ্ঠ না করিয়া সহজিয়া-সম্প্রদায়কে দুই ভাগে

বিভক্ত করিয়াছেন। একটী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' আর একটী— 'অপ্রাকৃত-সহজিয়া'। মূল কথা, অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্মরূপ একমাত্র পরমোপাদেয় মূল আদর্শের হেয় প্রতিফলনই প্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম। উদ্বুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপের যে নিত্যা, অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, মুখ্যা, স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাই শুদ্ধজীবাত্মার পক্ষে সহজধর্ম্ম; কিন্তু স্বরূপ-বিস্মৃত অস্মিতায় স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি ও তৎসহিতজাত যে স্বাভাবিকী-বৃত্তি তাহা প্রাকৃত দেহ-মনের সহজ ধর্ম্ম হওয়ায় একমাত্র আত্মার সহজ-ধর্ম্মটীকে "অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম"—এই অভিধা প্রদান করিয়া প্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম হইতে পার্থক্য স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং সহজ ধর্ম্ম—একটী এবং সেই সহজধর্ম্মের যাজক সাহজিকগণই একমাত্র সৎ-সম্প্রদায়; কিন্তু সেই একমাত্র সহজ ধর্ম্ম ও সেই একমাত্র সাহজিক-সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিকৃত অনুকরণ বা হেয়-প্রতিফলন, তাহাই তত্ত্ববিদ্‌গণকর্ত্তৃক 'প্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম' তদ্‌যাজকগণই 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বা 'সহজিয়া 'বলিয়া খ্যাত।

বর্ত্তমানে সাধারণ লোক 'সহজধর্ম্ম' বা 'সহজিয়া' শব্দে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞগণের বিচার তাহা হইতে অনেক অধিক ব্যাপক। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, শুদ্ধ অধোক্ষজ-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবাসুখানুসন্ধানপর ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর সকলেই ন্যূনাধিক প্রাকৃত-সহজিয়া। সুতরাং কৃষ্ণবিমুখতা হইতে জগতে যতপ্রকার মত বা পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা সকলই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের অন্তর্গত। অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বা আত্মার অহৈতুকী, অব্যবহিতা, স্বাভাবিকী কৃষ্ণোন্মুখিনী রাগবৃত্তির

অনুকরণ বা বিকৃতাবস্থামাত্রই—প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। সুতরাং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে একমাত্র শুদ্ধ নিষ্কপট সহজ কৃষ্ণানুরাগী ব্যতীত আর বাদ-বাকী সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যাইবে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের অবগতির জন্য অনন্তপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটীর দিগদর্শন মাত্র করা যাইতেছে যথা—

(১) ভগবান্ পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে প্রাকৃত লোকের মত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শরীর রক্তমাংসের দ্বারা গঠিত, কারণ উদ্ধবব্যাধের বাণে তাহা বিদ্ধ (?) হয়, মাধাইর 'মুট্‌কী' নিক্ষেপে নিত্যানন্দের দেহ হইতে শোণিত নির্গত (?) হয় ইত্যাদি!

(২) নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি বিষ্ণুতত্ত্বের শৌক্রবংশ সম্ভব এবং তন্মধ্যে বিষ্ণুশোণিত (?) প্রবাহিত!

(৩) বিষ্ণুর যখন মাতাপিতার গর্ভে শরীর লাভ হয়, তখন বৈষ্ণবেরও তদ্রূপ শরীর প্রাপ্তি ঘটে! বৈষ্ণব জন্মমৃত্যুর অধীন!

(৪) 'আমি অমুক বৈষ্ণবের বংশ', 'আমার পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ বা মহা বৈষ্ণব ছিলেন,' সুতরাং আমার প্রতি ধমনীতে তাঁহাদের সিদ্ধ রক্ত প্রবাহিত',—এই সকল বিচার—প্রাকৃত-সহজিয়ামত।

(৫) কেহ বা বৈষ্ণবকে ব্যবহরিক ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রভৃতি কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত, কেহ বা বৈষ্ণবকে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-সমাজের উপাধিতে বিভূষিত করিতে চান।

তাঁহাদের এ বিষয়ে যুক্তি এই যে (অপ্রাকৃত সহজরাজ্যে) গোলোক-বৃন্দাবনাদিতেও যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-ভেদ আছে, তখন এ স্থানে কেন না থাকিবে? অপ্রাকৃত সহজ আদর্শের এই বিকৃত অনুকরণই—'প্রাকৃত সহজিয়া মত'।

(৬) নন্দ-যশোদা-দেবকী গোপীগণের প্রতি কৃষ্ণের, কৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদাদির আসক্তি ছিল, শচীমাতা-জগন্নাথমিশ্রের বিশ্বম্ভরের প্রতি, বিশ্বম্ভরের শচী-জগন্নাথের প্রতি যখন আসক্তি ছিল, তখন আমাদের মাতাপিতাভার্য্যাদির প্রতি পরস্পর আসক্তি কেনই বা না থাকিবে? কৃষ্ণ যখন লম্পট ছিল; তখন আমাদের মধ্যে লাম্পট্য কেনই বা না থাকিবে?—ইহা সহজিয়াবাদ।

(৭) যাহারা শ্রীশিবানন্দ-সেনাদির দৃষ্টান্ত কল্পনা করিয়া গুরুবর্গকে স্ত্রীসঙ্গী ও গুরুকে স্ত্রীসঙ্গোৎপন্ন এবং মহাপ্রভুকে স্ত্রীসঙ্গের অনুমোদনকারী প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহাদের বিচার—প্রাকৃত সহজিয়ামতের অন্তর্গত।

(৮) প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধারণা যে তাঁহারাই যেন কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু (!) অর্থাৎ বৈষ্ণব-সৃষ্টির মালিক, বৈষ্ণব-পুত্র সৃষ্টির (?) জন্য বৈষ্ণবী স্ত্রী (?) সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গ-ছলনায় গ্রাম্য বা গৃহমেধী-ধর্ম্মে আসক্ত হওয়ার নামই—গৃহস্থ-বৈষ্ণবাশ্রম!

(৯) মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জগতে পরবর্ত্তী-কালে শৌক্র আচার্য্যবংশ বিস্তারের জন্যই গৌড়দেশে বিবাহ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন!

(১০) বৈষ্ণবতা—জাতিগত বা শৌক্রগত !

(১১) গোস্বামিত্ব ও আচার্য্যত্ব—শৌক্র বংশগত ! গুরুও শিষ্যসম্বন্ধ ক্রীতদাসপ্রথায় ন্যায় শৌক্রবংশগত !

(১২) ভগবৎপার্ষদ গরুড়পক্ষীর যেরূপ মৎস্যাদি ভোজন পক্ষীজাত্যুচিত, তদ্রূপ আচার্য্যসন্তানগণেরও মৎস্যাদি-ভক্ষণ মনুষ্যজাত্যুচিত ! এই সকল প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদ।

(১৩) এইরূপ ভগবৎপার্ষদাভিমানিগণ যদি পরস্ত্রী-লাম্পট্যাদিতেও রত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধমনীতে ভগবদ্‌রক্ত (?) প্রবাহিত বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে পরস্ত্রী ভগবৎপার্ষদ-সঙ্গ-প্রাপ্ত-ফলে পরম কৃতার্থা হইবেন অথবা তাঁহাদের ঐরূপ আচরণ মনুষ্যজাত্যুচিত বিবেচনায় সেই দোষের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না করিয়া সকলেরই তাঁহাদিগকে পারমার্থিক সম্মানদান কর্ত্তব্য ! এই সকল সহজিয়া-বাদ।

(১৪) বাহিরে মালাতিলকধারী ভিতরে যতই কপট থাকুক না কেন এবং যতই ব্যভিচারাদি সম্পন্ন হউক না কেন, মহাভাগবতগণের স্বাভাবিক প্রেমোত্থ অষ্টসাত্ত্বিকভাবাদির অনুকরণ করিতে পারিলেই সে মহাবৈষ্ণব ! ইহা অনুকরণিক সহজিয়া-বাদ বঙ্গানুবাদ।

(১৫) গুরুদেব শুঁড়িবাড়ী গমন করিলেও অথবা পরস্ত্রী-লম্পট, স্ত্রৈণ, গৃহব্রত, বিষয়ী, বৈষ্ণবাপরাধী প্রভৃতি হইলেও তাঁহার দোষ দর্শন করা মহাপরাধ ! ইহা একপ্রকার কপটতা ও আত্ম- বঞ্চনাময় সহজিয়া-বাদ।

(১৬) গাধাকে তিলক-ফোঁটাদ্বারা কিম্বা ব্যভিচারী

লম্পটকে 'চিতাবাঘে'র ন্যায় সাজাইয়া পূজা করা উচিত কিন্তু যথার্থ বিমল-বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বুদ্ধি করাই—বৈষ্ণবতা! ইহা মহাভাগবতের আচরণের বিকৃত অনুকরণরূপ—একপ্রকার সহজিয়া-বাদ।

(১৭) কপটতার সহিত আকুপাকু-ভাব, সিদ্ধান্তবিরোধ প্রভৃতি দেখিয়া তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া নিজ মূর্খতা-গোপনরূপ প্রতিষ্ঠা-কামনা এবং নিজ শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি না করা রূপ কাপট্য নাট্যই—তৃণাদপি সুনীচতা, আর নিষ্কপটতার সহিত সিদ্ধান্ত বিরোধাদি প্রদর্শনদ্বারা জগদ্ধিতার্থ পাষণ্ডমত খণ্ডন এবং শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপন প্রভৃতিই—দাম্ভিকতা! ইহাও সহজিয়া-বাদ।

(১৮) জড়প্রতিষ্ঠাসম্ভারের জন্য আনুকরণিক ফল্গু-বৈরাগ্য, কীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়া স্মরণ-নিষ্ঠতার অভিনয়, নির্জ্জন-ভজনানন্দি সহজ-পরমহংসকুলের অনুকরণ করিয়া মঠাদি নির্ম্মাণ বা বহুশিষ্যাদিকরণরূপ মহারম্ভাদ্যনুদ্যমের ছলনা-প্রদর্শনই—নিষ্কিঞ্চনতা, আর পরম কারুণিক আচার্য্যের জগদ্ধিতার্থ সত্য-কথা-কীর্ত্তন-মুখে মিছাভক্তি, ছলভক্তি, বিদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধা-ভক্তির পার্থক্য প্রদর্শন, দেবল, ভণ্ড, ব্যভিচারী, গঞ্জিকাসেবী, স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতির ঠাকুর-সেবার ছলনায় সেবাপরাধ প্রশ্রয়ের বাধা-প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে হরিসেবা-প্রচলন, শুদ্ধভক্তির আলোচনা-কেন্দ্র প্রভৃতি সংস্থাপনই—সকিঞ্চনতা! ইহা একপ্রকার সহজিয়া মত।

(১৯) মহাপ্রসাদ প্রাকৃত ভাতডালের ন্যায় নীচজাতির

স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যায়, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ-বস্তু শ্রীশালগ্রাম প্রাকৃত ইট-পাটকেলের ন্যায় শূদ্রস্পর্শে দূষিত হইয়া যায়; সুতরাং পঞ্চগব্যাদিদ্বারা তাহার শোধন আবশ্যক ইত্যাদি বিচার— প্রাকৃত সহজিয়া মত।

(২০) দীক্ষিত ব্যক্তি 'বিপ্রত্ব' প্রাপ্ত হইলেও এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি সাত্বত-স্মৃতিতে দীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলেও অবরকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তিকে শালগ্রাম পূজার অধিকার দেওয়া যাইবে না, দিলে পূজককে দাম্ভিকতা শিখান হইবে, এই সকল কপটতাপূর্ণ অপস্বার্থপর প্রাকৃতসহজিয়ামত। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শূদ্র (?) ছিলেন। তাই মহাপ্রভু তাঁহাকে শালগ্রামপূজায় অধিকার না দিয়া গোবর্দ্ধন-শিলা দিয়াছিলেন। নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরুদেব—শূদ্র, গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম দুইটী ভিন্ন বস্তু—এই সকল বিচার ভীষণতম অপরাধময় সহজিয়া-বাদ।

(২১) নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এক, (কারণ এইরূপ চিজ্জড়সমন্বয় না হইলে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ চালান বাধাপ্রাপ্ত হয়!) এই চিজ্জড়-সমন্বয়মত একপ্রকার সহজিয়াবাদ।

(২২) অর্থ লইয়া কিম্বা ফুরণ করিয়া ভাগবত পাঠ; কীর্ত্তন, দীক্ষাদানের অভিনয় প্রভৃতি কার্য্য ভক্ত্যনুষ্ঠানেরই অন্তর্গত!

(২৩) গুরু যাহাই হউক্ আর শিষ্য যাহাই থাকুক, সিদ্ধমন্ত্রের অক্ষরগুলি যখন শক্তিসম্পন্ন, তখন মন্ত্রই ত' কার্য্য করিবে,

গুরু বা শিষ্যের সদসদ্‌বিচারে আবশ্যক কি? ইহা অপরাধ ও অজ্ঞতাময়ী সহজিয়াবাদ।

(২৪) বিল্বমঙ্গলের যখন চিন্তামণির কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছিল, তখন বারবণিতার মুখে চপ-কীর্ত্তনাদি শুনিয়া কেননা কৃষ্ণপ্রেম (?) হইবে, ভাড়াটিয়ার মুখে পাঠ শুনিয়া, ব্যবসায়ী কিম্বা ব্যভিচারী লম্পটের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কেন না মঙ্গল হইবে! এ সকল অত্যন্ত অজ্ঞতামূলক সংক্রামক সহজিয় মত।

(২৫) যে বেশ্যাসক্ত, নেশাখোর, স্ত্রৈণ ও ভণ্ড আছে থাকুক, নাম (?) করিতে করিতে তাহার সমস্ত দোষই কাটিয়া যাইবে, কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে যদি বৃষলীপতি তাহার ভোগ্যা কামিনীকে সেই নামে মাতোয়ারা করিয়া দিতে পারে অর্থাৎ নামবলে বেশ করিয়া কোমর বাঁধিয়া ব্যভিচার বা পাপ প্রবৃত্তি চালাইতে পারে, গাঁজার টানের সঙ্গে সঙ্গে 'হরিনাম' (নামাপরাধ) করিতে পারে, কিম্বা অপ্রাকৃত সহজভক্ত কালিদাসের অনুকরণে 'হরেকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে পাশক চালাইতে পারে, স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে ত' কাজ সিদ্ধিই হইল! এই সকলের (ভণ্ডামীর) নামই—প্রেম! পরাক্‌প্রবণ ভোগি-কুলের এই সকল মনোধর্ম্ম প্রাকৃত-সহজিয়া মত।

(২৬) জড়বুদ্ধি না ছাড়িলেও 'নাম' (?) হয়, কারণ শ্রদ্ধায়, হেলায় যে কোন প্রকারে যখন নাম-গ্রহণের বিধি আছে, তখন কেনই বা না লাম্পট্য করিতে করিতে মুখে 'নাম' বাহির হইবে! ইহা এক প্রকার সহজিয়া মত।

(২৭) শিষ্যের অনর্থ অপগত হউক আর না হউক, তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, অনর্থযুক্ত শিষ্যকে শিষ্যানুবন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া জাতরতি কল্পনা করিয়া তাহাকে রসতত্ত্ব উপদেশ, সিদ্ধ-পরিচয় এবং অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-পদ্ধতি প্রদান করা যায় ইহা একপ্রকার সহজিয়া মত।

(২৮) আট আনা দক্ষিণা হইলে অনর্থযুক্ত শিষ্যকেও সিদ্ধ-পরিচয় প্রদান করা যাইতে পারে এবং অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদি পদ্ধতি হাটে, বাজারে, যা'র তা'র নিকট ছড়ান যাইতে পারে! ইহা সহজিয়া মত।

(২৯) অধিকারীনির্বিবশেষে সকলের নিকট ঘণ্টায় ১০ টাকা বা ৫ টাকা প্রাপ্য চুক্তি করিয়া (প্রাপ্তি হইলে) রাস-লীলা, বস্ত্রহরণ, ভ্রমরগীতা, বিদগ্ধ-মাধব, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দ-লীলামৃত, মুক্তাচরিত, গীতগোবিন্দ, জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক প্রভৃতি রসগ্রন্থ পাঠ বা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের রসগান শুনান যাইতে পারে! ইহা বর্ত্তমানে খুব সংক্রামক সহজিয়া মতের প্রসার হইতেছে।

(৩০) রঙ্গালয়ে, ক্লাবে, বায়স্কোপে, গ্রামোফোনে, রেডিওতে, বারবিলাসিনী ও ব্যবসায়ীর মুখে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের গান শুনিতে আপত্তি কি? তাহাতেও ত' কৃষ্ণকথাই হয়? বারবিলাসিনী যখন কৃষ্ণলীলার (?) অভিনয় করে, তখন ত' সেইভাবে বিভাবিত হইয়াই অভিনয়াদি করিয়া থাকে? এ সকল বর্ত্তমানের বিশেষ সংক্রামক সহজিয়াবাদ।

(৩১) রঙ্গালয়ে ছলভক্ত, মিছাভক্ত, বিদ্ধভক্ত বা অন্তরে

মায়াবাদী বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর রচিত ও অভিনীত চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি শুনিতে দোষ কি ? তাহা শুনিয়াও চক্ষে জল আসে ও "ভক্তি" (?) লাভ হইতে পারে! এই সকল বর্ত্তমান কালে বিশেষ প্রচলিত ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সহজিয়া মত।

(৩২) লেখক নিজে অসদাচারীই হউক, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কপটতা পূর্ব্বক সদাচারের অভিনয়ই প্রদর্শন করুক কিম্বা অনাচারী হউক, যে কেহ হউক না কেন, যদি তাহার প্রাকৃত কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বলে মহাপ্রভু (?) কৃষ্ণ (?) বা ভক্তি (?) ও ভক্ত (?) সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে, তাহা হইলে সেই (সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ) গ্রন্থ, পাঠ করিয়াও ভক্তিরাজ্য অগ্রসর হওয়া যায়!—ইহাও প্রাকৃত সহজিয়া মত।

(৩৩) স্বরূপদামোদরগোস্বামীর (প্রাকৃত লোকের ন্যায়) হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া দেহত্যাগ (?) হইয়াছিল, মহাপ্রভুর পায়ে কাঁকর-বিদ্ধ হইয়া (কেহ বা ক্ষত হওয়ায়) (?) জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, সনাতন গোস্বামীর বিষয়াশক্তি ছিল, রূপ-সনাতনের কোন পথিকের বাক্যে বিষয় বৈরাগ্য হইয়াছিল প্রভৃতি বিচার কল্পিত ও ভীষণ অপরাধময় সহজিয়া মত।

(৩৪) মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুকে উৎকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি ভোগ দিতেন, তখন মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ নিশ্চয়ই ঔদারিক ছিলেন! এই সকল বর্ত্তমানের সাহিত্যিক সহজিয়া মত।

(৩৫) জাহ্নবাদেবী উষ্ণজলে স্নান করিতেন, তাঁহার

সেবিকাও শিষ্যাগণ অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে অঙ্গ মুছাইয়া দিতেন এবং নানা বিলাসোপকরণ দ্বারা সেবা করিতেন ; সুতরাং জাহ্নবা-দেবীও ভোগি-সম্প্রদায়ের মহিলাগণের ন্যায় বিলাসপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ! ভগবান্ বা ভগবচ্ছক্তির বা ভগবদ্ভক্তের চিদ্বিলাস আর প্রাকৃত ভোগি-সম্প্রদায়ের বিলাস সমান ! এই সকল বর্ত্তমানের সাহিত্যিক সহজিয়া মত।

(৩৬) ভোগি সম্প্রদায়ই যাবতীয় ভোগের অধিকারী, আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রভৃতির ন্যায় পরমহংসকুল—যাঁহাদের একমাত্র কৃষ্ণসেবার্থই অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ, যাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরা—যাঁহাদের সহজকৃষ্ণ-ধ্রুবানুস্মৃতি কখনও বিচ্যুত হইবার নহে, তাঁহাদের জন্য শুষ্ক-বৈরাগ্যের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য ! এ সকল সহজিয়া মত।

(৩৭) বৈষ্ণব কেন উত্তম বস্তু ভোজনকরিবেন, যানে আরোহণ, বস্ত্রপরিধানাদি করিবেন, তাঁহাদের জন্য বায়ুভক্ষণ, পদব্রজে গমন ও দিগ্‌বসনাদি ধারণের ব্যবস্থা ; আর যাহাদের ভোগানলে ইন্ধন প্রদত্ত হইলে তাহারা নরক-দাবানলে সহজেই প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই সকল ভোগী অবৈষ্ণবগণের জন্যই বৃক্ষে নানাবিধ সুস্বাদু ফল, জলে মৎস্য, স্থলে ছাগাদি, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভোগের সামগ্রী, মোটরযান, বাষ্পীয়যান, আকাশযান, নবনব আবিষ্কৃত ভোগের বস্তু, উত্তমোত্তম বস্ত্রাদিসম্ভার সজ্জিত রহিয়াছে ! এ সকল মাৎসর্য্যময়ী সহজিয়া মত।

(৩৮) শ্রীনিবাসাচার্য্য বীরহাম্বিরের প্রদত্ত বহু অর্থ গ্রহণ করিয়া বিলাস-পঙ্কে মগ্ন (?) হইয়াছিলেন। এক স্ত্রী বর্ত্তমান

থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং পরমহংস গুরুদেব অন্যায় করিয়াছেন,—এই সকল অপরাধময় চিন্তাস্রোত এক-প্রকার সহজিয়া-বাদ।

(৩৯) যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচার্য্য দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, বলরাম-নিত্যানন্দের দুই-বিবাহ ছিল, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুও দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন কিংবা কোন পরমহংস দুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে পারেন, নীলকণ্ঠ হলাহল পান করিতে পারেন, অগ্নি সমস্ত ভক্ষণ করিতে পারেন, সেই সকল তেজীয়ান্ বিষ্ণুও পরমহংস বৈষ্ণব-তত্ত্বের অনুকরণ করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-লাম্পট্য প্রশ্রয় দেওয়াই—বৈষ্ণবধর্ম্ম। এইরূপ সিদ্ধ ও সাধক, পরমহংস ও বদ্ধজাব, মায়াধীশ-ঈশ্বর ও মায়াবশ-জীবে সমন্বয়বুদ্ধি বর্ত্তমানে একপ্রকার সংক্রামক সহজিয়া ব্যাধি।

(৪০) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ভূনিক্ষিপ্ত পচা প্রসাদান্ন-কণা-ভোজন করিতেন বলিয়া তিনি আমার ন্যায় মাৎসর্য্যপরের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়কারী বৈরাগ্যবান্ পুরুষ, আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রভৃতি উত্তম সামগ্রী উপভোগ করিতেন বলিয়া তাঁহারা বৈরাগ্যবান্ নহেন! এই সকল বিচার এক প্রকার সাহিত্যিক সহজিয়া-মত!

(৪১) ঠাকুর বৃন্দবন 'ব্রহ্মদৈত্য', 'রাক্ষস', 'পাপিষ্ঠ', 'পাষণ্ড', 'তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে', 'শিয়াল', 'কুকুর' প্রভৃতি কৃপাবাক্য অভক্ত সম্প্রদায়ের উপর অমায়ায় বর্ষণ করিরাছেন বলিয়া তিনি 'ক্রোধ-রিপুর বশবর্ত্তী (?) বা কোন আচার্য্য লোক-

কল্যাণের জন্য অমায়ায় ছলভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন বলিয়া তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ-ধর্ম্মের' অভাব হইয়াছে—এই সকল বিচার বিশেষ সংক্রামক সহজিয়া মত।

(৪২) প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে; জগতের নায়ক-নায়িকার কামের চিত্র হইতে কিম্বা জগতের মাতা, পুত্র, সখা-প্রভৃতির কামগন্ধযুক্ত মোহময় চিত্র হইতে অপ্রাকৃত (শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্যময়ী) কৃষ্ণলীলার আদর্শ কল্পিত হইয়াছে,—এই সকল বর্ত্তমানের সাহিত্যিক সহজিয়া মত।

(৪৩) অপ্রাকৃত ভাবাবলীর অনুকরণ করিতে করিতে প্রাকৃত-ভাব হইতে অপ্রাকৃত-ভাবে উপনীত হওয়া যায়; চক্ষে পিপুল-চূর্ণ প্রদান করিয়া চক্ষু হইতে জল নির্গত করিবার অভ্যাস করিতে করিতে কৃষ্ণ-প্রেমাশ্রু আনয়ন করা যায়,—এই-সকলও প্রাকৃত সহজিয়া মত।

(৪৪) বৈষ্ণবগণের দৈন্যোক্তিকে 'দৈন্য' না জানিয়া উহাকে বৈষ্ণবগণের দুর্ব্বলতা বা চরিত্রের জ্ঞাপক মনে করা; যেমন, কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—'জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ,' ঠাকুর মহাশয়ের,—'অধম চণ্ডাল আমি' প্রভৃতি উক্তি কিম্বা ঠাকুর হরিদাসের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ না করা, ইত্যাদি আপ্তবাক্যই প্রমাণ—এই ন্যায়ানুসারে কবিরাজ গোস্বামীর জগাই মাধাই হইতে অধিক পাপিষ্ঠত্ব, ঠাকুর মহাশয়ের 'অধম চণ্ডালত্ব' ঠাকুর হরিদাসের 'নীচ জাতীয়ত্বে' মন্দির প্রবেশে

অনধিকার—এই সকল ভীষণ অপরাধময় বিচারসমূহ—অপরাধময়ী প্রাকৃত সহজিয়া মত।

(৪৫) সাধারণ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবি প্রভৃতির যেরূপ নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ সম্ভব, তদ্রূপ বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত আপ্তগণেরও তাহা সম্ভব! ইহা একপ্রকার প্রকৃত-সহজিয়া মত।

(৪৬) জড়া প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ফল্গু বৈরাগ্য ও যুক্ত বৈরাগ্য, 'মিছাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি, ভক্তাভাস ও ভক্ত, প্রতিবিম্ব-ছায়া-নামাভাস ও শ্রীনাম, গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ কর্ম্ম ও সেবা, কাম ও প্রেম, মহামায়া ও যোগমায়া, ছায়া-শক্তি ও স্বরূপশক্তি, অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণব, অভক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ, বণিগ্‌বৃত্তি ও সেবাবৃত্তি, লঘু ও গুরু, গুরুব্রুব ও সদ্‌গুরু, গোদাস ও গোস্বামী, গৃহব্রত ও গৃহস্থ, ভণ্ড ও পরমহংস, সাধক ও সিদ্ধ, অনাপ্ত ও আপ্ত, শিষ্য ও গুরু, জীব ও ঈশ্বর, শুদ্ধবাদ ও বিদ্ধবাদ, মতবাদ ও সুসিদ্ধান্ত, মায়া ও কৃষ্ণ, জড় ভোগ ও কৃষ্ণসেবা, প্রাকৃত-সংজ্ঞা ও শ্রীনাম, বৈধ ও রাগানুগ, অজাতরতি ও জাতরতি, রসাভাস ও রস, জড় ও চিৎ, অক্ষজ ও অধোক্ষজ, অজ্ঞরূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি, মায়ার সেবা ও কৃষ্ণের সেবা, ভোগাগার-গৃহ ও সেবাগার-মঠ, ভোগবুদ্ধিতে গৃহে বাস ও সেবা-বুদ্ধিতে মঠে বাস, দেশ, সমাজ বা প্রাকৃত জনসেবা ও শ্রীধাম, বৈষ্ণব-সমাজ বা হরিজন-সেবা, বীরপূজা ও হরিজন-পূজা, পুতুল-পূজা ও শ্রীবিগ্রহ-পূজা, দরিদ্র-অনাথ-সেবা ও শ্রীনাথ-নারায়ণ-সেবা সকলই এক,—এইরূপ বিচারসমূহ প্রাকৃত সহজিয়াবাদ।

জগতের প্রতি বহির্ম্মুখ-চিন্তাস্রোতে, প্রতি বহির্ম্মুখ হৃদয়ে, ভাব-ভাষায়, সাহিত্যে-কবিত্বে, গানে-তানে, হাস্যে-রহস্যে, আলাপে-বিলাপে, মর্ম্মে-নর্ম্মে, ধ্যানে-জ্ঞানে, ক্রীড়ায়-ব্রীড়ায়, রঙ্গে-ভঙ্গে, লাস্যে-দাস্যে, যোগে-ভোগে, এইরূপ কত প্রকার যে প্রাকৃত সহজিয়া-ভাবরাজি নিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কারণ এই বিমুখ-বৈচিত্র্য যে সেই অনন্তপ্রকাশ উন্মুখ-বৈচিত্র্যেরই বিকৃত হেয়প্রতিফলন।

আজকালকার অনেকেই এই সকল আনখকেশাগ্র প্রাকৃত-সহজিয়া-চিন্তা-স্রোত-পরিপ্লাবিত ব্যক্তিগণকে 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব', 'ভাবুক', 'রসিক' প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ বিচারে উপনীত হন, তাঁহারাও "সমশীলা ভজন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে ন্যূনাধিক প্রাকৃত-সহজিয়া।

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই জগতে প্রচারিত। স্বর্গবাসী ভোগপ্রবণ দেবগণকে সহজিয়া সম্প্রদায়ের আদর্শ বলা যাইতে পারে। সত্যযুগে বৈষ্ণবে-ভোগ্য-পুত্রবুদ্ধিরূপ-জাতিবুদ্ধিকারী হিরণ্যকশিপু একজন প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ, ত্রেতায় চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীতে ভোগবুদ্ধিকারী বিশ্বশ্রবা-নন্দন দশানন একজন প্রাকৃত-সহজিয়ার আদর্শ, দ্বাপরে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দক শিশুপাল, কিম্বা দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি কৌরবগণ প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ, আর কলিতে ত' প্রাকৃত সহজিয়ার সংখ্যা গণনা করাই যায় না। চঙ্গবিপ্র, হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ, রামচন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খঁা, বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবি, চৈতন্য-ভাগবতপ্রোক্ত অবতারব্রুব গোপাল নামধারী শৃগাল

প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ। কেহ কেহ বলেন, শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর (শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ) সময় হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায়-স্বরূপ 'সহজিয়া' নামক একটী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে সহজিয়াগণ স্ব-স্ব-কুমতের প্রতিষ্ঠার জন্য বীরভদ্র প্রভুকে তাহাদের কুমত-প্রবর্ত্তক বলিতে কুণ্ঠিত হন না। তাহারা স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর নাম দিয়া তাহাদের মনোধর্ম্ম ও অসন্মত চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ নিজের যাবতীয় দোষ ভগবান্ বা কোন মহদ্-ব্যক্তির 'ঘাড়ে চাপাইবার' চেষ্টা করে।

কোন কোন গ্রাম্য সাহিত্যিক বৈষ্ণবধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবায় চেষ্টা করিতেছে, তাহারা মায়ান্ধ হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেই 'প্রকৃত-বৈষ্ণবধর্ম্ম' মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সহজিয়া-সম্প্রদায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটী শ্রেণী বিশেষ এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সমাজ হইতে এই 'সহজিয়া মত' বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন "নামে ও ব্যবহারে সামান্য বৈলক্ষণ্য মনে হইলেও সহজভজন বৌদ্ধ বজ্রযানেরই সংস্করণ, জন সাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য বৈষ্ণবেরা সহজভজন প্রচার করেন।" তাঁহারা আরও বলেন, চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব-তান্ত্রিকেরা সহজ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্পষ্ট ব্যক্ত (?) আছে। চণ্ডীদাসের বহু পদে বাশুলী

দেবীর নাম পাওয়া (?) যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের (?) আদি উপাস্য বাশুলী এবং বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী যেন এক ও অভিন্ন দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র যে বহুশত নেড়ানেড়ীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদেরই নিকট প্রচ্ছন্ন বজ্রযান-মত (সহজতত্ত্ব) জানিয়া থাকিবেন।” প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের এই সকল স্বকপোল-কল্পিতা অনাথকেশগ্র বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধিনী গবেষণার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক তুল্য। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম; উহা সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। সেই বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সুরসরিৎ প্রবাহের ন্যায় স্ব য় ম্ভু-না র দ-শম্ভু-কুমার-কপিল-মনু-প্রহ্লাদ-জনক-ভীষ্ম বলি-উদ্ধব-শুকদেব প্রভৃতি শুদ্ধসত্ত্ব খাতের মধ্য দিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়। সেই অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বে কোন প্রকার হেয়তা নাই বা প্রসক্তি হইতে পারে না। শুকাদি পরমহংসকুলের যাজিত অপ্রাকৃত সহজ সনাতন-ভগবত-ধর্ম্মের নামান্তরই—বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাহা কখনও বিমুখ-বিমোহন পাষণ্ডমার্গাদির অনুকরণ—বিকৃতি বা সংস্করণ নহে। সহজিয়াগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-লাম্পট্য সমর্থন করিবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভণিতা সংযুক্ত করিয়া অনেক সহজিয়া-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে। সহজিয়া-সম্প্রদায়েই ঐ সকল সহজিয়া-সঙ্গীত সমাদৃত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীস্বরূপ দামোদর বা শ্রীরায় রামানন্দ—যাঁহারা কখনও কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসাভাসের লেশমাত্র সহ্য করেন না, তাঁহারা কোন দিনই ঐ সকল সহজিয়াগণের কুরুচিপূর্ণ প্রলাপ স্পর্শ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে

ঐ সকল কল্পিত ভণিতাযুক্তপদ সহজিয়া-সমাজেই প্রচারিত হইয়াছে।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ বহু কল্পিত অপরাধময়ী কিংবদন্তী প্রকাশ করিয়াছে যথা—ভক্তিরসের মূলমহাজনবর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে মীরাবাই ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ কু-অভিসন্ধিপূর্ণ ও অপরাধমূলক কল্পিত গল্প মাত্র। অসৎসহজিয়া-সম্প্রদায় তাহাদের অসৎ-মত কতকগুলি পয়ারী পুঁথি ও গান প্রভৃতি রচনা করিয়া তন্মেধ্যে স্থাপন করিয়াছে। রক্তমাংস-ক্লেদপূর্ণ প্রাকৃত-দেহ-ভজনকেই 'কৃষ্ণভজন,' 'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস' প্রভৃতি বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া লাম্পট্যকেই 'ভজন' মনে করে। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু অনর্থযুক্ত জীবকে এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গোপালচম্পূ ও লোচনরোচনী প্রভৃতি গ্রন্থে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন। ইহারা তাহারও কদর্থ করিতেছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'পঞ্চরসিকের মত' বলিয়া একটী সর্ব্ব-সজ্জন-নিন্দিত কুমত সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দকে "পঞ্চরসিক" এই আখ্যায় আখ্যাত (!) করিয়া এই নরক প্রাপক কুমত সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা অপ্রাকৃত প্রকৃত রসিক বটে, কিন্তু সহজিয়াদের কল্পিত রসের রসিক নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি সেই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত কল্পনা করা অপেক্ষা আর অধিক নিন্দা নাই, 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর, বিষ্ণু নিন্দা নহে আর ইহার উপর' এই

মহাজনের বাণী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা। ভক্ত, ভক্তিও প্রাকৃত নহে, ভক্তিই কেবলমাত্র 'চিদনুশীল', তদ্ব্যতীত আরসমস্তই অচিদনুশীলন—একথা শুদ্ধভাবে সদ্‌গুরুর কৃপায় চিদনুশীলকারী শরণাগত ভক্তই বুঝিতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত অন্যের চিদনুশীলনের কথা বুঝা অসম্ভব। সহজিয়াগণ এসকল কথা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির চরণে মহাপরাধ করিতেছে।

অপরাধ, মায়াবাদ, অহংগ্রহোপাসনা, মাৎসর্য্য, কপটতা, কামুকতা, দম্ভ, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতির মিশ্রণে এই মহা অপরাধময়ী প্রাকৃত সহজিয়াবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াবাদীরও কখনও মঙ্গলের সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়ার মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়ে রাগাণুগ মুক্ত পুরুষেরই অপ্রাকৃত রসাদিলীলাশ্রবণে অধিকার, অনর্থমুক্ত ব্যক্তিই লীলা-স্মরণের অধিকারী। ভাবনার পথ অতিক্রান্ত হইলে শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে যে অধোক্ষজ-লীলা-কল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত কৃত্রিম ভাবনার বা চিন্তার বিষয় নহে। আত্মার শুদ্ধ সহজ ভাবকে কৃত্রিমতায় পরিণত করিলে বা আরোহবাদীর ধরণামূলে কৃত্রিমতা-দ্বারা সহজভাব প্রাপ্তির আশা করিলে ফলকালে বিপরীত ফলই লাভ হয়। যাহারা এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লীলা-স্মরণাদির পক্ষপাতী, তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। ইহারা অধোক্ষজ সেবাময়ী কৃষ্ণলীলাকে ভোগান্তর্গত মনে করে। "প্রাকৃত কামলুব্ধ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান

লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সাধন ভক্তি পরিত্যাগে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ সদৃশ প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জানিয়া কিম্বা নিজেকে নিজেই বঞ্চনা করিয়া তাহার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলেই জড়কাম বিনষ্ট হইবে'—প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিপ্রলিপ্সাযুক্ত বা আত্মবঞ্চনামূলক বিচারকে নিষেধ করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শব্দের উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে—'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

সহজিয়াদের সৃষ্ট প্রাকৃত কামপূতিগন্ধযুক্ত মতে নানাপ্রকার মনগড়া সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। তাহারা প্রবর্ত্তদেহ, সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ বলিয়া দেহের তিন অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকে। তাহাদের মতে পুরুষ মাত্রেই 'গুরু' হইবার যোগ্য ; সেই গুরুই কৃষ্ণ, এতদুভয়ের সাধনই নিত্যলীলা, পারকীয়রসই শ্রেষ্ঠরস, গুরুর কৃষ্ণভাবনা ও শিষ্যের রাধিকা-জ্ঞানই ভাবাশ্রয়। ভাব হইতে প্রেম ও রসরূপ সম্ভোগ উদিত হয়। রাধাকৃষ্ণ-নিত্য-লীলাকে আদর্শ জ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয় সেবাই সহজ ভজন। সহজ ভজনদ্বারা পরলোকেও এবংবিধ লীলা নিত্য। সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী নবযৌবন-সম্পন্না রূপলাবণ্যময়ী পরকীয়া রমণী আবশ্যক ; ইহাদের মতে দেহই বৃন্দাবন এবং এই দেহ-বৃন্দাবনে নানাপ্রকার ক্রীড়াই কলির একমাত্র ভজন।

সহজিয়াগণের এই সকল তাণ্ডব-নৃত্য যে কলির উচিত-ভজন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ! কলিবৈরী পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুক-

দেব গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে যে সকল ভজনের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা শ্রীভাগবতামৃতগ্রন্থে যে অপ্রাকৃত সহজ ভজনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সকল বিশুদ্ধ ভজন হইতে এই কলিসুলভ প্রাকৃত সহজিয়াবাদ অনন্তকোটি যোজন দূরে অবস্থিত। এই কলি-প্রিয় ভজনের সহিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

বর্ত্তমানে কোন কোন প্রাকৃত সাহিত্যিক বলেন, "প্রবৃত্তি সাধনের ভিতর দিয়াও সহজিয়াদের এক উচ্চ লক্ষ্য ছিল। ভোগ ও ইন্দ্রিয় সেবার মধ্যেও ইন্দ্রিয়জয়রূপ সাধন-প্রণালী থাকায় এই সম্প্রদায় ততদূর ঘৃণিত বা অনদৃত হয় নাই।" কিন্তু ভোগ ও ইন্দ্রিয়-সেবার মধ্য দিয়া কখনই উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায় না। কাম হইতে কখনই প্রেমের সৃষ্টি হয় না। যাহারা অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি কল্পনা করে, তাহাদের মত যে বৌদ্ধ-মতেরই রূপান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধতুল্য আনখকেশাগ্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী নাস্তিকগণই এই সকল মত মায়ার তাড়নায় সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। অহো! কি মায়ার নাট!

যেদিন লোক এই সকল সহজিয়ারূপ আবর্জ্জনারাশিকে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের নিতান্ত হানিকর জানিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সংস্পর্শবর্জ্জিত হইবেন, এই সকল অসংখ্য সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুপূর্ণ আবর্জ্জনারাশিকে অগ্নিসাৎ করিবেন। সেইদিন চরিতামৃতমন্দাকিনীধারায় অবগাহন, ভাগবতামৃত ধারা পান, রসামৃতসিন্ধুবিন্দু আস্বাদন, চন্দ্রামৃত সেবন, চন্দ্রোদয়

দর্শন, রত্নাকর হইতে রত্নাহরণ, ভাগবত-মালা কণ্ঠে ধারণ, সন্দর্ভ-সেবার নির্ব্বন্ধ, মনঃশিক্ষায় দীক্ষিত হইবার আশা হৃদয়ে লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

সখীভেকী-বাদ

অসংখ্য-প্রকার প্রাকৃতসহজিয়ামতের অন্তর্গত এই সখী-ভেকি মত। ইহা অনর্থময়কুমত বা আনুকরণিক সহজিয়া-বাদেরই অন্যতম। 'বেষ' শব্দের অপভ্রংশ 'ভেক'। যাহারা কৃত্রিমভাবে পুরুষ-শরীরে কিংবা প্রাকৃতস্ত্রী শরীরে অপ্রাকৃত-ব্রজ-নাগরী সখীর 'বেষ' বা 'ভেক' ধারণ করে এবং এইরূপ কৃত্রিমতাকেই 'ভজন' বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা সখী-ভেকী'। নামে অভিহিত।

অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ-লাভ করিয়া স্বীয় অপ্রাকৃত গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অধোক্ষজ-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-অষ্ট-কালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করেন। অনর্থমুক্ত শ্রীরূপানুগ-গুরুসেবাকরই অপ্রাকৃত সহজসিদ্ধ-স্বরূপের উদয় ও সেই সিদ্ধদেহে অধোক্ষজ সেবা সম্ভব। নিজে নিজে রাগানুগ-অভিমান বা প্রাকৃত-সহজিয়া গুরু—যিনি নিজকে রসিক বা পার্ষদ অভিমান (?) ও অনর্থযুক্ত শিষ্যকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও স্নেহবশতঃ 'জাতরতি' কল্পনা করিয়া কৃত্রিমভাবে (কল্পিত) সিদ্ধ-স্বরূপ (?) প্রদান করেন, সেইরূপ গুরুব্রুবের উপদিষ্ট কল্পনাদ্বারা কখনও অনর্থমুক্ত সিদ্ধের অন্তশ্চিন্তিত বা সহজোদিত-অপ্রাকৃত সিদ্ধস্বরূপ লাভ হয় না।

মহাভাগ্যবান্ নিবৃত্তানর্থ-পুরুষ অপ্রাকৃত-সহজ-রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের ভাবে স্বাভাবিক লৌল্য-বশতঃ লুব্ধ হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন। চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধাকৃষ্ণের অধোক্ষজ-সেবাময়ী নিত্যলীলায় প্রবেশোপযোগিণী যে প্রণালী আছে, তাহা প্রেমারুরুক্ষু স্বীয় অপ্রাকৃত রূপানুগ-গুরুদেবের কৃপায় উপলব্ধি করেন। ভজন-সুবিজ্ঞ অধোক্ষজ-কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুদেব অধিকার-অবিচারে বা অনর্থকে 'অর্থ' কল্পনা কিম্বা ক্রম-পথ বিলোপ করিয়া অনর্থান্বিত শিষ্যকে কখনও 'রস-শিক্ষা' দেন না, ভজন-বিজ্ঞ-গুরু শিষ্যকে 'জাতরতি' কল্পনা করিয়া রতি-ব্যতীত অপ্রাকৃতরস কখনও প্রদান করেন না, আর সেই অজাতরতিতে অপ্রাকৃতরস স্বীয় অবস্থানের ভূমিকাও পায় না। পূর্ব্বেই রসের উদয়, পরে রতির উদয় বা পূর্ব্বে রতির উদয়, পরে শ্রদ্ধার উদয়—এইরূপ বিচার কখনও ভজন-বিজ্ঞ-গুরুর বিচার নহে। ভজনবিজ্ঞগুরু 'গাছে না উঠিতে বৃক্ষ মূলেই কাঁদি' পাওয়া ন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন। শিষ্যের সহজোদিত ভাবকালে যে অবস্থা, ভজনবিজ্ঞ গুরু সাধনের অগ্রেই তাহা বলেন না, তিনি কখনও অধিকার বিচার না করিয়া মর্কটের হস্তে বহুমূল্য মুক্তা প্রদান করেন না। 'জড়বস্তু' কোন কালে 'অপ্রাকৃত' হয় না, 'জড়সত্তা' কখনও 'চিৎ' হইয়া যায় না—ভজনবিজ্ঞ-গুরুদেব ইহা উত্তমরূপে জানেন ও শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অপরাধ বা অনর্থ-ব্যবধানে কখনও ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ের আবির্ভাব ও তন্মধ্যে অপ্রাকৃত-সহজোদিত রসপ্রবাহ সঞ্চারিত হয় না।

কোন্ জীবাত্মার কোন্‌টী স্বাভাবিক রস, তাহা অনর্থযুক্ত শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের গূঢ়রুচি-দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ শুদ্ধ-রুচিক্রমে সাধক স্বীয় শুদ্ধস্বরূপে সহজোদিত রসে রতিবিশিষ্ট হন। শিষ্যের অধিকার-বিচার ও সেই রুচি-বিচার করিয়া ভজন-বিজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যকে ভজন-শিক্ষা দেন।

বাহ্য সাধন-দেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও নিষ্কপট অনর্থমুক্তের অপ্রাকৃত ভাবদেহে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবাপর-রাগানুগাভিমান অসম্ভব নহে। কারণ জীবাত্মামাত্রেই কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি। স্থূলদেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত ; লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাবের প্রস্তাবনা। কিন্তু জীবের নিত্য শুদ্ধদেহ—চিণ্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব, ভেদ নাই। চিণ্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধকামময়। যখন স্বাভাবিক যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাতেই সেই শুদ্ধভাবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-বাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব, পিতৃ-বাৎসল্যে—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ মধুরোজ্জ্বলরসে সকল জীবাত্ম-স্বরূপই শুদ্ধ-স্ত্রীরূপ', এক পরমপুরুষের সেবাধিকারিণী। এইরূপ বিশুদ্ধ-সিদ্ধ-স্বরূপের বা অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের (মনোধর্ম্মীর কল্পনার সৃষ্ট নহে) অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বয়স-বেষ-সম্বন্ধ-যূথ-আজ্ঞাসেবা প্রভৃতি একাদশটী পর্ব্ব অপ্রাকৃত ভজনবিজ্ঞগণ জানেন। এই অধোক্ষজ-লীলামিথুনসেবাসুখৈক-তাৎপর্য্যময় অপ্রাকৃত সিদ্ধস্বরূপ বা সিদ্ধদেহ অনর্থযুক্ত ব্যক্তির 'মাটিয়া' কল্পনা-নির্ম্মিত 'মেটে পুতুল' নহে। যাহারা কৃত্রিমভাবে 'মাটিয়া বুদ্ধি' লইয়া অপ্রাকৃতের অনুকরণ করিতে যায়, তাহাদিগের

সাধন-ভজনের ছলনা আত্মবঞ্চনাময় জগজ্জঞ্জাল-মাত্র। ঐরূপ পৌত্তলিকতার প্রসারদ্বারা কেহ কখনও নিজের বা পরের মঙ্গল করিতে পারে না, চিরতরে অপ্রাকৃত-রস-প্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃত-রসান্ধকূপে মগ্ন হয়। অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ—শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তের অন্তশ্চিন্তিত নিত্যসিদ্ধস্বরূপদেহ উহা কল্পনাজাত নহে।

যাহারা কৃত্রিমভাবে এই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহকে 'গোপী' বা 'সখী' সাজাইতে চায়, তাহারা ভজনবিজ্ঞ-গুরুর পাদপদ্ম কখনও দর্শন করে নাই কিম্বা নিজেই স্বতন্ত্র কু-রসিকের সজ্জায় প্রতিষ্ঠা-ধৃষ্টাশ্বপচ-রমণীর মোহে আক্রান্ত হইয়া ঐরূপ মহাজনের শিক্ষার বিরুদ্ধ অভিনয় করিয়াছে, জানিতে হইবে। শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের গোপীদেহস্ফূর্ত্তি—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ-দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি বা আপন-দশা; ইহাই বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্ব-লাভ। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপসিদ্ধি' হইতে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়। কিন্তু কৃত্রিমভাবে বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক চামড়ার খোলসকে 'গোপী' মনে করা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত গো-গর্দ্দভত্বেরই একটী প্রকারবিশেষ ছাড়া আর কি?

অকাল-পক্ক মাটিয়া রসিক অর্থাৎ অনর্থসাগরে মগ্ন থাকায় যাহাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি বিগত হয় নাই এবং কপালগুণে ভজনবিজ্ঞ-নিষ্কপট সদ্গুরুর দর্শনও যাহাদের ঘটে নাই কিম্বা কপট বা প্রাকৃত-সহজিয়াকেই 'ভজনগুরু' বলিয়া বরণ করিয়াছে, তাহারা রূপানুগ-শুদ্ধভজনের এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রাকৃত-ভজন-বিজ্ঞানকে শুদ্ধ-

সহজ-স্বরূপানুবন্ধী ব্যাপারকে—হ্লাদিনী-সার-সমবেত-সম্বিতের ব্যবধানরহিতা ক্রিয়াকে মাটিয়া কল্পনাবলে পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত করিবার ধৃষ্টতা করিতেছে। 'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান'—মহাপ্রভুর কথিত এই শুদ্ধ বেদান্তের বিচারকে 'তিক্ত জ্ঞানচর্চ্চা' মনে করিয়া তাহাতে নাসিকা কুঞ্চন-পূর্ব্বক গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার আশায় যাঁহারা একলাফেই 'রসিক' বা "ভজনানন্দী" কিম্বা তদ্রূপে জগতে প্রচারিত হইবার দুরভিলাষ পোষণ করিয়া রূপানুগ গুরু-বৈষ্ণব-মহাজনকে লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহারা অপ্রাকৃত অনর্থমুক্তের অন্তশ্চিন্তিত, সহজোদিত শুদ্ধ-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দেহেই বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া বসিয়াছে অর্থাৎ স্থূল-লিঙ্গ-দেহকেই 'আত্মা' জ্ঞানে নশ্বর স্থূল-দেহকে 'গোপী' এবং ঔপাধিক নশ্বর সূক্ষ্মদেহের অনর্থমলযুক্ত অভিমান, কল্পনা বা ভাবনারাশিকে 'ব্রজনাগরী-অভিমান', 'সখী-অভিমান' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছে।

সখীভেকি-সম্প্রদায় প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিবর্ত্তবাদী'। ইহারা প্রাকৃত মাটিয়া দেহকে 'অপ্রাকৃত সখী' বা 'গোপী' মনে করে এবং সেই মাটিয়া শরীরকে মাটিয়া বেশ-ভূষায় সাজাইয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতে চায়! কৃষ্ণ যদি মাটিয়া বস্তু হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ হাড়-রক্ত-মাংসের থলি বা প্রাকৃত মাটিয়া দেহ তাঁহার নয়নোৎসব বিধান করিতে পারিত; কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দময়তনু তাঁহার পরা শক্তি শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপা সখী-মঞ্জরীগণও সকলেই সচ্চিদানন্দময়ী, চিদ্-

বিলাসরূপিণী। তাঁহাদের দেহ, বেশভূষা ও সেবোপকরণ সমস্তই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়। সেই সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত হাটে কি সখী-ভেকীর প্রাকৃত মাটিয়া কুকুর-শৃগাল-গৃধিনীর মহোৎসবের সম্ভার পৌঁছিবে না বিকাইবে? যাহারা এই প্রাকৃত মাটিয়া-শরীরকে 'সখী' সাজাইয়া তাহা কৃষ্ণের কাছে লইয়া যাইবার অভিলাষ করেন, তাহাদিগের কৃষ্ণও—'মাটিয়া-কৃষ্ণ' বা মায়া। বিশেষতঃ ইহাদের বিড়ম্বনারও অন্ত নাই। শুনা যায়, এই সখীভেকী-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের প্রাকৃত মাটিয়া এই বাহ্য শরীরকে 'ললিতা', 'বিশাখা', 'চম্পকলতা' প্রভৃতি সখী সাজাইবার জন্য নৈসর্গিক-পুরুষ দেহজাত গুম্ফ-শ্মশ্রুরাজি প্রত্যহ দুইবেলা ছেদন করেন, কবরী রচনা করেন, পায়ে আল্‌তা পরেন, নাকে নত বা নোলক দেন, স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী পরেন, হাতে অনন্ত, চুড়ি, পায়ে মল প্রভৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকেন এবং প্রাকৃত স্ত্রীলোকের হাব-ভাবের অনুকরণ করেন। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রেমাতুর রাগাত্মিকব্রজবাসিগণের ন্যায় কৃষ্ণসেবা-লৌল্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহার বাহ্য ব্যাপারে সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের চরিত্রে দেখা যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেমাবেশে অচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। আত্ম-স্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে॥ স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়। কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়।"

রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর নিজকে গোপীর

কিঙ্করী অভিমানে কৃষ্ণানুসন্ধান লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণও জগতে রাধাগোবিন্দ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগদাধর, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-ভূগর্ভ-লোকনাথ প্রভৃতি রাগাত্মিক ব্রজবাসী হইয়াও কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকট দেহকে 'সখীভেকে'র দ্বারা সাজাইবার আদর্শ কেহই প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় বলিয়াছেন,—"বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ 'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১৫১, ৫২, ৫৪)।

কিন্তু অনর্থযুক্ত অকাল-পক্ক সখীভেকি-সম্প্রদায়ের আচরণ মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বিপরীত। মহাপ্রভু কিন্তু নিরন্তর গোপীভাবাবিষ্ট থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, এমনকি যখন মহাভাবাবেশে মহাপ্রভু যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কৌপীন-বহির্ব্বাস ছিল, সখীভেকীর ন্যায় বেষ ছিল না।

শ্রীদাসগদাধরপ্রভু কখনও গোপীভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন, তখন নিজ বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন—ইহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখিতে পান। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত

গৌরসুন্দরের দ্যুতি-স্বরূপা বা বৃষভাণুনন্দিনীর বিভুতিরূপা ব্রজের মধুর-রসের আশ্রয়ালম্বন শ্রীদাসগদাধরের যে স্বাভাবিক ব্রজভাব, তাহাতে কপটতা নাই ; তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত ছিল না, তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তিনি নিত্য-সিদ্ধ-ব্রজপরিকর, তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজস্বরূপোচিতভাব লোকে প্রচারোদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আচরণ করিতেন না। তাঁহার শুদ্ধ-সহজ-ভাবকে কৃত্রিম উপায়ে সাধন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সখীভেকীদের মত ক্ষৌরাদি চেষ্টা বা বেষ দেখান নাই। আনুকরণিক, দেহারামী, বিবর্ত্তবাদী, অহংগ্রহোপাসক, সখীভেকি-সম্প্রদায় তাহাদের মত কোন মতেই মহাজনানুমোদিত বলিয়া সমর্থন করিতে পারিবে না, তাহাদের কল্পিত চেষ্টা—মহাজনগণের আচরণের বিপরীত স্বতন্ত্র পন্থা। শুদ্ধ রূপানুগ-ধর্ম্মে অন্তরে কৃষ্ণসেবিকা গোপীর চিত্তভাব পোষণ ও বাহিরে পুরুষ বেশ, আর ইহাদের বাহিরে গোপীর বেশ ও অন্তরে পুরুষাভিমান। ইহা মহাপ্রভুর শিক্ষার বিপরীত। শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষা—"আত্মার ধর্ম্ম গোপীভাব" আর ইহাদের দেহের ধর্ম্ম গোপীভাব। বিশেষতঃ ইহারা বাহ্যদেহ স্ত্রী বেশে সজ্জিত করায় তাহাদের নিকট স্ত্রীগণ সহজেই প্রবেশাধিকার লাভ করে সেই উপলক্ষে স্ত্রী সন্দর্শন ও সম্ভাষণাদি হওয়া সহজ, উহা সাধকের পক্ষে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

নিম্নলিখিত কারণে সখীভেকী মতটী মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যক্ত—

(১) সখীভেকি-সম্প্রদায়ের আচরণ রূপানুগ মহাজনগণ কেহই জানিতেন না।

(২) কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য, বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক প্রাকৃতদেহে অপ্রাকৃতত্ব-আরোপ—পৌত্তলিকতা ; পৌত্তলিকতা কখনও 'ভজন' নহে।

(৩) রক্তমাংসের নির্ম্মিত ত্রিগুণময়দেহ কখনও অধোক্ষজ-কৃষ্ণের সেবোপযোগী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সখী বা মঞ্জরী-দেহ নহে।

(৪) বাহ্য স্থূলদেহের কৃত্রিম বেশ-ভূষা কখনও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসব বিধান করে না ; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ছেঁড়া-কাঁথা-করঙ্গ-কৌপীনধারী ব্রজের ধূলায় ধূসরিত অসংস্কৃত কেশ-নখাদিযুক্ত নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা বারবিলাসিনী সুন্দরীর দেহ শ্রীকৃষ্ণের অধিক নয়নাভিরাম হইত। শ্রীকৃষ্ণ শৃগাল-কুক্কুরের ভোগ্য বাহ্য-নশ্বর রূপলাবণ্য দেখেন না, তিনি দেখেন কাহার আত্মা কত অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-মল হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিয়াছে এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব সেবা-শোভার মূল আকর-স্বরূপ শ্রীরূপের আনুগত্য অলঙ্কার দ্বারা কতদূর বিমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ রূপানুগ-গণেরই সেবা গ্রহণ করেন, এমন কি, বৈকুণ্ঠস্থিতা শ্রীদেবীও তাঁহার মনোহরণ করিতে পারেন না, অপরের কা কথা।

(৫) সখীভেকি-সম্প্রদায়ের মত বিবর্ত্তবাদেরই প্রকার ভেদ।

(৬) সখীভেকি-সম্প্রদায় বিবর্ত্তবাদী হইয়া আপনাদিগকে ললিতা, বিশাখাসখী-প্রভৃতি অভিমানে শ্রীল জীবপাদের

শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীর সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসনরূপ মায়া-বাদকেই আলিঙ্গন করেন।

(৭) যদি তাঁহারা বলেন যে, আমরা নিজদিগকে 'সখী' অভিমান করি না, সিদ্ধদেহ-ভাবনা অভ্যাস (?) করিবার জন্য আমরা কোন পরম-প্রেষ্ঠা গণনায়িকা (!) সখীরগণে কোন মঞ্জরীর অনুগত (!) বলিয়া আমাদিগকে মনে করি, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐরূপ প্রাকৃত কল্পনাময় দেহ কি সিদ্ধদেহ? নিত্য সিদ্ধ-স্বরূপ কি অচিন্ময় যে-কোন ব্যক্তি তাহা অনর্থময় কল্পনা-বলেই সৃষ্টি করিতে পারে? অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবা যদি কল্পনা বলেই লাভ হইত, তবে আর কথা ছিল না। এইরূপ "গাছে না উঠিতে এক কাঁদি"—আত্মবঞ্চনাময় জগজ্জঞ্জালকর সহজিয়া মত মাত্র। যে মায়া কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিকারী বহির্ম্মুখ জীবকে চরাইয়া বেড়াইতেছে, সেই মায়ার অধীশ্বর আবার কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণের কাছে কপটতা চলে না। বিষ্ঠা-ভোজনানন্দী বায়স নিজকে যতই সুচতুর মনে করুক না কেন, তাহার ঐরূপ চতুরতার মূল্যের মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক। সখীভেকি-সম্প্রদায়ের ঐরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিও তাঁহাদের আত্মবঞ্চনার সেতুস্বরূপ।

(৮) সখী-ভেকী মত—কৃষ্ণকে ভোগ করিবার একটী দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র।

(৯) সখী-ভেকী মত আত্মেন্দ্রিয় তর্পণানুসন্ধানের প্রকার বিশেষ।

(১০) সখী-ভেকী মত ভক্তিশাস্ত্র বা গোস্বামী-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অতএব যাঁহারা সংসার সাগরের পারে গমন করিয়া নিজ নিত্য-

সিদ্ধ স্বরূপ-ধর্ম্মে অবস্থান এবং অধোক্ষজ সেব্য-বিগ্রহের প্রীতি অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা এই সকল কুমত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রূপানুগ গুরুবরের পাদপদ্মাশ্রয় করিবেন এবং তাঁহার কৃপা-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া নিষ্কপট সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও স্থায়ীভাব-ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া অপ্রাকৃত রসে স্থিতি লাভ করিবেন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে স্বীয় নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপোদয়ে গুরুকৃপাবলে নিত্য-স্বরূপের একাদশটী ভাব স্বতঃই বিশুদ্ধচিত্তে স্ফূর্ত্তি পাইবে। এই নিত্যস্বরূপ অভিমানই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ-সিদ্ধি। ইহা কৃত্রিম-উপায়ে স্বতন্ত্র কল্পনা-বলে লাভ হয় না।

স্মার্ত্তবাদ

ধর্ম্মশাস্ত্রের নামান্তরই স্মৃতি। কেহ কেহ বলেন, বেদার্থ-স্মরণে এই শাস্ত্র ঋষিগণের দ্বারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম স্মৃতি। কেহ বলেন, যাহাতে সকল কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে বিষ্ণুর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণের ব্যবস্থা আছে, তাহাই স্মৃতি।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ,—(১) আর্থিক, (২) পারমার্থিক। 'অর্থ' শব্দের 'অর্থ'—'প্রয়োজন'। সুতরাং 'পরমার্থ' শব্দের অর্থ—'পরম-প্রয়োজন'। যাঁহারা সামান্য প্রয়োজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আর্থিকধর্ম্ম তৎপর; আর যাঁহারা পরমপ্রয়োজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা পারমার্থিকধর্ম্মযাজী।

সম্বন্ধ-তত্ত্বের নিরূপণ-ভেদে অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। যাঁহারা দেহ ও মনে স্বীয়-সম্বন্ধ যোজনা

করিয়াছেন, তাঁহারা কোন অভিধেয় বা সাধন অবলম্বন করিয়া দেহানন্দ বা চিত্তানন্দের অনুসন্ধান করেন। এই সকল অর্থ বা প্রয়োজন-পদবাচ্য হইলেও 'পরমার্থ' বা 'পরম প্রয়োজন' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার যাঁহারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কেবল দুঃখাভাবকেই 'আনন্দ' বা 'প্রয়োজন' মনে করেন, কিম্বা যাঁহারা কোন নিরপেক্ষ আনন্দ বা প্রয়োজন অভিলাষ করেন, তাহা আত্মানন্দরূপ প্রয়োজন-পদবাচ্য হইলেও জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন নহে। আত্মাও পরমাত্মার সহিত যে নিগূঢ় নিত্যসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ যে অভিধেয় বা সাধনের দ্বারা পূর্ণ বিকচিত হইয়া পরমপ্রীতিরূপ এক প্রয়োজন-শিরোমণির উদয় করায়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবাত্মার পক্ষে একমাত্র পারমার্থিক ধর্ম্ম। ভোজনে তৃপ্তিলাভ অথবা পাকার্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অন্ধকার-নাশ ও শীতনাশ প্রভৃতি অবান্তর ফলের ন্যায় দুঃখাভাবরূপ মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি কিম্বা উত্তমলোকে ভোগাদি লাভ সেই পরমার্থ বা পরমপ্রয়োজনের মধ্যে আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আর্থিক বা নৈতিক-ধর্ম্মের নামান্তরই—স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম, আর পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি বা ভক্তিধর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবসাধক, সেই সকল কর্ম্ম নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ঈশপূজা স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটী নীতি মাত্র, নিত্য-ঈশানুগত্য-লক্ষণ যে পারমার্থিক বিধি, তাহা নহে। পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশ্বরোপাসনারূপ প্রবৃত্তি-

শোধক নৈতিক কার্য্য-স্বীকার ত্রৈবর্গিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মে অবস্থিত। নাস্তিকপ্রধান কোমত্‌ও একপ্রকার চিত্তশোধক ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি কল্পনা করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে যে ঈশ্বরোপাসনা, সে সকলই প্রায় তদ্রূপ। যোগশাস্ত্রে যে ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা যোগসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মে যে ইজ্যা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা, যজ্ঞেশপূজা প্রভৃতি যে ঈশ-আরাধনা দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐ সকলদ্বারা ধার্ম্মিকের জড়ভাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতির হেতু সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্ম্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরস্ত হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী-ভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম। স্মার্ত্তমতের বৈধ আর্থিকধর্ম্ম এবং ঈশানুগত্যরূপ বৈধ-পারমার্থিক ধর্ম্মে অত্যন্ত বৃহৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে; সেই তাত্ত্বিক পার্থক্য অনেক সময়েই ক্রিয়ার বাহ্য আকারগত নাও হইতে পারে, কিন্তু অন্তরনিষ্ঠা ও সঙ্কল্প-গত পার্থক্য তাহাতে বিরাজিত।

'স্মৃতি' শব্দ 'ষ্ণ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন করিয়া 'স্মার্ত্ত' শব্দ সাধিত হয়। অর্থাৎ স্মৃতি সম্বন্ধীয় বা স্মৃতি-শাস্ত্রজ্ঞ। 'স্মার্ত্তবাদ' বলিতে পারমার্থিকগণ একটী বিশেষ অর্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতি বা ভগবৎসেবাকে পরম স্বতন্ত্রা সম্রাজ্ঞী-রূপে বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে নৈতিক বিধির অধীনা মনে করেন, তাঁহারাই স্মার্ত্ত এবং তাঁহাদের মতবাদ—স্মার্ত্তবাদ বা কর্ম্ম-কাণ্ড। আর যাঁহারা ভক্তিকেই পরম স্বতন্ত্রা সম্রাজ্ঞীরূপে ভগবৎ প্রীতিকেই লক্ষ্য করেন তাঁহারা পারমার্থিক।

অতএব স্মৃতি দ্বিবিধা—(১) পারমার্থিক বা সাত্বতস্মৃতি, (২) আর্থিক, নৈতিক বা কর্ম্মজড়-স্মৃতি। জগতে এই দ্বিবিধ স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচলিত আছে। নারদপঞ্চরাত্রান্তর্গত শ্রীভরদ্বাজ-সংহিতা, বৃহৎ সংহিতা, বিষ্ণুসমুচ্চয়, বৈখানস সংহিতা, আলবন্দারু ঋষির আগমপ্রামাণ্য, পূর্ণপ্রজ্ঞঋষির সদাচারস্মৃতি, কৃষ্ণামৃত মহার্ণব, ছলারি নৃসিংহাচার্য্যের স্মৃত্যর্থসাগর, বীররাঘবের প্রমেয়মালা, প্রয়োগ-চন্দ্রিকা, সঙ্কর্ষণ-শরণদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরী, বিঠ্ঠলাচার্য্যের স্মৃতিরত্নাকর, শ্রীল গোপালভট্ট প্রভুর গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীসৎক্রিয়া সারদীপিকা, শ্রীধ্যানচন্দ্রের সংস্কারচন্দ্রিকা-পদ্ধতি প্রভৃতি সাত্বত-স্মৃতির মধ্যে গণ্য। আর কর্ম্মবিপাক মহার্ণব, কর্ম্মকাণ্ডপদ্ধতি, কৃষ্ণভট্টের কর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা, কবিরঞ্জনের কলিঙ্গ-কৌতুক, দেবদাসের 'কৃত্যার্ণব', কাম্য-সামান্য-প্রয়োগরত্ন, কমলাকরের 'নির্ণয়সিন্ধু', প্রায়শ্চিত্ত-কদম্ব, প্রায়শ্চিত্ত-পারিজাত, প্রায়শ্চিত্ত-প্রদীপিকা, প্রেত-প্রতীপ, শ্রাদ্ধতিলক, শ্রাদ্ধচিন্তামণি, রঘুনাথের স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব, গঙ্গাধরের স্মৃতি-চিন্তামণি, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি আর্থিক স্মৃতির মধ্যে গণ্য।

'স্মৃতি' বা স্মার্ত্ত কথাটীর বৃত্তি কিছু খারাপ নহে, কিন্তু যেখানে স্মৃতি প্রয়োজন-পরাকষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রীতির পরিচারিকা-গণের কৈঙ্কর্য্যের জন্য তপস্যা না করিয়া নিজেই স্বতন্ত্রা ঈশ্বরী সাজিতে চায়, সে স্থানে সেই অর্থাভিলাষিণী স্মৃতিকে পারমার্থিকগণ কর্ম্মজড়রূপা অদৈব প্রকৃতিস্বরূপা বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিনী জানিয়া অসৎ সঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন।

মায়াদেবী বৈষ্ণব-ব্রুবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহ্যে ঐক্য-প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিক ও আর্থিকগণের বৈশিষ্ট্য জানিতে না দিয়া মতভেদ জন্মাইতেছে। অন্তরনিষ্ঠার কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছে। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে পারমার্থিক-স্মার্ত্তও আর্থিক-স্মার্ত্ত মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে ; যথা,—(১) উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। (২) উভয়েই বাহ্যদৃষ্টিতে বিষ্ণু-পূজা করেন। (৩) উভয়েই দেবতাকে মান্য করেন। (৪) উভয়েই একদশী ; জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। (৫) উভয়েই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করেন। (৬) উভয়েই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। (৭) উভয়েই তারকব্রহ্মনাম বা হরিনাম প্রভৃতি গ্রহণ করেন। (৮) উভয়েই বিষ্ণুর প্রসাদ, নির্ম্মাল্য, চরণোদক প্রভৃতি গ্রহণ করেন। (৯) উভয়েই গুরুবরণ করেন। (১০) উভয়েই মন্ত্রগ্রহণ করেন। (১১) উভয়েই শালগ্রাম অর্চ্চন করেন। (১২) উভয়েই বাহ্যতঃ তুলসী সম্মান করেন। (১৩) উভয়েই গলদেশে তুলসীমালা ও অঙ্গে তিলকধারণ করেন। (১৪) উভয়েই গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। (১৫) উভয়েই পুরুষোত্তমাদি-তীর্থদর্শন ও বন্দনাদি করেন। (১৬) উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। (১৭) উভয়েই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন। (১৮) উভয়েই চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করেন। (১৯) উভয়েই সংস্কারাদি গ্রহণ করেন। (২০) উভয়েই গোত্র ও বংশ স্বীকার করেন। উভয়ের মধ্যে এতগুলি সৌসাদৃশ্য থাকা সত্বেও স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবে ভেদ কোথায় ?

সাধারণ অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় এবং অনর্থযুক্ত জীবকুল, বাহ্য সৌসাদৃশ্যের মধ্যে ও অন্তরনিষ্ঠায় যে বিপুল ভেদ আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই বাহ্য-বৈষ্ণব-পরিচয়ে স্মার্ত্ত হইয়া পড়িতেছেন অর্থাৎ বাহিরের দিকে বিষ্ণুভজন, কিম্বা শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা, মালা-তিলক-ধারণ, বৈষ্ণবের যাবতীয় সাজ-সজ্জা, হাব-ভাব, চাল-চলন রক্ষা করিয়াও অন্তরে অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে অবস্থিত হইতে না পারায় বা অন্তরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-নিষ্ঠা পোষণ করায় কার্য্যতঃ 'স্মার্ত্ত' হইয়া পড়িতেছেন। সাধারণ অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় তলাইয়া অন্তরের অন্তঃস্থলের নিভৃত কোণের এই বঞ্চনাময়ী ব্যাধিকে ধরিতে পারে না ; একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, সুবিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌বৈদ্যই জীবের অন্তরের এই সকল ব্যাধির কথা জানেন, এবং কৃপাপূর্ব্বক সরল নিষ্কপট ও শরণাগত সুকৃতি-সম্পন্ন জীবকে এই সকল নিগূঢ় শত্রুর কপটতাময়ী ঐক্যের মধ্যের ব্যাধির কথা বুঝাইয়া তাহা নিরাময়ের যত্ন করেন। তাঁহারা বাহ্যে বৈষ্ণবতার সাজ-সজ্জা বা অভিনয় না দেখিয়া অন্তরনিষ্ঠা দেখেন। অন্তরনিষ্ঠা যেখানে জড়ের সেবিকা—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি,—তৃপ্তি, প্রসাদ ও শান্তির অনুসন্ধান-তৎপরা, সেখানে পারমার্থিকতা বা বৈষ্ণবতা নাই ; তাহা আর্থিক, নৈতিক, সদাচারী, 'বৈষ্ণব' কিম্বা অবৈষ্ণবের সজ্জায় স্মার্ত্তবাদ। এই স্মার্ত্তবাদ বর্ত্তমানে তথাকথিত 'বৈষ্ণব'-সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদূর আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজেকে 'বৈষ্ণব' অভিমান করিতে করিতে হৃদয়ে স্মার্ত্তবাদেরই প্রবল-দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া শুদ্ধ সেবাবৃত্তিকে তন্মধ্যে আহুতি প্রদান করিতে

প্রস্তুত হইয়াছে! শুদ্ধভক্তের কৃপা ব্যতীত এই ভীষণ দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই।

১। বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত—উভয়েই (১) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর তোষনার্থ দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করেন, অনুকূল-প্রতিকূল বিচারে প্রতিকূল বোধে ফলতঃ নহে, স্বরূপতঃ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর তোষনার্থ যাবতীয় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারকে হৃদয়ের প্রভু না জানিয়া বিষ্ণু-প্রীতিকেই হৃদয়ের সাম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করেন। আর স্মার্ত্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের ছলে নিজ ধর্ম্মার্থ-কাম বা আত্মপ্রীতিরূপ মোক্ষের সন্ধান করিয়া থাকেন। পারমার্থিকগণ শুদ্ধদৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থায় —অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া প্রত্যঙ্‌মুখী হইয়া তীব্র গতিতে বৈকুণ্ঠের দিকে কৃষ্ণ-সেবার্থ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন; আর স্মার্ত্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে করিতে প্রাকৃত অস্মিতায় অভিনিবিষ্ট হইয়া ত্রিধাতুক কুণপে আত্মবুদ্ধির মাত্রা অধিকতর প্রসারিত করিতে করিতে পরাঙ্মুখী হইয়া তীব্রগতিতে বিষ্ণুপ্রাতির অনুসন্ধানের অভাবে রৌরবের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বৈষ্ণবের দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী বিষ্ণু তোষণকারীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিবার জন্য। স্মার্ত্তের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শৌক্র মর্য্যাদা ও গুণবান্‌কে পদদলিত করিবার জন্য।

২। বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই বিষ্ণুপূজা করেন, কিন্তু পারমার্থিক বা বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজায় তাঁহারা 'বিষ্ণুকে—স্বরাট পুরুষ,'

বৈষ্ণব—'বিষ্ণুর নিত্যদাস,' বিষ্ণুর নিত্যসেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর তোষনার্থ বিষ্ণু-পূজা করেন। আর স্মার্ত্তগণ মুখে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' প্রভৃতি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন বটে, কিন্তু বিষ্ণুকে 'পরম স্বতন্ত্র পুরুষ' জ্ঞান করেন না; পরন্তু তাঁহাদের কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতা-বিশেষ বলিয়া মনে করেন, বিষ্ণুর নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার করেন না; বিষ্ণুর অবতারাবলীকে, বৈষ্ণবকে জন্মমৃত্যুর অধীন ও ধর্ম্মাধীন মনে করেন। বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র উপেয় ও 'সাধ্য'—ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা নহে, উহা একপ্রকার পৌত্তলিকতা—বিষ্ণুপূজার বিপরীত মার্গ। তাঁহারা সমস্ত কর্ম্মের শেষে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী আত্মবঞ্চনা ও ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা-বিশেষ প্রকাশ করেন মাত্র; এ সকল পূজার নামে পূজার বিপরীত মার্গ ও বঞ্চনা বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে! ইহাদের পূজা বিষ্ণু কখনও গ্রহণ করেন না। ইহারা বিষ্ণুকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে বিষ্ণু-দ্বারা নিজের কিছু ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ ভোগ-সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন মাত্র। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বঞ্চনাই করেন। আর বিষ্ণু—পারমার্থীগণের ঐকান্তিকী বিষ্ণু-প্রীতির উদ্দেশ্যে সেবা ও পূজা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন। 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৫)। স্মার্ত্তগণ বাহিরে বিষ্ণুপূজার ছলনা দেখাইলেও শ্রীবিষ্ণুকে প্রাকৃতবুদ্ধি করাতে পূজার পরিবর্ত্তে নিন্দাই করিয়া থাকেন।

৩। দেবতাগণের সম্মান :—শুদ্ধবৈষ্ণব বা পারমার্থিক-স্মার্ত্তগণ কখনও অন্য দেবতাগণের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না বা নিন্দাও করেন না। তাঁহারা মানদ ধর্ম্মবিশিষ্ট ; সর্ব্বজীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া প্রত্যেককেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সাত্বত শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিখিল দেবতার অন্তর্য্যামী শ্রীবিষ্ণুর পরমপদের পূজা করেন এবং সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন, বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মালের দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু স্মার্ত্তগণ দেবতামাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞান অথবা শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণুকে পর্য্যায়-শব্দরূপে কল্পনা করিয়া "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্" ও "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স 'পাষণ্ডী' ভবেৎধ্রুবম্।" এই শাস্ত্রবচনানুসারে অবিধিপূর্ব্বক পূজার ছলনা ও পাষণ্ডতাই করেন। "তোমারে (কৃষ্ণকে) লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে। সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯.১৭৬) এই শাস্ত্র বচনানুসারে পূজা দ্বারা দেবের মনোঽভীষ্টের বিরুদ্ধাচরণ জন্য সংহারেরই হেতু হয়।

৪। একাদশ্যাদি ব্রতানুষ্ঠান :—বৈষ্ণবগণ বা পারমার্থিকগণ ঐ সকল অনুষ্ঠান 'ভক্ত্যঙ্গ' বা কৃষ্ণসেবা-রসের উদ্দীপনালম্বন-স্বরূপ ও "মাধব-তিথি ভক্তি-জননী যতনে পালন করি"। জানিয়া সাত্বতশাস্ত্রের বিধানমত বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া পালন করেন।

কিন্তু স্মার্ত্তের একাদশ্যাদি-ব্রতানুষ্ঠান শারীরিক, মানসিক শিব-সাধক অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-সাধক কর্ম্মবিশেষ। মোহন শাস্ত্রের বিধানমত বিদ্ধাত্যাগ না করিয়া পালন করেন। অতএব উভয়েইর বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠাগত আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

৫। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজাদি :—বৈষ্ণবগণ গঙ্গাকে বিষ্ণু-পাদোদকস্বরূপা দর্শন ও স্পর্শনে বিষ্ণু-স্মৃতির উদ্দীপনা হওয়ায় সাক্ষাৎ ভক্তিরস-স্বরূপা অপ্রাকৃত সেব্যমূর্ত্তি জানিয়া সেবার্থে স্নান ও পূজা করেন। তাই "গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন"। বৈষ্ণবগণ গঙ্গা ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি করেন না। কিন্তু 'স্মার্ত্ত'—স্বীয়কৃত পাপরাশি, অপবিত্রতা, অশৌচ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক ক্লেদ বা আবর্জ্জনা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে চান। অর্থাৎ পরিচারিকাপদে নিযুক্ত করিতে চান ও পাপাদি ধৌত করিবার যন্ত্রবিশেষ বা প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর অন্যতমরূপে বিচার করেন। শিব যাঁহাকে প্রভুপদ-জল বলিয়া আনন্দে মস্তকে ধারণ করেন, স্মার্ত্তগণ তাঁহাকে নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য স্নান ও পূজার ছলনা করেন।

৬। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহার্চ্চনাদি :—পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীতে ভেদবুদ্ধি করেন না, স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া জানেন, "ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দা-কার"। 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ-ব্রজেন্দ্র-নন্দন।' তাঁহারা শুদ্ধহৃদয়ে প্রকটিত অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধস্বরূপ স্বরাট্ দেবতাকে বাহিরে জীবমঙ্গলের জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত করেন।

ভগবৎ-সংকীর্ত্তনকেই মুখ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দারা শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি সেবা করেন, কর্ম্মাঙ্গের ফলাবটীর পক্ষপাতী নহেন। শুদ্ধকীর্ত্তনই একমাত্র নিশ্ছিদ্র-ভক্ত্যঙ্গ ও প্রভুর প্রীতিসাধক জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট-পথ-জ্ঞানে তদ্দারই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজাদি তদনুগত করিয়া সাধন করেন। স্মার্ত্তগণঃ—শ্রীবিগ্রহকে শ্রীবিগ্রহীর সহিত ভেদবুদ্ধি করেন, কল্পনাজাত, অনিত্য, সাধকের হিতার্থে সময়োপযোগী স্বীকার করেন, পরে বিসর্জ্জন বা ত্যাগ করেন। তাহারা কামার-কুমারের দ্বারা কাঠ-পাথর ও ধাতু দ্বারা প্রস্তুত জড় পুতুল-বিশেষ বলিয়া মনে করেন। ঐ পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া অচেতন জড়বস্তুকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা চেতন (?) করিবার কল্পনা পোষণ এবং তদ্দারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে চাহেন। কেহবা উপজীবিকারূপে ব্যবসায়-পণ্যদ্রব্যবিশেষরূপে ব্যবহার করেন। প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে দুর্গোৎসবাদি, যাত্রাগানাদির ও কর্ম্মাঙ্গের ফলাবাটীর দ্বারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের একটি উৎসব মনে করেন।

মঠ-প্রতিষ্ঠাঃ—পারমার্থিকগণের উদ্দেশ্য নির্গুণ ভক্ত-সঙ্ঘারাম বিস্তার দ্বারা শুদ্ধ সংকীর্ত্তন-প্রচার, কল্পে। 'একমাত্র হরিকীর্ত্তনেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি ও সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়, জগতে শুদ্ধ সংকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ অবগত হইলেই তাহার অব্যবহিত ফলস্বরূপে সমস্ত শুভোদয় হইবে, পাকার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার নাশ ও শীত দূর হয়, পৃথগ্‌ভাবে অন্ধকার ও শীত দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয় না' ইহা জানিয়া জীবমঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবগণ মঠাদি

প্রতিষ্ঠা করিয়া সাত্বত-শাস্ত্রানুযায়ী শুদ্ধভাবে জীবন যাপন ও চরিত্র শোধন করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন করিয়া জীবনধন্য করিতে পারা যায় বলিয়া তাহার উপায় স্বরূপ মঠ-প্রতিষ্ঠা—ভক্তিই। আর স্মার্ত্তগণ যে মঠাদি-প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর করেন, উহা নিজ জড়া-প্রতিষ্ঠাদি বিস্তার বা ঐহিক, নৈতিক, সামাজিক কোন শিব-সাধক অনিত্য উদ্দেশক—কর্ম্মকাণ্ড বিশেষ। দাতব্য-চিকিৎসালয়, কৃত্রিম-ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন মঠ-প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত কার্য্যবিশেষ অথবা সম্পত্তি-রক্ষার্থ বা অন্যকে বঞ্চনা করিবার জন্যও মঠ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেবোত্তর সম্পত্তিরূপ জড় বিষয়কার্য্য-বিশেষ।

শ্রীবিগ্রহার্চ্চন:—বৈষ্ণবগণ জানেন, অবৈষ্ণব বা অসদাচারী ব্যক্তি সর্ব্বোত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ভগবৎপূজার অধিকারী হইতে পারে না। সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান-লাভ-প্রভাবেস্বীয় অণুসচ্চিদানন্দময়তা উপলব্ধির নাম 'ভূতশুদ্ধি'। জীব—চেতনা-বস্তু, নিত্যকৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ ইহা উপলব্ধির নাম 'ভূতশুদ্ধি'। ভূতশুদ্ধ না হইলে শুদ্ধ অর্চ্চন হয় না। এবং উদরভেদ বর্ত্তমান থাকিলে অর্চ্চন-বিড়ম্বনমাত্র। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময় চিদনুশীলনরূপ অর্চ্চন। আর স্মার্ত্তগণ :—প্রাকৃত উত্তমকুলে জাত জড়দেহ ও বাহ্যশুচি, অশুচি বিচার এবং মন্ত্র মুখস্থ করিতে পারিলেই অর্চ্চনে অধিকার হইয়াছে বলিয়া বিচার করেন, ইহা জড়দেহনিষ্ঠ প্রাকৃত-ব্যাপার। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহকে জড়বস্তু মনে করেন এবং জড়দেহের পাপপুণ্যময়তাই অর্চ্চনের অধিকার অনধিকার নিরূপণে কার্য্যকরী। তাঁহারা—বাহ্য-দেহের

শুদ্ধকেই ‘ভূতশুদ্ধি’ মনে করেন। তাঁহাদের বিগ্রহসেবা উপজীবিকা বা দেবলস্বরূপে প্রসার লাভ করে। অন্তরে শ্রীবিগ্রহকে ভগবৎবুদ্ধি নাই বা শ্রীভগবৎ-সুখানুসন্ধানার্থ কোন চেষ্টাই নাই। যাহা সেবাসৌষ্ঠব বাহিরে প্রকাশ করেন তাহার অন্তরে নিজ অপস্বার্থপরতা পরিপূর্ণভাবে লুক্কায়িত থাকে।

৭। শ্রীনাম গ্রহণ :—পারমার্থীগণ—সদ্‌গুরুরকৃপায় প্রাপ্ত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বস্তু নামের যে অনুশীলন করেন তাহা শুদ্ধচিদ-নুশালন। ‘নাম’, ‘নামাভাস’ ও ‘নামাপরাধে’র মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষাষ্টকের ব্যবস্থা মত তৃণাদপিসুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন। ‘শ্রীনামভজনই একমাত্র চিদনুশী-লন এবং চিদনুশীলন ব্যতীত জীবের কোন প্রকার মঙ্গল হইতেই পারে না,’ ইহা জানিয়া শ্রীনামকে সাধ্য ও সাধন, উপায় ও উপেয় বিচার করিয়া, অন্য সমস্ত ভরসা বা সাধনচেষ্টায় আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের সুখের জন্য কর্ম্ম-জ্ঞানাদিচেষ্টা ও নিজের কোনও প্রকার সুখচিন্তা না করিয়া কেবল কৃষ্ণপ্রেম-লাভার্থ শুদ্ধনাম গ্রহণ কারীর সেবোন্মুখ জিহ্বায়ই স্বতঃ-প্রকাশ নামের উদয় হয়। আর স্মার্ত্তগণ—সদাচার, নৈতিক ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও বহুবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিবার অভিনয় করিলেও ‘শ্রীনামকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু ও কেবল সদ্‌গুরুর কৃপায় লভ্য হয়’ ইহা না জানায় এবং জড় ও চিদনুশীলনের প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য অবগত না থাকায়, নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-

সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় বহুবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিয়াও নামাপরাধ করিতে করিতে ঘোর সংসারেই পতিত হন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তকুল—শুদ্ধবৈষ্ণব সদ্‌গুরুর কৃপায় বৈকুণ্ঠ নামের সন্ধান না পাওয়ায় সদাচারাদি অনুষ্ঠান বা পুণ্যময় নৈতিক জীবনযাপনের সহিত যে হরিনামাদি-গ্রহণের অভিনয় করেন, তৎফলে তাঁহাদের সংসার সুখ অর্থাৎ প্রাকৃত অর্থ, জড়-প্রতিষ্ঠাদি বিষয়লাভ হয়। আর অসদাচারাদি পাপময় জীবন-যাপনের সহিত প্রবল নামাপরাধে হরিনামাদি গ্রহণের অভিনয়ফলে 'অনর্থ' ও 'অসুখ' প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া মনে করেন। তাই স্মার্ত্তগণ—প্রাকৃত সদাচার, শাস্ত্রাধ্যয়ন তথা-কথিত সাত্ত্বিকভাবে প্রচারাদি করিয়া এবং বহুবার নামাক্ষরাদি উচ্চারণ করিয়াও সংসারেই অধিকতরভাবে আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীনামকে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়-বিশেষে (উপজীবিকায়) পরিণত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া নাম ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ীপ্রভৃতি হইয়া পড়েন এবং তদ্দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হন, 'অহংমমভাব'রূপ নামাপরাধে আসক্তি, নিবন্ধন তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে প্রাকৃতবুদ্ধি প্রভৃতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতে করিতে তমোরাজ্যে ধাবিত হন। প্রাকৃত বিষয়ের উন্নতিকেই নামের ফল জানিয়া শুদ্ধভক্তে আদর না করিয়া জড়ীয় বিত্তাবুদ্ধিরূপ ও ঐশ্বর্য্যকেই নামের ফল জানিয়া প্রবল লোকের মর্য্যাদা প্রদান করিয়া শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া নরকে গমন করেন। সারর্থদর্শিনী ৬।২।১০ শ্লোকে নামভাস সম্বন্ধে

আর একটী বিচার দেখাইয়াছেন—অজামিল নৈতিক বা স্মার্ত্ত ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নামাপরাধের অবকাশ ছিল না, অবশ হইয়া 'নারায়ণ' নামোচ্চারণ মাত্রেই 'নামাভাস' হইয়াছিল। তিনি নৈতিক স্মার্ত্তের বিচারে 'দুরাচারী' বলিয়া গণ্য হইলেও নামাভাস-বলে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব নামভজনে স্মার্ত্তবিচার অত্যন্ত দূষনীয়।

(৮) মহাপ্রসাদ ও চরণোদকাদি গ্রহণ ঃ—পারমার্থিকগণ সেবোন্মুখতার সহিত অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করেন। সেকারণ সেই সকল অপ্রাকৃত বিষ্ণু বস্তুর স্বরূপ তাঁহাদের নিকট নিত্য প্রকাশিত হয়। এবং কৃষ্ণসেবোদ্দীপনালম্বন জ্ঞানে তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি করিয়া উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। স্মার্ত্তগণ ঃ— এই সকল অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া 'সেব্য' জানিবার পরিবর্ত্তে 'ভোগ্য' বিচার করেন বলিয়া জাতিবুদ্ধির উদয় হয় ও অপরাধ করিয়া বসেন। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৯ম বিলাসে—'নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥—এই বাক্যে জাতিবুদ্ধির বিচার নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি পুরীতে শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য-জন্য উক্তবিচার না থাকে, তাহা হইলে পুরীর অভিন্ন বৃন্দাবনাদিতেও উহা প্রযোজ্য হইবে। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রেই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ, অর্চ্চাবতাররূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বত্রই বিরাজিত, সুতরাং সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রসাদ' হয়। অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত দোষারোপ কখনই উচিত নহে। স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন না। অতএব স্মার্ত্তগণ অপ্রাকৃত

বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করায় অপরাধফলে বাহিরে প্রসাদাদি সম্মানের ছলনা দ্বারা নরকগতিই প্রাপ্ত হন।

(৯) গুরুবরণ ঃ—বৈষ্ণবগণ "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ ।শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশানুযায়ী কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শুদ্ধভক্তকেই গুরুর যোগ্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। চিদনুশীলনকারী অপ্রাকৃত ভক্তেরই গুরুত্ব। জড়ায় প্রাকৃত ব্যক্তির যত বড়ই শ্রেষ্ঠতা ও যোগ্যতা থাকুক না কেন, তাহা দ্বারা জীবের গুরুত্ব হইতে পারে না। সেই অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির প্রসার প্রাকৃত রক্তমাংস বা জ্ঞান-বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। সেই অপ্রাকৃত সার্ব্বভূমা .স্বতন্ত্রা ও মহাশক্তিকে কেহ প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতাদ্বারা বশীভূত বা বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। সেই অপ্রাকৃত হ্লাদিনীর চিদ্বৃত্তি যখন তখন যেখানে সেখানে যথায় তথায় স্বেচ্ছায় আবির্ভূত ও আবিষ্ট হইতে পারেন। কোন প্রাকৃত স্থান, কাল ও পাত্রকে অপেক্ষা করেন না বা কাহারও দ্বারা বাধিত হন না। ইহাই ভক্তির প্রকাশ। সেই ভক্তি যাঁহাতে প্রকাশিত, তিনিই গুরু-পাদবাচ্য। ইহা জানিয়া পারমার্থিগণ কেবলমাত্র শুদ্ধাভক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই গুরুবরণ করেন।

আর স্মার্ত্তগণ—এই সকল অপ্রাকৃত বিচারে প্রবেশাধিকার লাভ না করিতে পারিয়া স্থূল, জড়, প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা প্রাকৃত যোগ্যতা, বংশ, শিক্ষা, সদাচার প্রভৃতিদ্বারা গুরুর যোগ্যতা নিরূপণ করেন। তাঁহারা মনে করেন, অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যময় কর্ম্মফল-বাধ্য জীবই 'গুরু' হইবার যোগ্য। কারণ, প্রাণীর মধ্যে অধিক

পুণ্যবান্, আবার তন্মধ্যে শৌক্র-ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন মানবের পুণ্যময়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বোচ্চপুণ্যময় জীবন না হইলে শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় না। সুতরাং সেই প্রকার কোন পুণ্যময় জীবে যদি আবার জড়ীয় সদাচার, নীতি ও শাস্ত্রজ্ঞানাদি থাকে, তিনিই একমাত্র গুরু হইবার যোগ্য। এ সকলই প্রাকৃত বিচার। উক্ত প্রাকৃত যোগ্যতার মধ্যে সেই অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির কোনও সম্বন্ধ বা প্রকাশ নাই। কেবলমাত্র ভক্তিই তাঁহার প্রকাশ। যাঁহারা অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির চিদনুশীলনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাকৃত বিচারে গুরুবরণ করেন, তাঁহারা সেই অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিতই হয়েন। সেই চিচ্ছক্তির চরণে অপরাধ করার এবং প্রাকৃত যোগ্যতাদি-যুক্ত প্রাকৃত শক্তির সঙ্গ প্রভাবে প্রাকৃত বিষয়ে ও সংসারে অধিকতরভাবে আসক্ত ও বদ্ধ হইয়া পড়েন। 'গুরু' পাদাশ্রয়ের যে মহাশক্তির কৃপালাভে জীব বদ্ধদশা হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভ করিতে পারা যায়, স্মার্ত্তগণের তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তদ্বিপরীত সংসারাসক্তিরূপ বদ্ধদশাই প্রবল হয়।

১০। **মন্ত্র গ্রহণ**ঃ—পারমার্থিকগণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-ক্রমে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। জ্ঞান-কর্ম্মময় জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতির নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেবা-পিপাসাতুর হইয়া যখন ব্যাকুল-প্রাণে কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন, যখন এই অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানময়-ভবমরুর সর্ব্বত্র বঞ্চনাময়ী

মায়া-মরীচিকা দর্শন করিয়া পিপাসার্ত্ত জীব শুদ্ধ-মন্দাকিনী-ধারার লোভে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কপটে আর্ত্তি জানাইতে থাকেন, তখন সেই জীবের সরলতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃষ্ণ সেই শরণাগতের নিকট মহান্তগুরুরূপে উদিত হন এবং চৈত্যগুরুরূপে তাঁহাকে সুবুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব তখন সেই পিপাসার্ত্ত জীবের কর্ণে 'মন্ত্র ও শিক্ষা প্রদান করেন। এই প্রণালীতে মন্ত্রাদি গ্রহণই চিদনুশীল। এই চিদনুশীলন যত শুদ্ধ ও তীব্রভাবে হইতে থাকিবে, ততই জড় প্রসূত কর্ম্মের ক্ষয় হইতে থাকিবে ও ভগবন্নাম মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে করিতে চিদনুভুতি ও শ্রীভগবানে প্রীতির উদয় হইতে থাকিবে। ক্রমে কনিষ্ঠ হইতে সাধুসঙ্গে চিদনুশীলন করিতে করিতে মধ্যম ও উত্তম ভক্ত হইবেন। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের উদয় হইবে।

স্মার্ত্তগণ :—নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণকে একটী সামাজিক, নৈতিক বা আর্থিক ব্যাপার-মাত্র জ্ঞান করেন। কেহ বা পারমার্থিকগণের অনুকরণে দীক্ষাদি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কর্ম্মজড়কেই 'সদাচার' বিচার করিয়া মন্ত্রাদি গ্রহণের অভিনয়কে একটী সামাজিক বা নৈতিক আচার মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। অনেকে হাতের জল শুদ্ধি বা দেহ শুদ্ধির জন্য মন্ত্রাদি গ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবব্রুব মন্ত্র-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ে যে মন্ত্রাদিপ্রদান ও গ্রহণের অভিনয়, তাহা এই কর্ম্মজড়-স্মর্ত্তগণের সামাজিক ও নৈতিক আচারেরই বিকৃত অনুকরণ। সুতরাং ইহা কোন পারমার্থিকগণের দ্বারা স্বীকৃত

হয় না। তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না; বরং অদিব্যজ্ঞান বা পার্থিব-জ্ঞানেই আসক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর্থিক নৈতিকগণ শিষ্যকে অকৈতব সত্য কথা বলিতে পারেন না; কারণ প্রথমতঃ দৈবী মায়ার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধি বিজড়িত, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা ভ্রমক্রমেও সত্য কথা বলিলে নিজেরা ধরা পড়িয়া যান। আর্থিক-শিষ্য আর্থিক-গুরুর নিকট হইতে তাঁহার সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া গুরুকে নৈতিক সম্মানের পাত্র বিশেষ জ্ঞান করেন! আর আর্থিক গুরু তাহার শিষ্যকে নৈতিক সম্মানের পাত্ররূপে গ্রহণ করেন, তিনি নৈতিক সমাজে বিশেষ শিষ্য-বৎসল বলিয়া পরিচিত হন অর্থাৎ অনেক স্থলেই অর্থকামী শিষ্য অর্থকামী গুরুকে তাঁহার ভোগ্যবস্তুর অংশীদার জানিয়া গুরুর সহিত কপটতাচরণই করিয়া থাকেন। যে স্থলে কোন গুরুকে রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি অর্থীর অন্যতমরূপে বিবেচনা করেন কিম্বা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে স্থান প্রদান করেন, সেখানে সেই শিষ্য আর্থিক সমাজে 'পরম-গুরুভক্ত' বলিয়া বিবেচিত হন। আর যেখানে গুরুদেব শিষ্যের কনক-কামিনীর প্রতি 'জোর-জুলুম' না করিয়া একটুকু বাহ্য নীতি ও কপট শিষ্টাচার অবলম্বনে শিষ্যের দাস্য করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বণিগ্‌-বৃত্তিটী চালাইবার জন্য শিষ্যের চিত্ত-তোষণপর নানাপ্রকার উপদেশাদি প্রদান করেন, আর্থিক-সমাজে সেইরূপ গুরুই 'নির্লোভী,' 'সদ্‌গুরু' নামে বিবেচিত হন। কেহবা অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্য করেন। কেহ বা জাগতিক ধনী, রাজা বা সামাজিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিজ-

সম্মান বৃদ্ধির জন্য অর্থাদি দ্বারাও বশীভূত করিয়া শিষ্য করেন।

১১। স্মার্ত্তগণ—ঔপাধিক জাতি-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করেন ; কিন্তু পারমার্থিক বা বৈষ্ণবগণ সনাতন আত্ম-ধর্ম্মকেই"স্ব-ধর্ম্ম" বলিয়া বরণ করেন। স্মার্ত্ত, স্মার্ত্তগুরুর (?) নিকট মন্ত্র-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও মনন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পান না ; আর পারমার্থিক, গুরুদেবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণের ফলে মনন-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্ম-ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। দেহে আত্ম-বুদ্ধিকারী স্মার্ত্তগণ মনে করেন, দীক্ষা একটী পুণ্যময়-ক্রিয়ামাত্র, ঐরূপ পুণ্য-ক্রিয়াদ্বারা কখনও ইহ-জন্মে বর্ণ-পরিবর্ত্তন বা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ বিধ্বংসিত হইতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক-শাস্ত্র বলেন, ভগবন্মন্ত্র-গ্রহণ-প্রভাবে নিখিল অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হয়। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথমলহরী ১২-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পারমার্থিক-শাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত-পুরুষকে 'অন্ত্যজ' 'শূদ্র' বা 'শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি' জাতিসামান্যে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আর্থিক বা স্মার্ত্তগণের বিচার সেরূপ নহে। স্মার্ত্তগণ বলেন,—শৌক্র-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই শালগ্রাম-পূজার অধিকারী হইতে পারেন না। তাঁহাদের শালগ্রাম-সম্বন্ধে ধারণাও অন্যরূপ। কিন্তু পারমার্থিক-শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। যদি তাঁহারা শালগ্রাম পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যবায় ঘটে। বৈষ্ণবী-দীক্ষায় যে অতিরিক্ত পঞ্চবিধ সংস্কার লাভ হয়, তন্মধ্যে পঞ্চম সংস্কার যে

'যাগ', তাহার অর্থ প্রমেয়রত্নাবলী (৮।৬) গ্রন্থে শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—"শালগ্রামাদি-পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।" দীক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রেরই যখন এই পঞ্চম-সংস্কার লাভ করিতে হইবে, তখন প্রত্যেক দীক্ষিতেরই শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনা করিতে হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন,—যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তিনি পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া শালগ্রাম-পূজায় নিত্য অধিকার প্রাপ্ত হন,—পাদ্মে—শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ। অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি কিছু মাত্র ভোজন করে, তাহাকে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করিতে হয়।" স্কান্দে—"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥" অর্থাৎ স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে, "যথাবিধি বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকলেরই ভগবৎশ্রীশালগ্রামের পূজায় অধিকার জন্মে। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রী-ই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলেই শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন।" এবং স্কান্দে—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽ-ধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ অতো নিষেধকং যদযদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" অর্থাৎ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মশ্রীনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-বিষয়ে শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও বৈষ্ণবী-দীক্ষা লাভ হইলে শালগ্রামপূজায় অধিকার জন্মে ; কিন্তু হরিভক্তিহীন দ্বিজাতি বা শূদ্রের সেই অধিকার নাই। অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম-অর্চ্চনা-বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট নিষেধ-বাক্য শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ বলেন যে, সেই সকল বাক্য মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণের কল্পিত। শ্রীশালগ্রাম ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, পাঞ্চরাত্রিকী-দাক্ষায়-দীক্ষিত পুরুষগণকে শূদ্র, অন্ত্যজ বা শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। সেই সকল পারমার্থিক-ব্রাহ্মণের শালগ্রাম-পূজায় নিশ্চয় অধিকার আছে।

অনেক আচার্য্য-নামধারী, গোস্বামি-নামধারী ও বৈষ্ণব-নাম-ধারী ব্যক্তি শিষ্যকে যথাবিধি বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রদান করিয়াও স্বয়ং গুরুই শিষ্যকে জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়া শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেন। অবরকুলোদ্ভূত শিষ্যকে ব্রহ্মগায়ত্রীপ্রদান করেন না ; অব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শিষ্যকে শালগ্রাম পূজার অধিকার প্রদান করেন না ; তাঁহারা কামগায়ত্রী অপেক্ষা ব্রহ্মগায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়া গায়ত্রী ও গায়ত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহ ভগবৎ চরণে অপরাধী হইয়া নিরয় গমন-পন্থা সুগম করেন। তাঁহারা সকলেই স্মার্ত্ত। শ্রীশালগ্রাম সম্বন্ধে স্মার্ত্তগণ সাধারণ-শিলাবুদ্ধি করেন বলিয়াই বাহ্য শৌচাদি-ব্যাপারের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। তাঁহারা অমেধ মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিয়া শালগ্রাম অর্চ্চনা (?) করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু কোন অবরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবী-

দীক্ষায় দীক্ষিত সদাচারী ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধানানুসারে সেই শালগ্রাম স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত শিলা "অশুদ্ধ" হইয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া প্রাকৃত বস্তুদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর শুদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হন! তাঁহারা শালগ্রামের দ্বারা স্ব-স্ব দৈহিক ও মানসিক স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া সেব্য-বস্তুকে ভৃত্যত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। এই সকল মতই—স্মার্ত্তবাদ। কিন্তু পারমার্থিকগণ চেতনবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বহু-যত্নে শালগ্রামরূপী ভগবানের সেবা করেন।

১২। স্মার্ত্তগণ তুলসীতে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন। কোন প্রাকৃত রোগাদি-বিনাশক পবিত্র উদ্ভিদ্‌বিশেষ মনে করেন এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণে বাধা প্রদান করিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করেন। কখনও বা মামলা জয় বা ব্যাধি নিরাময়ের জন্য নারায়ণের মাথায় তুলসী চড়াইয়া থাকেন, কেহ বা গুরুব্রুব জীবের পাদদেশে তুলসীও প্রদান করিয়া অপরাধ ফলে নরকের পথে উপনীত হন। কখনও বা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় অপ্রাকৃত তুলসীর পবিত্রতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠদেশে ধারণ করিতে বিরত হন। কেহ বা অমেধ্যাদি গ্রহণ করিতেই হইবে, মিথ্যা কথা বলিতেই হইবে—এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া নিজ অপস্বার্থের বিনাশ এবং ভাবী অসুবিধার ভয়ে কণ্ঠে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন; কোন কোন জড় প্রতিষ্ঠাকামী মহাপ্রভুকে বিকৃতভাবে অনুকরণ করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তুলসীবৃক্ষ লইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন—তুলসীতে অপ্রাকৃত-পূজ্য-বুদ্ধি না থাকায় তাঁহারা এক হস্তে তুলসী, আর

এক হস্তে তাম্রকূট সেবনের যন্ত্র লইয়া বিচরণ করেন, এবং তুলসীর সম্মুখেই ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে তাম্রকূট সেবনের আদর্শ দেখান। এইরূপ তুলসীতে 'অতিভক্তি'র ছলনা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়েও দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতবুদ্ধি থাকা কালে ভগবান্ সেবাগ্রহণ করেন না ইহা বুঝিতে না পারিয়া 'তুলসী দিলেই ভগবান্ গ্রহণ করেন,' এরূপ বিচারে তুলসী না দিলে প্রসাদ হয় না এই বিচার করেন, কিন্তু চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩—"দাম্ভিকের রত্নপাত্র দিব্য জলাসনে। আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে। যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়। নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥ অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়। তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়। অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ। তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক॥" বৈষ্ণবগণের বিচার এই,—"ভাগবত-তুলসী-গঙ্গায়-ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥" প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বস্তু বিচারে কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপন-বিভাব-রূপে পরিলক্ষিত হন—"তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ, মাধব-তোষণী জানি।" কৃষ্ণ-চরণ-কমলস্পৃষ্ট তুলসীর স্পর্শে আত্মারামগণের চিত্তেও কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপনা হয়।

১৩। স্মার্ত্তগণ প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কিংবা "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—এই ন্যায়ানুসারে স্থল-বিশেষে কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবগণের অনুকরণে গলদেশে তুলসীমালা ও অঙ্গে তিলকাদিধারণ করেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন! অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে

শুদ্ধ-বৈষ্ণব বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার তুলসীর প্রতি অপ্রাকৃত ও ঐকান্তিকী কৃষ্ণোদ্দীপক বস্তু বিচারের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত গুণসম্পন্ন বস্তু বিচারে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করেন, ইহা মহা অপরাধেরই পরিচায়ক। আচার্য্যব্রুব ও গোস্বামি-ব্রুবগণের মধ্যে এই বিচার প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া অন্য লোককে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের লইয়া নরকের পথের যাত্রী হইয়াছেন।

১৪। স্মার্ত্তগণ গীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ ও শুদ্ধ-টীকা ব্যাখ্যা করিলেও তাহাদের শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্‌বুদ্ধি না থাকায় এবং গ্রন্থভাগবতও ভক্তভাগবতে ভেদবুদ্ধি থাকায় তাঁহাদের শ্রবণ কীর্ত্তনের ফল যে 'প্রেম,' তাহা লাভ করিতে না পারিয়া তদ্বিপরীত অপরাধফলে বিষয়াসক্তিই বাড়িয়া যায়; শ্রোতারও নরকগতি লাভ হয়। স্মার্ত্ত পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শ্রবণের দোষ শ্রীচৈতন্যভাগবতে—"যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব। তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে॥ স্মার্ত্ত-বক্তার আর একটী দৃষ্টান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা দেখাইছেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের ব্যাকরণ ও তর্ক-শাস্ত্রে অসামান্য অধিকার এবং পাণ্ডিত্য ছিল। ভাগবতের সমস্ত শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, জ্ঞানবান্ ও মহা অধ্যাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ভাগবতের ছাত্রও অনেক ছিল। আর যখন তিনি ব্যাসাসনে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন অসংখ্য শ্রোতা মধুলুব্ধ

ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিতেন। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিত পর্য্যন্ত দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু স্মার্ত্ত ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ভাগবত-পাঠের মধ্যে পার্থক্য জানাইয়াছিলেন। লোকে যাঁহাকে মহা অধ্যাপক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার সমন্ধে বলিলেন—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১) "কোপে বলে, প্রভু,—'বেটা কি অর্থ বাখানে'? ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥" "মুঞি, মোর দাস আর গ্রন্থ-ভাগবতে। যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে॥" "ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ। নিন্দে অবধূত-চাঁদে জগৎ নিবাস।" গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতে ভেদ-বুদ্ধির নামই—স্মার্ত্তবাদ। কোন কোন অত্যধিককপট-বঞ্চক স্মার্ত্ত—ভাগবত-বৈষ্ণব খুঁজিয়া পান না। সে কারণ ভাগবত ও ভক্তে সমান বুদ্ধি করিতে পারেন না। দৈবীমায়া কখনও সেই অপরাধীগণকে বৈষ্ণব দর্শন করিবার চক্ষু প্রদান করেন না। অধিক কি, দেবানন্দ-পণ্ডিতের ন্যায় বিদ্যা-তপস্যায় অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিও শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় মহাভাগবতকেও চিনিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানের ভাগবত-ব্যবসায়ী, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বৈষ্ণব-ব্রুব কথক-পাঠকগণের মধ্যে এইরূপ স্মার্ত্তাচার প্রচলিত। যাঁহারা জাগতিক কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠারূপ অর্থের জন্য ভাগবত পড়েন বা পড়ান তাঁহারা পারমার্থিকের অনুকরণ করিয়া লোক-বঞ্চনা করেন ও নিজেও বঞ্চিত হন। মহাপ্রভু আর্থিক-ভাগবত-বক্তা দেবানন্দকে শাসন করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার মঙ্গল

বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানের ভাগবত-ব্যবসায়ী, বৈষ্ণব-নামধারী, বিগ্রহ ও মন্ত্র ব্যবসায়ীগণ এত প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তগণের আদর্শের অনুসরণকারী হইয়া পড়িয়াছেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল অপরাধী অর্থ-পিপাসুগণকে তাঁহার বিমুখমোহিনী মায়া-দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার প্রদান করাইয়া তাহাদিগকে পরমার্থের প্রকৃত-সন্ধান-চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ভুলাইয়া দিয়াছেন এবং মায়ার প্রলোভনদ্বারা ঘোর সংসারে পাতিত করাইয়া—সংসার-সুখে মুগ্ধ করাইয়া, অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞান করিয়া চিরতরে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। প্রভু অল্প-অপরাধী ভৃত্যকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা তাৎকালিক দণ্ডাদিদ্বারা শাসন করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যন্ত বিদ্রোহীকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়া শাস্তি প্রদান করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে যতই "ভক্ত" বা "প্রেমিক" মনে করুন না কেন, তাঁহাদের ঐ সংসার-সুখ-প্রাপ্তি, ঐ অর্থ-প্রাপ্তি, ঐ প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি নরক-ভোগেরই আর একটা দিক্‌মাত্র। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামাপরাধী স্মার্ত্তগণের ঘোর-সংসার-সুখ-প্রাপ্তিরূপ গতিই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নাম-গ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদ-কল্পনাদি-নানাপরাধ-বলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে।" বর্ত্তমানের ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী প্রচ্ছন্ন-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় ঐরূপ স্পষ্ট-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় হইতেও অধিকতর অপরাধী।

স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও শ্রীগীতাকে যুদ্ধ-বিধায়ক-গ্রন্থ, কোথাও বা রাজনৈতিক-গ্রন্থ, কোথাও কর্ম্ম-প্রতিপাদক-গ্রন্থ, কোথায় নির্ভেদ-জ্ঞান-প্রতিপাদক-গ্রন্থ, কোথাও বা রাজ-

যোগ-প্রতিপাদক-গ্রন্থ, কেথাও বা রাজ-দ্রোহিতা-প্রতিপাদক-গ্রন্থ, কোথাও জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ভক্তি-সর্ব্বপ্রকার সাধনের তথা-কথিত-সমন্বয়-প্রতিপাদক (খিচুড়ি-পাকান) গ্রন্থ মনে করেন। বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণ কোটিবার গীতা ভাগবতাদি পাঠ করিলেও শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাব্যতীত অধোক্ষজ শব্দ-ব্রহ্মের অবতার বলিয়া জানিতে পারিবে না। এজন্য বলিয়াছেন—, "যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'। তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র তরঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-৩২)। আবার বলিয়াছেন ঃ—"গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাঁহার জিহ্বায়॥ এই মত বিষ্ণু-মায়া মোহিত সংসার। দেখি' ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার॥" "জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥ ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার। সর্ব্বদা বাখানে,—'কৃষ্ণ-পদ-ভক্তি সার।' "গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি। জ্ঞান-কর্ম্ম-'নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই॥ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান। জ্ঞান, যোগ, তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় ও চৈঃ চঃ আঃ ১৩শ)। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু স্মার্ত্তের ও বৈষ্ণবের গীতা-ভাগবত পাঠের মধ্যে পার্থক্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকপ্রিয়তা-হানি বা নিরপেক্ষ সত্য-কথা বলিলে পাছে লোক চটিয়া গিয়া দক্ষিণার মাত্রা কমাইয়া দেন বা দ্বিতীয়বার গীতা-ভাগবত পাঠ করিতে আহ্বান না করেন, অথবা শিষ্যত্ব গ্রহণ না

করেন, এই ভয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তথা-কথিত সমন্বয় বা লোক-বঞ্চনার পক্ষ-পাতিত্ব করিবার আদর্শ দেখান নাই।

বৈষ্ণবগণ :—অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত গীতা-ভাগবত-শাস্ত্র সাক্ষাদ্ ভগবদবতার জ্ঞানে অধ্যয়ন করেন। স্বীয় পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধির প্রভাবে বুঝিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণের পরিবর্ত্তে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপায় সাধুসঙ্গে অধ্যয়ন করিবার বৈধপ্রণালী অবলম্বন করেন। গীতা, ভাগবতাদি একমাত্র পরমার্থ প্রতিপাদক গ্রন্থ ; ইহার প্রতি শব্দ, প্রতি ছত্র, প্রতি অধ্যায় জীবকে ক্রমশঃ নিম্নাধিকার হইতে শ্রীভগবানে প্রপত্তি শিক্ষা দিতে দিতে ঐকান্তিকী-প্রপত্তিতে লইয়া একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই যে চরম-শিক্ষা—কর্ম্ম, জ্ঞান, রাজ-যোগ বা রাজীতির শিক্ষক নহে, ইহা জানান। উহাতে কর্ম্ম-জ্ঞান, যোগাদির কথা উক্ত থাকিলেও তাহাদের স্বতন্ত্রতা বা নিরপেক্ষতা উক্ত না হইয়া ভক্তিকেই এক মাত্র স্বতন্ত্রা, সম্পূর্ণ-নিরপেক্ষা বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। এবং সেই অব্যভিচারিণী ভক্তির কথাই উপক্রম-উপসংহারে, অভ্যাসে অপূর্ব্বতায়, ফলে, অর্থবাদে ও উপপত্তিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ কালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ব্যাকরণ ও বর্ণাশুদ্ধিজ্ঞানহীন এক গীতাপাঠী দ্বারা বৈষ্ণবের শাস্ত্র-অধ্যয়নের আদর্শ প্রদর্শন ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পরম বিখ্যাত ভাগবতবক্তা স্মার্ত্ত-পণ্ডিত দেবানন্দকে অনধিকারী বলিয়া সম্পূর্ণ-ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের একান্ত-সেবা-পরায়ণ গীতাপাঠী-বিপ্রকে বলিলেন— "গীতা-পাঠে

তোমারই অধিকার। তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার।”

তীর্থদর্শন :—স্মার্ত্তগণ শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার অষ্টা-বিংশতি-তত্ত্বের অন্তর্গত “শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বে” নিবদ্ধ বিধি অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তমাদি তীর্থদর্শনাদি করেন। তাঁহারা নিজের হিসাবের খাতায় শ্রীকৃষ্ণের তহবিল হইতে কিছু জমা করিবার জন্য দেহ-দ্রবিণাদির কিয়দংশের ব্যয় বা সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তীর্থাদি দর্শনে গমন করেন। যেমন স্মার্ত্তগণ স্নান-যাত্রা দর্শনের ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থে গমন করিয়া স্নান-যাত্রা দর্শন করিতে করিতে মনে করেন— “অহো! আজ আমার কত পুণ্য সঞ্চিত হইল। আমার পিতৃ-পিতামহগণ পরিতৃপ্ত হইলেন, আমি জীবনে যে সকল মহাপাপ করিয়াছি, তাহা বিধৌত হইল। আমি আজ ধন্য হইলাম।” তিনি দেহে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া নিজের কি পরিমানে লাভ হইবে তাহারই খতিয়ান প্রস্তুত করেন। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত অন্য কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। স্মার্ত্তগণের অনেকে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে ‘বিমলা-দেবীরভৈরব’ বা “বাবা জগন্নাথ” প্রভৃতিরূপে দর্শন ও সম্বোধনাদি করিয়া থাকেন। কেহ বা তাঁহাকে নির্বিবশেষ-নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ বা ‘বুদ্ধ-মূর্ত্তি’ প্রভৃতি বিচার করেন। স্মার্ত্তগণ তীর্থকৃত্য মধ্যে উপবাস ও ক্ষৌরাদি দ্বারা দেহ-মন শোধনের ব্যবস্থা করেন এবং ‘দন্ত-ধাবনাদি না করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করা যায় না’ এইরূপ বিচার করেন ; অর্থাৎ দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের অপর নাম—‘স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম’। স্মার্ত্তগণ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে

যেরূপ প্রাকৃত ও পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধিতে দর্শন করেন, মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ বিচার করেন। আর স্থান-মাহাত্ম্যও ঠিক সেইরূপ। শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা প্রভৃতি ভগবদ্ধাম সমূহকে প্রাকৃতবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করেন। মহাপ্রসাদে মুখে স্বীকার করেন যে "স্পর্শ দোষ নাই"। কিন্তু কেহ কেহ ব্রহ্মণ-আনীত প্রসাদ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিলে তাহা স্বীকার করেন না। কেহ বা কয়েক ক্রোশমাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উহার মাহাত্ম্য, তাহার বাহিরে আসিলেই প্রসাদ অপবিত্র হইয়া যান—এরূপ বিচার করেন। কেহ বা ট্রেণ বা অন্য যানাদিতে লইয়া গেলে মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজলের মহাপ্রসাদত্ব ও পাবনত্ব নষ্ট হইয়া যায় মনে করেন। কেহ বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রসাদেই স্পর্শ দোষ নাই, কিন্তু অন্যত্র প্রসাদে স্পর্শদোষ আছে—এরূপ বিচার করেন। যেখানেই হউক শুদ্ধভক্তের নিবেদিত 'শ্রীকৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সর্ব্বত্রই মহাপ্রসাদ'—ইহা স্বীকার করেন না। কেহ বা অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া শ্রীহরিবাসরে (একাদশী ইত্যাদি উপবাস দিবসে) মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজ সুবিধা-বাদের চেষ্টা প্রদর্শন করেন। স্মার্ত্তগণ মলমাসে শ্রীপুরুষোত্তমাদি তীর্থ-দর্শন নিষিদ্ধ বিচার করেন। যে মাস শাস্ত্রে কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্য-মাসাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন স্মার্ত্তগণ তাহাকে 'মলমাস' বিচার করিয়া শুভ কার্য্যাদির নিষেধ করিয়াছেন। যাহা হউক এই সকল বিচার করিলে বুঝা যায়—স্মার্ত্তগণের অপ্রাকৃত জাতি, স্থান, বস্তু, কাল ও শ্রীবিগ্রহাদিতে

চিন্ময় অপ্রাকৃত বুদ্ধি না থাকায়,—সমস্তই প্রাকৃত বুদ্ধি করায়, প্রতিপদে অপরাধই করিয়া থাকেন। ইহাদের এই সকল আচরণে কপটতা ও প্রাকৃত বুদ্ধির তাণ্ডবনৃত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা সর্ব্বদাই শ্রীনাম, ধাম, বৈষ্ণব, মহাপ্রসাদ ও শ্রীবিগ্রহের চরণে অপরাধই করেন।

বৈষ্ণবগণ :—সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিবার জন্যই তীর্থাদি দর্শন করেন। যাত্রাদি দর্শনে ভগবানের সুখে ভক্তগণের সুখ হয়। তাঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসন্ধান করেন, নিজের জন্য ভুক্তি, মুক্তি বা অন্য কোন অভিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া নহে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় জাতি, দ্রব্য, স্থান, কাল ও শ্রীবিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি করেন। ভগবদ্দর্শনাদি গাঢ় কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণানুসন্ধান-স্পৃহারূপ বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপুষ্টির জন্য। শ্রীজগন্নাথ দেবকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণ-'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' রূপে দর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দন্তধাবনাদি না করিয়াই প্রসাদ সম্মান করাইয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কুকুরের মুখ হইতেও মহা প্রসাদ সম্মান করা — মহাপ্রসাদে অপ্রাকৃত কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বুদ্ধিও প্রীতিরই লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর দ্বারা 'রথচক্রের নিম্নে প্রাণত্যাগ'-রূপ স্মার্ত্তবিচার খণ্ডন করিয়া সিদ্ধ অনুরাগী ভক্তগণের গাঢ় বিপ্রলম্ভ জনিত দেহত্যাগেচ্ছা, কৃষ্ণেচ্ছা-চালিত ও কৃষ্ণ-প্রীতি-চেষ্টাময়ী কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অধিমাস বিচার সম্বন্ধে—বৈষ্ণবগণ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপূণ্যমাসাপেক্ষাও হরিসেবানুকূল বলিয়া জানেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব, ভগীরথ প্রভৃতি মহাজনগণ এই পুরুষোত্তম-মাসের আরাধনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের শ্রীচরণ সেবা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীভগবানের সেবার্থে ও কৃষ্ণ-সুখেচ্ছায় অপ্রাকৃত কাল বিচারে অত্যাগ্রহে পালন করেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত-বৈদান্তিকের অভিনয় করিয়া জানাইয়াছেন যে,—কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণ যদি পারমার্থিকের সঙ্গ করেন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা তাঁহাদের মঙ্গলের আর আশা নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছলেন—'জগৎ নিস্তারিলে তুমি— সে অল্প কার্য্য॥ আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥ তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড। আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড'। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২১৩—২১৪)।

১৬। সন্ধ্যা-বন্দনাদি :—স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্মকাণ্ড-বিশেষ, আর বৈষ্ণবের সন্ধ্যা-বন্দনাদি বৈধভক্তি। কর্ম্মকাণ্ড ও বৈধ-ভক্তির মধ্যে বিপুল তাত্ত্বিকভেদ বর্ত্তমান। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ সেশ্বর-নৈতিক-জীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইলে ভক্ত-জীবন হইয়া পড়ে; কিন্তু যে-কাল-পর্য্যন্ত সেশ্বর-নৈতিক-জীবন স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্ত-জীবন-স্বরূপকে গ্রহণ না করে, সে-কাল-পর্য্যন্ত তাহার নাম 'কর্ম্মই' থাকে। কর্ম্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্ম্মের পরিপাক হইলে ভক্তিসাধক স্বরূপ উদিত হয়। তাহাকে তখন 'ভক্তি'ই বলা যায়, তখন 'কর্ম্ম' বলিয়া তাহার

নাম থাকে না। ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিত হইলেই কর্ম্মাধিকার নিরস্ত হয়। কর্ম্মাঙ্গের মধ্যে যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি আছে, তাহা ধর্ম্ম-নীতিগত কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষ, শ্রদ্ধোদিতা ভক্তির কার্য্য নয়। যে-সময়ে ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিতা হয়, তখন ভগবদানুগত্যরূপ সমস্ত ভক্তি-কার্য্যই তাৎপর্য্যক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোন-স্থলে সন্ধ্যা-কালে হরিকথা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম করিতে রুচি হয় না। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে, সন্ধ্যা-বন্দনাদির যে তাৎপর্য্য তাহাই যখন উপস্থিত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাঙ্গ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? স্মার্ত্তগণ কিন্তু হরিকথা বা সাধুসঙ্গকে 'গৌণ' বা কদাচিৎ সন্ধ্যা-বন্দনাদির তুল্য অন্যতম ব্যাপার-বিশেষ মনে করিয়া হরিকথা ও সাধুসঙ্গ-পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির প্রতি অত্যাগ্রহ দেখাইয়া থাকেন; এমন কি, সাধুসঙ্গে হরিকথা উপস্থিত হইলে, তখন যদি পিতা, মাতা, কিম্বা স্ত্রী-পুত্রের শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা বা কোন বিষয়--কার্য্যের সংবাদ আসিলে, বলেন যে, পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথাশ্রবণ বা সাধুসঙ্গ করা উচিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের পুত্রের বিয়োগ-কালে শ্রীবাসের আচরণের দ্বারা এইরূপ স্মার্ত্তবাদ নিরাস করিয়াছেন।

স্মার্ত্তগণ মনে করেন,—সন্ধ্যা-বন্দনাদি যাহা, হরি-ভজনও তাহাই, বরং হরি-কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের স্ব-ধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ। বৈষ্ণবগণ বলেন,—ব্যবহারিক বা ঔপচারিকভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে নিত্য-

কর্ম্ম বলিয়া নাম প্রদান করিলেও ঐ শব্দগুলি শব্দের মুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তি বা বিদ্বদ্রূঢ়িশক্তিতে ঐরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাকে নিত্যকর্ম্ম বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক, ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা বিহিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ নিত্য নহে। ইহার নাম উপচার। বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমানুশীলনই একমাত্র নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া জানা যায়, ইহার তাত্ত্বিক নাম—বিশুদ্ধচিদনুশীলন। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে 'নিত্য' না বলিয়া 'নৈমিত্তিক' বলাই যুক্তিযুক্ত।

বস্তু-বিচার করিলে শুদ্ধ-চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্য-ধর্ম্ম হয়; আর যত প্রকার ধর্ম্ম সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যজ্ঞান ও তপস্যা, সমুদয়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ-অবস্থাই এক 'নিমিত্ত' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই নিমিত্তের জন্যই ঐ সকল ধর্ম্ম—'ধর্ম্ম'-নামে কথিত হইয়াছে, অতএব তাত্ত্বিক-বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ,—এ সমস্তই নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম। স্মার্ত্ত যে সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া থাকেন, তাহাতে সাক্ষাৎ চিদনুশীন নাই। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনাদি তাহার অন্যান্য-কর্ম্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধি-সাধ্য। নিত্য-স্বরূপের সহজ প্রবৃত্তি হইতে ঐ সকল কার্য্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ-ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি

হয়, তখন সন্ধ্যা-বন্দনাদি আর কর্ম্মাকারে থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান-কার্য্যের উপায় মাত্র। কিন্তু স্মার্ত্তগণের পক্ষে তাহাও হয় না; কারণ— সাক্ষাৎ-চিদনুশীলন হরিনামকে তাঁহারা সন্ধ্যা, বন্দনা, ত্যাগ, ব্রত, যজ্ঞাদিরই অন্যতম বলিয়া মনে করেন, কিম্বা হরিনামে অর্থবাদাদি-কল্পনা (নামাপরাধ) করিয়া হরিনাম-কীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়াও সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে নিত্যকর্ম্ম মনে করিয়া তাহার প্রতি অত্যাগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। কাজেই সাধুসঙ্গাভাবে অপরাধ করায়, তাঁহারা ঘোর সংসারগতি প্রাপ্ত হন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ সাধুসঙ্গে বৈধভক্তিযাজনপূর্ব্বক ক্রমপন্থায় আত্মমঙ্গল লাভ করেন।

কর্ম্মকাণ্ডে সন্ধ্যা-বন্দনাদি চিত্তশুদ্ধি বা মুক্তিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরিভজনমূলক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কোন 'নিমিত্ত' নাই। তবে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সকল কেবল বহির্ম্মুখ লোকের রুচি উৎপাদন করিবার জন্য। হরিভজনের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই। হরিভজনে রতি উৎপাদন করাই বৈধ-অঙ্গের মুখ্য ফল। বৈষ্ণবের সাধন-ভক্তি কেবল সিদ্ধ-ভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ-সাধনে দুইটী তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধন-ক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদই মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণ-পূজা করিয়া চিত্ত-শোধন ও মুক্তি অথবা রোগ-শান্তি বা পার্থিব-ফল পাইয়া থাকে; আর ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজা-দ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি

উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়; ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের দ্বারা হরি-ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ স্মার্ত্তগণের কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ধ্যা-বন্দনাদির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নাগর-দোলায় ঘূর্ণিপাকরূপা গতি-লাভ হয়, আর পারমার্থিকগণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি-দ্বারা ভগবৎসেবায় রতি উৎপত্তি হয়। বৈধ-আর্থিক-ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ড, আর বৈধ-পারমার্থিক ধর্ম্মকে সাধন-ভক্তি বলা যায়। সুতরাং স্মার্ত্তগণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিবার সাধনী-ভূত কর্ম্মকাণ্ড বিশেষ, আর পারমার্থিক-গণের সাধন-ভক্তি (সন্ধ্যা-বন্দনাদি) বৈকুণ্ঠে প্রবেশের দ্বার-বিশেষ। স্মার্ত্তগণের কর্ম্মে অত্যাগ্রহ আর পারমার্থিকের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেই একান্ত নিষ্ঠা।

বিদ্ধস্মার্ত্তগণ মায়া বা প্রকৃতিকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া স্থির করেন। অদ্বয়তত্ত্বের পূর্ণ-প্রতীতিই যে ভগবৎপ্রতীতি এবং অসম্যক্-প্রতীতিই যে ব্রহ্ম-প্রতীতি অর্থাৎ "বৃহদ্‌বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি 'শ্রীভগবান্'। ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্ব-ধাম" ॥—এই ভাগবতীয় বিচার গ্রহণ করেন না; কাজেই ব্রহ্ম গায়ত্রী-সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা পৃথক্। বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বেদমাতা গায়ত্রী অবলম্বন করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ। বেদ বৃক্ষের বীজ—প্রণব, মাতা বা অঙ্কুর—গায়ত্রী এবং ফল—চতুঃশ্লোকী ভাগবত। প্রণবই সর্ব্ববেদের মহাবাক্য; সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্-

বিলাসের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদমাতা গায়ত্রী গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাকেই তাঁহার পরমাকাঙ্ক্ষিত-বিষয় জানিয়া সর্ব্বদা তাহার অভিলাষ করেন। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বর্ণিতআছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবা-লাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিলেন; তখন তিনি কাম-গায়ত্রীরূপে পরিচিতা হন। অনাদিকাল-সিদ্ধা গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন, পরে অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করিয়া সাধনাদ্বারা গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে আবির্ভূত হন। কাজেই যাঁহারা ব্রহ্ম-গায়ত্রীকে কামদেবের আরাধনার সন্ধান প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে জীবগণকে কর্ম্ম-ভোগানলে বদ্ধ করিবার সহায়কারিণীবিশেষ মনে করেন, সেই সকল বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণ নামে-মাত্র গায়ত্রীর সম্মান করিয়া কার্যতঃ গায়ত্রীদেবীর মনোহভীষ্টের বিরুদ্ধ আচরণই করিয়া থাকেন। অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীর যে অর্থ লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায়, গায়ত্রীর সমস্ত অর্থই বিষ্ণু-তাৎপর্য্যময়। যাঁহারা বেদ-কথিত পরম-পদকে অসমোর্দ্ধ না জানিয়া বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করেন সেই সকল স্মার্ত্ত সন্ধ্যা-বন্দনাদিকালে গায়ত্রী-জপ করিয়াও তাঁহার কৃপা লাভ করেন না। গায়ত্রীদেবী তাঁহার বহিরঙ্গ ছায়া-স্বরূপের দ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে যে, গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করিয়া সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। এই গায়ত্রী তত্ত্বতঃ যেযে জীব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত চিদনুশীলন-

সহায়ক সাবিত্রজন্ম লাভ হয়। জড়বদ্ধ-জীবগণের স্বভাব ও বংশানুসারে মায়িক-সংসারে যে দ্বিজত্ব-লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা এই অপ্রাকৃত-জগতে প্রবেশরূপ দ্বিজত্বলাভ সুষ্ঠু ও উৎকৃষ্ণতর ; কেন না, চিদ্‌বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্ম, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎ-প্রাপ্তিরূপ জীবের চরম মহিমা। ব্রহ্মা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য-দাস উপলব্ধিতে সপরিকর-বৈশিষ্ট আদি-পুরুষ গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন এবং স্তব-মধ্যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মা, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য এবং পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও বিষ্ণু তত্ত্বের প্রতীতি-পার্থক্য ও সমতা বিচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ গায়ত্রীকে এইরূপ বিচারে দর্শন করেন না ; কাজেই বাহ্য-দৃষ্টিতে পারমার্থিক-ব্রহ্মণ ও বিদ্ধ-স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ, উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনাদিকালে গায়ত্রী জপ করিলেও একজন যোগমায়াশ্রিতা, এবং আর একজন ভদাবরণী ছায়া-শক্তি জড়মায়াশ্রিতা। স্মার্ত্তগণ কামদেব কৃষ্ণের গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর কদর্থ করিয়া জীবকে কর্ম্মভোগানলে দগ্ধ করেন।

১৭। শ্রাদ্ধাদি ঃ—অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী, প্রকৃতির গুণে সংমূঢ়, অকৃৎস্নবিৎ কুণপাত্মবাদী স্মার্ত্ত আপনাকে পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের দেহনিঃসৃত মনোধর্ম্মযুক্ত মাংসপিণ্ড জ্ঞান করিয়া পিতৃপুরুষগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ যে 'শ্রদ্ধা' প্রদর্শন করেন, তাহাই বিদ্ধ-স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ। তাঁহাদের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেতভাবাপন্ন হয়, পরে পুত্রাদি, আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ ঐ প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে উহার মুক্তি হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের শ্রাদ্ধতত্ত্বান্তর্গত সপিণ্ডীকরণ

শ্রাদ্ধ প্রকরণে উল্লিখিত আছে,—সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃতপুরুষের সূক্ষ্মদেহ একবৎসর পরে প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়,—"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥ বিদ্ধ স্মার্ত্তপর বিচার-মতে পিতৃশ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মৎস্য প্রদানে দুইমাস, শশকমাংসপ্রদানে তিনমাস, পক্ষিমাংস-প্রদানে চারিমাস, শূকরমাংসপ্রদানে পাঁচমাস, ছাগমাংসপ্রদানে ছয়মাস, এণমাংস (হরিণ) প্রদানে সাতমাস, রুরুমৃগমাংসে আটমাস, গবয়মাংসে নয়মাস, মেষমাংসে দশমাস এবং ব্রাদ্ধ্রীণ-মাংস প্রদান করিলে বহুকাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন।

বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে আত্মা ও সেব্য পরমাত্মার নিত্যভৃত্য-জ্ঞান এবং ব্যবহারিক পিতৃপুরুষগণের আত্মাকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বিচার করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃষ্ণের সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধি-বস্তু-দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অতএব বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারাই শুদ্ধস্মার্ত্ত পারমার্থিকগণ পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর ঐকান্তিকগণ সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদিদ্বারা নিরন্তর ভগবদ্ভজন ও নিখিল জীবের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগের আর বর্ণাশ্রমিগণের ন্যায় বাহ্য অনুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পারমার্থিকগণের গয়া-শ্রাদ্ধাদিরও অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; কারণ, তাঁহারা নিত্য হরিভক্তি যাজন করায়

তাহাতেই পিতৃপুরুষগণের আত্মা পরিতৃপ্ত হইতেছেন। সত্যযুগে উপরিচর বসু নামক পুরু-বংশীয় জনৈক বৈষ্ণবরাজ মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তিসাধনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দৈববর্ণাশ্রমী পারমার্থিকগণের সদাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃপুরুষগণের পরিতৃপ্তি এবং বিদ্ধস্মার্ত্তগণের প্রত্যক্ষ আসুর বিচারে দৃষ্ট যবনকূলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর-হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে সেই শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া দৈববর্ণাশ্রমী পারমার্থিক গণের সদাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অদৈব-বর্ণাশ্রমী বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণের বিচার অনুসরণ করেন নাই ; পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ এবং কৃষ্ণের অবশেষদ্বারা কৃষ্ণদাস আত্মার পরিতৃপ্তি করিয়াছেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিচারানুসারে ভক্তির অদ্বিতীয় আচার্য্য, নিখিল-শাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শান্তিপুরের ন্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থানে কোন সদাচারী শ্রোত্র-ব্রাহ্মণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বিষ্ণু-সেবা-প্রবৃত্তি দর্শন করিতে না পাইয়া যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর-হরিদাসে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা পূর্ণ-মাত্রায় পরিদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকেই পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র প্রদান করিবার আদর্শ প্রদর্শনে শুদ্ধস্মার্ত্ত ও বিদ্ধস্মার্ত্তের বিচারের পার্থক্য প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সদ্‌গুরুপদাশ্রয় ও দিব্য-জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে লৌকিক বিচারে অভিনিবিষ্ট হইয়া অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিরূপে বিচরণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন-কল্পে বহির্ম্মুখলোকানুকরণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর গয়া-শ্রাদ্ধাদি-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিমুখ-মোহন ও উন্মুখ

তোষণ-কল্পেই সাধিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ং তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গভক্ত আচার্য্য-গোস্বামী শ্রীল সনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্টের দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৈব-বর্ণাশ্রমিগণের শ্রাদ্ধ-বিধান বিবৃত করিয়াছেন। কর্ম্মজড় বিদ্ধস্মার্ত্তগণ কর্ম্মের ফল-শ্রুতি দ্বারা বালসদৃশ বহির্ম্মুখ লোকদিগকে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ করিতেছেন ; আর সম্বন্ধজ্ঞান-যুক্ত পারমার্থিকগণ সমগ্র জীবকুলকে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বরূপধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করিতেছেন, —ইহাই স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের পার্থক্য।

১৮। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতঃ—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্বে এবং সাত্বত-স্মৃতি-নিবন্ধকার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫ শ বিলাসে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিধান লিপিবদ্ধ আছে। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান ও প্রয়োজন ভিন্ন হওয়ায় কেবলমাত্র অভিধেয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের নিষ্ঠার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অভিধেয়কে গৌণ-ব্যাপার মনে করিয়া উহাদিগকে ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগাদির অন্যতম মনে করিয়া কখন কখনও বা কর্ম্মাড়ম্বরকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধস্মার্ত্ত বা পারমার্থিকগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গকেই মুখ্য অভিধেয়-জ্ঞানে তদনুকূল যাবতীয় অনুষ্ঠান-স্বীকার করিয়া থাকেন, প্রতিকূল ব্যাপার-সমূহকে পরিত্যাগ করেন। বিদ্ধ-স্মার্ত্ত অক্ষয়স্বর্গকামী বা মোক্ষকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করেন ; কিন্তু পারমার্থিকগণ শুদ্ধভক্তির প্রতিকূলাচরণ-কারিণী ভুক্তি-মুক্তি-কামনা সর্ব্বতোভাবে পরিহার

করিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করেন। —"চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে। গোঞাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে॥" —এইরূপ ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী ও তদনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্ম্মাস্য-যাজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু স্মার্ত্তগণ বলেন,—"গোসাঞিঁর শয়ন বরিষা চারি মাস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥ নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞী। দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ)। শুদ্ধস্মার্ত্তগণ ভক্তির অনুকূল বা কৃষ্ণ-ভক্তিবৃদ্ধির জন্য সমস্ত অনুষ্ঠান স্বীকার করেন; আর বিদ্ধ স্মার্ত্তগণ অধোক্ষজ কৃষ্ণে অভক্তি অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-বৃদ্ধির জন্য তদনুকূল সর্ব্ব-প্রকার অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাই উভয়ের মধ্যে আচরণে ভেদ।

১৯। সংস্কারাদি :—স্মার্ত্তগণের অস্মিতা জড় দেহে আবদ্ধ থাকায় শৌক্র-প্রণালীতেই সংস্কার আবদ্ধ রাখিতে চান। তাহাতে তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ হন না। কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত পারমার্থিক শ্রৌত-প্রণালী অনুসারে আর্জ্জব বা সরলতা অর্থাৎ নিষ্কপট সেবোন্মুখতা বা বৈষ্ণবতাকেই দ্বিজত্ব-সংস্কার-লাভের প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। পারমার্থিক স্মৃতি বলেন,—শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য,—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ (গীতা ১৮।৪২ ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।২১)। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-পাদ ছান্দোগ্যশ্রুতির সত্যকাম-জাবাল ও গৌতমপ্রসঙ্গ-ব্যাখ্যায় সামসংহিতা-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,—ব্রাহ্মণে সরলতা ও

শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গোতম সত্যকাম-জাবালের সরলতা দেখিয়াই তাঁহাকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। শুদ্ধ-স্মার্ত্তবর স্বামিপাদ 'সরলতাদি গুণ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবোন্মুখতা দর্শন দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, জাতি-মাত্র অর্থাৎ শৌক্রপ্রণালীর ব্যবহার মুখ্য নহে' বিচার করিয়া সেইরূপ সরলতাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অবরকুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহাকেই সাবিত্র্যসংস্কারাদি-দ্বারা বিপ্রত্বে বিনির্দ্দেশ করিবার বিশেষ আদেশ প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় প্রদান করিয়াছেন। নারদ-পঞ্চরাত্রান্তর্গত ভরদ্বাজ-সংহিতা ও মহাভারতে অনুশাসন-পর্ব্বে অতি স্পষ্টভাবে ভগবৎসেবোন্মুখ শিষ্য-পুত্রগণকে আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করিয়া দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃতকরণান্তর মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন,—এইরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বিতীয়বিলাসের দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় দীক্ষিত-ব্যক্তি-মাত্রেরই পারমার্থিক বিপ্রত্ব-স্বীকার এবং শ্রীভাগবতামৃত-টীকায় তাঁহাদের পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারের কথা স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য-সংস্কার-গ্রহণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিতে গিয়া—ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন-যোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ-পুণ্যময় সাবিত্র্যজন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালাদি অবরকুলোদ্ভুত পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় অদীক্ষিত ব্যক্তির নাম-কীর্ত্তনমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব বা সবনযোগ্যতা-লাভ হইলেও দীক্ষা-জনিত সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীতে উল্লেখ

করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসংহিতার টীকায় ধ্রুবের ন্যায় দীক্ষার পরেই ব্রহ্মার দ্বিজত্ব সংস্কার অব্যাহত হওয়ায় সেই সেই দীক্ষামন্ত্রের অধিদেবতা হইতে ঐ সংস্কারের উৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন। স্মার্ত্তগণ এই বিবাদ-তর্কময় কলিযুগে শৌক্র-প্রণালীর শুদ্ধতা জোর করিয়া স্থাপন করিতে চাহিলেও শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি বা নীলকণ্ঠ-টীকা-ধৃত সত্যপ্রিয় ঋষিগণের বাক্য তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; তাই শুদ্ধস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া বিদ্ধ-স্মার্ত্ত-বিচারের প্রতিকূলে বলিতেছেন,—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩য় সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)।

কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্র ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্র-সদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

স্মৃতি বলেন—"যস্যৈতেঽষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ" (মঃ ভাঃ শাঃ ১৮৯।২ শ্লোকে নীলকণ্ঠ টীকা-ধৃত স্মৃতিবাক্য)—

—অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

কর্ম্ম-মার্গীয় স্মার্ত্তগণ ও পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ, উভয়েই ৪৮টী সংস্কার গ্রহণ করেন ; কিন্তু উভয়ের সংস্কারে পার্থক্য লক্ষিত হয়। কর্ম্মমার্গীয়গণের মতে ৪৮টী সংস্কার যথা—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন,

৮। কর্ণবেধ, ৯। চৌড়কর্ম্ম, ১০। উপনয়ন, ১১। সমাবর্ত্তন, ১২। বিবাহ, ১৩। অন্ত্যেষ্টি, ১৪। দেবযজ্ঞ, ১৫। পিতৃযজ্ঞ, ১৬। ভূতযজ্ঞ, ১৭। নরযজ্ঞ, ১৮। অতিথি-যজ্ঞ, ১৯। বেদ-ব্রতচতুষ্টয়, ২০। অষ্টকা-শ্রাদ্ধ, ২১। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, ২২। শ্রাবণী, ২৩। আগ্রায়ণী, ২৪। প্রৌষ্ঠপদী, ২৫। চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী, ২৭। অগ্ন্যাধান, ২৮। অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপৌর্ণমাসী, ৩০। আগ্রয়ণেষ্টি, ৩১। চাতুর্ম্মাস্য, ৩২। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩। সৌত্রামণি, ৩৪। অগ্নিষ্টোম, ৩৫। অত্যগ্নিষ্টোম, ৩৬। উক্‌থ, ৩৭। ষোড়শী, ৩৮। বাজ-পেয়, ৩৯। অতিরাত্র, ৪০। আপ্তোর্যাম, ৪১। রাজসূয়াদি, ৪২। সর্ব্বভূতদয়া, ৪৩। লোকদ্বয়-চাতুর্থ, ৪৪। ক্ষান্তি, ৪৫। অনসূয়া, ৪৬। শৌচ, ৪৭। অনায়াস-মঙ্গলাচার, ৪৮। অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

পাঞ্চরাত্রীয়গণের মতে—শ্রীমহাভারতে ৪৮টী সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে তাপ, পুণ্ড্র ও নাম—এই তিনটী কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যাগ বা যোগ এই দুইটী লইয়া তপাদি পঞ্চ সংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কর্ম্ম, পঞ্চবিংশতিসংস্কারাত্মক অর্থপঞ্চক-তত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্ব-সাধক নয়টী সংস্কার-প্রদাতৃত্ব বিদ্যমান। মন্ত্রের উপদেশে যে দীক্ষা-বিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে, গর্ভাধানাদি দশটী সংস্কার-গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। মহাভাগবত-অধিকারে নয়টী সংস্কার-প্রদানের যোগ্যতা-লাভরূপ সংস্কার সর্ব্বসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা। শ্রীযামুনাচার্য্য ও অপ্যয়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ

সংস্কারের কথা বলেন, তাহাতে বিপ্রত্বকে একটী সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটী সংস্কার সিদ্ধ হয়।

২০। গোত্র ও বংশ—'গোত্র',-শব্দের বিভিন্ন অর্থ কোষ-কারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কোষকার ভরত বলেন, 'গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ তদেব গোত্রম্'। কেহ কেহ বলেন, বংশ-পরম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্। 'গোত্র'-শব্দে কেহ কেহ 'ক্ষেত্রম্' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বহু-শাখাময়ী অনন্তকামনালক্ষিনী অব্যবসায়িনী বুদ্ধিতে প্রধাবিত দেহ-মনোধর্ম্মযুক্ত স্মার্ত্তগণের যোগ্যতানুসারে গোত্রের কোথাও বা অষ্ট, কোথাও বা চতুর্ব্বিংশতি, কোথাও বা তিনকোটী, কোথাও বা অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা স্বীকৃত হইয়া থাকে। হরিবিমুখ আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানসর্ব্বস্ব চ্যুতগোত্রীয় (ভ্রষ্টগোত্রীয়) স্মার্ত্তগণ প্রবৃত্তিরাজ্যে ধাবিত হইবার জন্য বিবাহাদি কার্য্যে গোত্রাদির আবশ্যকতা স্বীকার করেন ও ঔপাধিক (জড়দেহাদির) গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন। জড়শরীরে আত্মভ্রান্তময়ী শৌক্রপ্রণালীই চ্যুত প্রণালী,—উহা জীবের বদ্ধদশা-মাত্র। স্মার্ত্তগণ শৌক্র-প্রণালীতেই গোত্র ও বংশ স্বীকার করেন। যতদিন জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে কর্ম্ম-রাজ্যের উচ্চাবচ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক হয়, ততদিনই তাহার বিদ্ধ স্মার্ত্ত-ধর্ম্মে অর্থাৎ বিরূপের ধর্ম্মে আসক্তি ও চ্যুত-গোত্রীয় অভিমান। স্মার্ত্তগণ নিজ দেহ ও মনকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের সমস্ত বিচার সম্পত্তি ও কার্য্যের অনুষ্ঠান। আর সাত্বত, ভাগবত, নৈষ্কর্ম্মপর, কৃষ্ণভোগোদ্দিষ্ট,

পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ জড়স্মার্ত্তের বিচার-বৈষম্য গর্হণ করিয়া পরমাত্মাকে কেন্দ্র জানিয়া আত্মা বা চেতনের বৃত্তির যাবতীয় অনুশীলন করেন। বৈষ্ণবগণ অচ্যুতগোত্রীয়, পরমাত্মাই—শ্রীঅচ্যুত। যাঁহার কখনও চ্যুতি বা পতন নাই। সেইরূপ বাস্তব পূর্ণবস্তুই তাঁহাদের মূল-পুরুষ। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট অচ্যুত-পরায়ণগণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের উপাসক বলিয়া একমাত্র অচ্যুতগোত্রকেই স্বীকার করেন। ইঁহাদের মূল-পূর্ব্বপুরুষ, সর্ব্বজীবাত্মার কারণ অচ্যুত-পুরুষ নিত্যবাস্তববস্তু ভগবান্ কারণার্ণবশায়ি-বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তঁাহাদের অস্মিতা পরমাত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহারা সতত-সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত আত্মবিৎ বলিয়া অচ্যুতগোত্রীয়। ইঁহারা স্মার্ত্তের ন্যায় শৌক্র-প্রণালীতে বংশ্য স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রৌত-প্রণালী বা আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই অচ্যুত-গোত্রীয় গৃহস্থ হংসজাতীয় বৈষ্ণব ও ভগবানের বংশ্য। যাঁহারা শ্রৌত প্রণালীতে বিমুখ হইয়া অচ্যুত-বিষ্ণুবস্তুকে প্রাকৃতজীবের ন্যায় রক্ত-মাংসের পিণ্ড মনে করেন এবং তাঁহার চ্যুতি কল্পনা করিয়া তাহা হইতে শৌক্র বংশধারার অনুমান করেন, তাহারা অপকৃষ্ট প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্ত। ইহা জানাইবার জন্যই বিশ্বের উপাদান-কারণ-বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আত্মজ অচ্যুতকেই অচ্যুতগোত্রীয়-গণের পিতৃপুরুষসূত্রে অচ্যুতানন্দ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া চ্যুত-গোত্রাভিমানী স্মার্ত্তধর্ম্মতৎপর অদ্বৈতসন্তানব্রুবগণকে তফাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব পারমার্থিকগণ "অবরুদ্ধ-সৌরত" অচ্যুতকেই তাঁহাদের মূল পুরুষ জানিয়া আপনাদিগকে নিত্য-

স্বরূপের পরিচয়ে পরিচিত করান অর্থাৎ অচ্যুতগোত্রীয় বলিয়া জানেন। অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণব সদ্ গুরুর নিকট শুদ্ধা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভে জীবমাত্রেরই অচ্যুতগোত্র আবিষ্কৃত হয়। মোটা-মুটিভাবে স্মার্ত্তবাদ আলোচিত হইল। সূক্ষ্মভাবে আলোচনায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবেই আলোচিত হইল। মোটকথা বদ্ধজীবের উপযোগিতায় নৈমিত্তিক ধর্ম্মই—স্মার্ত্তধর্ম্ম, আর মুক্ত পুরুষগণের সাধ্য শুদ্ধ জীবাত্মার যে নিত্য স্বাভাবিক ধর্ম্ম ঐকান্তিক মঙ্গলেচ্ছু সেবোন্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম; এই পারমার্থিক ধর্ম্মের নামই—সাধনভক্তি; ইহা ক্রমশঃ নির্ম্মল, শুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইলে পৌঢ়াবস্থায় ভাবভক্তি এবং সুপরিপক্কাবস্থায় প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়। মোহিনী মায়া জীবকুলকে পারমার্থীক থাকিতে দেয় না, পারমার্থিকতা অতীব সুদুর্ল্লভ সম্পত্তি; বহুভাগ্যবান্ জীব ব্যতীত ভগবানের এই অকপট কৃপার দান সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। অনেকে আবার দুর্ভাগ্যবশত: পারমার্থিকতার নামে মায়ার প্ররোচনায় প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তধর্ম্মেই আসক্ত হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুত্রয় এবং তাঁহাদের চরণানু-রাগী নিত্যকিঙ্করগণ কৃপাপূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হইয়া স্মার্ত্তবাদ নিরাসপূর্ব্বক পারমার্থিক সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহাই 'গোস্বামি-মত ও স্মার্ত্ত-মত' পঞ্জিকাতে দেখা যায়। প্রভুত্রয় ও গোস্বামিগণের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই আবার বিশ্বে স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রবল-প্রতাপ পারমার্থিকতাকে

ক্ষীণপ্রভ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন প্রভুপার্ষদ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুই স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রবল স্রোত হইতে বহু কষ্টে ও যত্নে পারমার্থিক-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই স্মার্ত্তবাদ প্রচ্ছন্ন আকারে পারমার্থিক অভিমানিগণের মধ্যে উদর ভরণের ও ইন্দ্রিয়তর্পণের নাট্যরূপে স্থান লাভ করিতেছে। বিভিন্ন ভাবে রঙ ফলাইয়া ব্যবসায়িগণ মন্ত্রব্যবসায়ী, ধর্ম্মব্যবসায়ী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, নাম ও কীর্ত্তনব্যবসায়ী ও ভাগবতব্যবসায়ীরূপে হতভাগ্য জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া একমাত্র সাধুগুরুর কৃপা ও শ্রীভগবৎ কৃপা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

পূর্ব্বে যে বিংশতি প্রকার ঐক্যের বিষয় দেখান হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের মধ্যে বাহ্যত সৌসাদৃশ থাকিলেও উক্ত-প্রকারে সকল গুলিতেই অন্তরনিষ্ঠাগত ভেদ বর্ত্তমান। বৈষ্ণব-গণের সকল অনুশীলনের মধ্যে চিদনুশীলকে লক্ষ্য করে, আর স্মার্ত্তদিগের সমস্ত অনুশীলনই জড়াশ্রিত, অতএব জড়ীয় সাধনদ্বারা জড় বিচার আসক্তি, অভিনিবেশ ও ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কখনও হইতে পারে না। উহা বৈষ্ণবগণের আচরিত পন্থা অর্থাৎ চিদনুশীলন কেবলমাত্র চিদনুশীলনকারী শুদ্ধভক্ত বা প্রকৃত সদ্‌গুরুর কৃপায় সৎশিষ্য মন্ত্র ও নামাদি অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ও অপ্রাকৃত সত্ত্বোপলব্ধিক্রমে শরণাগত, উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল হইয়া লাভ করিতে পারেন। তখন তিনি যাবতীয় প্রাকৃত চিন্তাস্রোত, বিচার বা মনোধর্ম্ম অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞান বা

কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া অধোক্ষজ-ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। পারমার্থিকী দিব্যজ্ঞান লাভ ফলে জীবের সচ্চিদানন্দময়তা উপলব্ধি হয়। অনুসঙ্গফলে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি সহজেই ঘটিয়া থাকে। এই সকল প্রণালী শ্রীভরদ্বাজসংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে একটী নবীন সম্প্রদায় প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ, নাম ও মন্ত্রকে ইতরদেবতার নাম-মন্ত্রের সহিত সমান জ্ঞান করেন। হাটে উপস্থিত হইয়া যেরূপ স্ব-স্বভোগবৃত্তির রুচি অনুসারে কেহ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গঞ্জিকা, মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন; তদ্রূপ শিষ্য গুরুর নিকট হইতে স্ব-স্ব-রুচি অনুযায়ী যে কোন একটী মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। শিষ্য যে মন্ত্রটী ফরমায়েস করিবেন গুরু শিষ্যকে সেই মন্ত্রটী প্রদান করিয়া থাকেন। তাহারা বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে মহামন্ত্র কীর্ত্তন, তুলসীধারণ, তিলকধারণাদি করিলেও মহা-মন্ত্রকে একটী সাধনযন্ত্র মনে করিয়া তাঁহার দ্বারা কিছু কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়া কিছুদিন পরে পরিত্যজ্য বিবেচনা করেন। তাঁহারা শ্রীনামকে উপায় ও উপেয়রূপে জ্ঞাত নহেন 'শ্রীনাম' যে—অপ্রাকৃত-বস্তু তাহার উপলব্ধি বা বিচারও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। অতএব শ্রীনামকে প্রাকৃতজ্ঞানে সাধকের সাহায্যের জন্য কিছু দিন কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়া যখন ব্রহ্মোপলব্ধি হইবে তখন আর ঐ নামের কোন আবশ্যকতা থাকে না। ইত্যাদি অপরাধময়ী চিত্তে কেবল প্রতিষ্ঠাশায় লোক সংগ্রহার্থ শিষ্যের বহির্ম্মুখী

রুচির অনুকূলে তাহার বহির্ম্মুখী মনের তোষণই 'গুরুত্ব' বিচার করিয়া—নিজ স্বার্থসিদ্ধি করেন মাত্র। অন্তরে মায়াবাদ, বাহিরে বৈষ্ণবের বেশ ও আচরণই তাহাদের কপটতা। এই সম্প্রদায়টী কপটতা, পাষণ্ডতা ও অপরাধে পরিপূর্ণ হইয়া জগদ্বঞ্চনা-কার্য্যে পটু।

স্মার্ত্তধর্ম্মের আর একটী আদর্শ—'জৈনমত'। ইহাদের মধ্যে আর্থিক, নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম চরম কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুষ্ক-বৈরাগ্য, কঠোরতা, কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য, ফল্গুত্যাগ, বাহ্য ও অন্তর সর্ব্ববিধ মৈথুন পরিত্যাগ, চিত্তস্থৈর্য্য, ব্রত, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়-বৃত্তি, বিনয়, পবিত্রতা, দীনতা, তৃষ্ণা-ত্যাগ, সত্যকথন, সন্তোষ, দানশীলতা, ক্রোধ-পরিত্যাগ, হাস্য-বর্জ্জন, বিশ্লীলবর্জ্জন, লোভপরিহার, অতিলোলুপত্বনিষেধ; জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা, বিবিধ নীতিকথার-অবতারণা, জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, অতিথিসেবা, পরোপকার, ক্ষমা, অত্যধিক অহিংসা, বীরপূজা, শ্রেষ্ঠের সম্মান, জাতিভেদ-সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক নৈতিক-ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। জৈনশাস্ত্র-গুলিকে প্রাপঞ্চিক অক্ষজজ্ঞানোত্থ সন্নীতির পূর্ণ ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জৈনগণ তীর্থঙ্করাদির পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতিতেও নিরত, কিন্তু এতদূর নৈতিকধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার আদর্শ এই মতে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরম-নৈতিক মতকে 'পাষণ্ডমত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে জৈনধর্ম্মের নিন্দা ও ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের গর্হন বিশেষরূপে

দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম সাধারণ অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায়ে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের প্রতিযোগী-বৌদ্ধ জৈনাদি ধর্ম্মের ন্যায় বিগর্হিত না হইলেও সুতাত্ত্বিক ভাগবতগণের বিচারে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তধর্ম্ম তৎপ্রতিযোগী বৌদ্ধ-জৈনাদি-ধর্ম্মের একটী প্রচ্ছন্ন প্রকার বিশেষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও—"হেনকালে 'পাষণ্ডী হিন্দু' পাঁচ-সাত আইল। আসি কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥" এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তধর্ম্মকে 'পাষণ্ডমত' বলিয়াই প্রচারিত দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে রজকবধ-লীলা, যাজ্ঞিক বিপ্রগণের আদর্শ প্রভৃতি প্রদর্শন-দ্বারা যেরূপ স্মার্ত্তধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিমাঞির সংকীর্ত্তন বা ভাগবতধর্ম্ম-দ্বারা স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম ভগ্ন হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রের ও আচার্য্যগণের উক্তি-দ্বারা উক্ত মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। যদি কোন সারগ্রাহী ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—প্রাপঞ্চিক নৈতিক-ধর্ম্ম পরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেও উহা অধোক্ষজের সেবা বা ভক্তিধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ভাগবতধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হওয়াদূরে থাকুক, বা সাত্ত্বত সিদ্ধান্ত মধ্যে বিচারিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐরূপ নৈতিক বা স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম কখনই ভক্তি-ধর্ম্মের উপায় বা অঙ্গরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। উহাকে 'পাষণ্ডমত' বা দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কেহ কখনও ভাগবত-ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশাধিকারই পাইতে পারে না।

জাতিগোস্বামী-বাদ

গোস্বামী এই পদটীর প্রয়োগ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ব্যবহার পূর্ব্বে বিশেষ বিচার করিয়াই করা হইত। যথার্থ গোস্বামীর লক্ষণ না থাকিলে লোকে যাহাকে তাহাকে গোস্বামী বলিত না। এ কারণে পুরাকালে ইহার প্রয়োগ অধিক দৃষ্ট হইত না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও বহু গোস্বামী ছিলেন না। বৃন্দাবনে ছয় জন গোস্বামী প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল-ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস—ইঁহারা শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীবর্য্যের আনুগত্যে বিরক্ত সন্ন্যাসীর আচার প্রদর্শন করিয়া গোস্বামীর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ শ্রীভূগর্ভ ও শ্রীলোকনাথ প্রভুকেও গোস্বামী বলিতেন। আবার শ্রীরামানন্দ রায় প্রমুখ ভক্তাগ্রগণ্যগণই যথার্থ গোস্বামী। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সেবাপরবুদ্ধি লইয়া সংসারে বিচরণ করেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণ-সেবায় নিরন্তর নিয়োজিত রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হইয়াছিলেন। ইহাই গোস্বামী শব্দের প্রকৃত অর্থ। "ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্ব-প্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।" যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসেবা নিরত, তদতিরিক্ত যাঁহার অন্য চেষ্টা নাই, তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি যে আশ্রমেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তিনি বদ্ধ জীব নহেন। আর যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবায় নিয়োগ করিয়াছেন তিনিই গোস্বামী। গোস্বামী মাত্রেই জীবন্মুক্ত। যেখানে বদ্ধত্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে গোস্বামিত্ব

নাই। গোস্বামীর সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় সংসার বন্ধন নাই। সংসার নাশ না হইলে গোদামী হইতে পারেন না। বিষয়াসক্তি যাহাদের প্রবল তাহারা ইন্দ্রিয়বশ গোস্বাস, অদান্তগো। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ শুদ্ধ মুখ্যভক্তগণই যথার্থ গোস্বামী। গোস্বামী অপ্রাকৃত চিদ্‌গুণগত অধিকার। গোস্বামী কখনও বংশানুক্রমিক জড়ীয় উপাধি বিশেষ নহে। ইহা বংশগত উপাধিতে পরিণত করিলে মহা-অপরাধ ও নিন্দা হয় এবং গোস্বামী শব্দের অপলাপ করার জন্য মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। তাহা লোকবঞ্চনার্থে, সমাজধ্বংসকারী ব্যাপার বিশেষ। বর্ত্তমানে সমাজে শৌক্র বংশগত ভাবে উহার ব্যবহার অবাধে চালাইতেছে। শৌক্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি কতকগুলি বংশে গোস্বামী উপাধি গুণনির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অপ্রাকৃত চিদ্‌গুণ কখন ও প্রাকৃত মায়িক শুক্র শোণিতে প্রবাহিত হয় না। কিন্তু উক্ত গোস্বামী বংশধরগণের প্রায় সকলেরই সংসার প্রবল; স্ত্রী চিন্তা, অর্থচিন্তা, জড় ভোগ চিন্তা, কুটুম্ব চিন্তায় জীবন পাত করিতেছেন, জীবন্মুক্তি কোথায় হইল ? যাঁহারা বৃত্তি লইয়া গুরুগিরি, পাঠকগিরি করিয়া হরিভজনের ভাণ প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহাদেরও অর্থ সংগ্রহ, স্ত্রী-প্রীতি প্রভৃতিই উপাস্যতত্ত্ব, ঐ ভাণ কেবল উপজীব্য ব্যাপার। এরূপ অপরাধময়ী ব্যাপারে গোস্বামীত্ব কখনও থাকিতে পারে না।

আর কয়েকটী ঘৃণিত সমাজেও "গোঁসাই" শব্দের বহুল প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে। বাউল, কর্ত্তাভজা, সাঁই প্রভৃতি

কতকগুলি কদাচার ব্যভিচার-নিরত সম্প্রদায়ে যে গোছগাছ করিয়া একটী আখড়া বাঁধিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোক ও শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহারই খেতাব হইয়া গেল "গোঁসাই"। কোথায় ষড়্‌বেগজয়ী জিতেন্দ্রিয় জীবমুক্ত মহা-পুরুষ, আর কোথায় অবৈধ স্ত্রীসংগ্রহে তৎপর ব্যভিচাররত নরকের কীট। এই উপাধি দেখিয়া অবোধ সরল বিশ্বাসী লোক সব এই সকল ভক্তিবিরোধী গোদাসগণে সহজেই আস্থা স্থাপন করিয়া নিজেদের সমূহ অকল্যাণ আহ্বান করিয়া আনিতেছে। আর যাঁহারা তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া যথার্থ সত্য কথা বুঝাইতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সকল যথার্থ হিতৈষীগণকে শত্রু ভাবিয়া অপরাধ গর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছে। হায়রে নির্ব্বোধ সমাজ! ধূর্ত্তগণের চাতুরী ধরিয়া যথার্থ পরমার্থ পথে চলিতে কবে সমর্থ হইবে? যে দিন সমাজের সকলেই যথার্থ 'গোস্বামী' চিনিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিজ অকল্যাণ মলরাশি বিধৌত করিয়া নির্ম্মল ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই দিনই সমাজের মঙ্গল।

গোস্বামীই প্রথিবীপতি। তিনি জগতের সকল ব্যক্তিরই পূজ্য, সকলেই তাঁহার শিষ্য। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করিয়া তাঁহাদিগকে হরি সেবায় রত করিয়াছেন। তখন তিনি সকলের শাসনভার গ্রহণ করিতে একমাত্র যোগ্য। ছয় বেগ দমন করিয়া তিনিই পৃথিবীর একচ্ছত্র শাস্তা ও গুরু। সেই ছয় বেগ যথা—"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ-বেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স-

শিষ্যাৎ ॥” গোস্বামীর বাক্যবেগ নাই। তিনি মৌনী। হরিকথা ভিন্ন হরিসেবার অনুকূল বাক্যালাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কথায় রুচি নাই, তিনি নিজেও বলেন না, শ্রবণও করেন না। সাধারণ লোকের যেমন গ্রাম্য কথা কহিবার, প্রজল্প করিবার, প্রবৃত্তিই প্রবল, গোস্বামীর চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। যদি কাহারও গোস্বামী সঙ্গের সৌভাগ্যোদয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ইতর কথা শুনিতে হইবে না, কেবল ভগবান্ শ্রীহরিরই নাম রূপ গুণ লীলা কথা শ্রবণ করিতে ক্রমপর্য্যায়ে অধিকার লাভ করিবেন। তখন তাঁহার বাক্যবেগ প্রশমিত হইতে থাকিবে। গোস্বামী মনোবেগের অতীত তত্ত্ব। তিনি শ্রীহরিচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাকে মনে স্থান দেন না। বিষয়চিন্তা তাঁহা হইতে কোটী যোজন দূরে থাকে। স্বীয় ভোগতাৎপর্য্যময় চিন্তাস্রোত তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে পারে না। শ্রীহরিসেবা বিষয়ে চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, অবান্তর চিন্তার স্থল থাকে না। শ্রীভগবান্‌ও ভক্তে অনুরাগ ভিন্ন নশ্বর পার্থিব কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে তাঁহার অনুরাগ বা আসক্তি নাই। গোস্বামীর সঙ্গের ফলে আমাদেরও তাঁহাদেরর উপদেশ শুনিতে শুনিতে মনোব্যাসঙ্গ ছিন্ন হইয়া যায়। আমাদেরও মনোবেগ দান্ত হইবার সুযোগ আসে।

ক্রোধের বেগ গোস্বামীকে স্পর্শ করিতে পারে না। জড়-বিষয়ে আসক্তি হইতেই তাহার বাধাপ্রাপ্তিতে ক্রোধের উদ্রেক হয়। যাঁহার জড়াসক্তি নাই তাঁহার ক্রোধোদয়ের স্থল কোথায়? তবে ভগবান্ ও ভক্তজনের দ্বেষ ও দ্বেষী যেখানে থাকে, সেখানে

উপেক্ষা দ্বারা গোস্বামী ক্রোধকৃপা প্রদর্শন করেন, ইতর জনের ন্যায় ইতর বিষয়ে ক্রোধ নাই। এরূপ অক্রোধ পরমানন্দ গোস্বামীর চরণাশ্রয়ে আমাদেরও ক্রোধ জয়ের আশা আছে।

জিহ্বাবেগ গোস্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জিহ্বালালসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ইতস্ততঃ ধাবমান হ'ন না। জিহ্বাকে তিনি রসাস্বাদের যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রসাদবুদ্ধিতে ভগবদুচ্ছিষ্ট পাইয়া তিনি জিহ্বাদ্বারা কেবল শুদ্ধ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাঁহার জিহ্বার আর কোন কার্য্য নাই। তাঁহার অধরামৃত সেবা করিতে করিতে জিহ্বাবেগ দমন করিতে পারিব।

গোস্বামী উদরবেগের দাস নহেন। তিনি জিহ্বাবেগের দাস হইয়া উদরপূর্ত্তিতে অনুরক্ত নহেন। তিনি যাবন্নির্ব্বাহ মাত্র পরিগ্রহ করেন। তাহার অধিক তিনি গ্রহণ করেন না। উদরসর্ব্ববাদীর উদরসেবা না করিলে উপায় নাই। কিন্তু গোস্বামীর আচরণে এরূপ ভোগপর ব্যাপার নাই। তাঁহার চরণে প্রপত্তি হইতে তাঁহার কৃপায় উদরবেগ দমিত হইবে।

গোস্বামী উপস্থবেগ দমন করিয়াছেন। তিনি নিত্য ভগবদ্দাস জানিয়া পুরুষাভিমান বর্জ্জন করিয়াছেন এবং ভোগ-বুদ্ধিতে স্ত্রী দর্শনে বিরত। অষ্টবিধ মৈথুনচিন্তা তাঁহার মানস মথিত করিতে পারে না। তাঁহার পাদরজে অভিষিক্ত হইতে পারিলে জড়মদন দমন করিয়া অপ্রাকৃত মদন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিয়ত নিয়োজিত হইতে পারিব। ইন্দ্রিয় পরিচালনা

আর আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যের আসন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

গোস্বামী এই ছয় বেগ সহ্য করিয়া দমিত করিতে সমর্থ, তিনি ইহাদের দাস নহেন। এই ছয় বেগ দমন করিয়া নিত্য শ্রীহরিসেবা নিরত থাকাই তাঁহার গোস্বামিত্ব। যেখানে ইহার অন্যথা, সেখানে গোস্বামিত্ব নাই জানিয়া সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে গুরুত্যাগরূপ অপরাধ হইবে না। কারণ তিনি গুরু নহেন। তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধি। ত্যাগ না করিলেই অপরাধ হইবে ও তাঁহাকে গুরু বলিলেও অপরাধ হইবে।

গোস্বামী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে নিজের উপর প্রভুত্ব করিবার অবসর দে'ন না। এক-মূহূর্ত্তও বৃথা ব্যাপারে ব্যয়িত হইবার আশঙ্কা নাই। 'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষিজনে 'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা। 'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা। এই উপদেশ ও শক্তি প্রদান করেন গোস্বামী।

এমন যে গোস্বামী, তাঁহার সমান হইতে চাহেন গুরু ব্যবসায়ী, পাঠোপজীবী শৌক্র গোস্বামিগণ; আর চাহেন যাহার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই এমন সমাজ হত ক্ষুদ্র পাপিষ্ঠ জীবাধম। অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তের মহাগুণকে প্রাকৃত জড় রক্তমাংসের মধ্যে আবদ্ধ করা অত্যন্ত শোচনীয় অপরাধ। ইহার ফল যে কি প্রকার গুরুতর তাহা চিন্তার অতীত।

"ন চ মন্ত্রোপজীবী স্যান্নচাপ্যর্চ্চোপজীবিকঃ। নানিবেদিত-ভোগশ্চ ন চ নিন্দ্যনিবেদক। (নাঃ পঃ রাঃ) অর্থাৎ মন্ত্রপ্রদান

কিম্বা ভগবানের অর্চ্চনাকে উপজীবিকারূপে স্বীকার, অনিবেদিত বস্তুর ভোজন কিম্বা শাস্ত্র-নিন্দিত বস্তুর নিবেদন করিবে না। (নারদ পঞ্চরাত্র)। 'স্বল্পপি হন্তি ভূয়াং সংস্বধর্ম্ম নিন্দিতা ক্রিয়া। দৃষ্টিং কুদৃষ্টির্ভক্তিস্তু দেবতান্তর-সংশ্রয়। (নাঃ পঃ রাঃ) অর্থাৎ অতিঅল্প নিন্দিতক্রিয়া প্রচুর ধর্ম্মনাশক। সামান্য কুদৃষ্টি প্রচুর জ্ঞান ও অত্যল্প অন্যদেবতাশ্রয় গ্রহণেই ভক্তি নষ্ট হয়। শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপদেশে জানা যায় যথা :—"প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃত্তির জন্য ভাগবত পাঠ করিবে না। কোন ক্রমেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন পাঠনকে জীবিকায় পরিণত করিবে না।"

বর্ত্তমানে জাতিগোস্বামী বা গোস্বামী সন্তানগণের মধ্যে শিষ্য-ব্যবসায় তাঁহাদের বংশগত সম্পত্তি ও পেশা হইয়াছে। তাহা আবার ভ্রাতাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় ও তজ্জন্য বিবাদ বিসম্বাদও হয়। গৃহে বিষ্ণুসেবার ছলনা—তাঁহাকে মোটা ধান্য-সমেত চাউল, খেসারীডাল, কুমড়ার ঘ্যাট ভোগ দেওয়া হয় ও নিজেদের জন্য গৃহে পৃথক্‌ভাবে অমেধ্যাদি প্রচুর মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা। তাঁহারা সকল দেবদেবীর পূজা করেন। পঞ্চোপাসক ও স্মার্ত্তসমাজে তাঁহাদের মস্তক বিক্রীত। মন্ত্রব্যবসায়, ভাগবতব্যবসায়, বিগ্রহব্যবসায়, কীর্ত্তনব্যবসায় পূর্ণ-মাত্রায় চালাইয়াও বংশগত গোস্বামী সন্তান জাতি বা গোস্বামীর উদাহরণ বহু বহু পাওয়া যায়। তাহার ফলও বেশ প্রত্যক্ষের বিষয়। ইহা সজ্জনমণ্ডলী মাত্রেই লক্ষ্য করিতেছেন।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়

ইহার প্রবর্ত্তক উড়িষ্যাবাসী শ্রীজগন্নাথ দাস। ইনি

শ্রীমদ্ভাগবত উড়িষ্যা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ৫ অধ্যায় বৃদ্ধি করেন। ইনি নিজেকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র মত প্রচার করেন। ইঁহার সম্প্রদায়ে ইঁহার অনুগতগণ শ্রীহরিনাম গ্রহণকালে বস্ত্রের দ্বারা মুখবন্ধ করিয়া রাখেন এবং অশুচি অবস্থায় জিহ্বা টানিয়া রাখেন, কারণ "শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, শৌচাদি কৃত্যকালে অপবিত্রস্থানে ও কালে যদি জিহ্বা শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত' নামরূপী শ্রীকৃষ্ণকে অপবিত্র স্থানে প্রকাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে অপরাধী হইতে হইবে। একারণ মুখবন্ধ করিয়া হরিনাম করার ব্যবস্থা। ইহারা তারকব্রহ্ম নামের ক্রমভঙ্গ করিয়া "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" আগে বলিয়া পরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥"—বলেন।

ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অপেক্ষা নিজকে অধিকতর শাস্ত্রদর্শী, অধিকতর বিচারক ও অধিকতর সিদ্ধান্তবিদ্ মনে করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রচনা করেন। একারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধদাসগণ ইঁহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিতে ইচ্ছুক নহেন।

তাঁহার স্তাবকগণ তাঁহাকে কখনও ভগবদাবতার কখনও শ্রীরাধিকার অবতার প্রভৃতি কল্পিত মত প্রচার করেন। এজন্য শ্রীগৌরভক্তগণ ইহাদিগকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত ও গুরুলঙ্ঘনকারী বিবেচনায় সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখেন।

একদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগকে

লঙ্ঘন করিয়া দম্ভভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিজকৃত ভাগবত-রচনা, মহামন্ত্রের স্বতন্ত্রমতে গ্রহণ-বিধি ও নিজ-সিদ্ধস্বরূপের কল্পিত পরিচয় প্রদানার্থ শ্রীজগন্নাথ দাস মহাশয় গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে অতিদূরে রাখিবার জন্য বঞ্চনা করিয়া বলেন যে, "দাস মহাশয় আপনার ন্যায় বড় পণ্ডিতের রচিত ভাগবত শুনিবার যোগ্যতা আমার ন্যায় দীনজনের নাই।" শ্রীজগন্নাথ দাস মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ ও নিজেকে শ্রীরাধা বর্ণনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"দাস মহাশয়। আপনি অতি বড় হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের ন্যায় দীন ও সামান্য ব্যক্তির সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।" তাহাতে তাঁহার স্তাবকগণ তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত "অতিবড় গোস্বামী ও অতিবড়" নামে প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণের প্রতি অপরাধের মাত্রা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে অতিবড় অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে বড়, গুরু হইতে বড় বা তাৎপর্য্যান্তরে 'মায়া' বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্রলিপ্সা-বিমোহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে মায়াবাদ, অহংগ্র-হোপাসনা, সহজিয়া, ভক্ত ও ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, কপটতা, দাম্ভিকতা, বঞ্চিত; বঞ্চকত্ব ও স্ত্রীসঙ্গীত্ব ইত্যাদি দোষ প্রবল।

বিষকিশন ইহাদেরই সম্প্রদায় ভুক্ত। শ্রীজগন্নাথ দাস মহাশয় খুব সুকণ্ঠ গীত বিশারদ ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠস্বরে স্ত্রীলোক সহজেই মুগ্ধ হইত; এই সুযোগে ইনি বহু স্ত্রী দ্বারা

নিজাঙ্গ-সেবা করাইতে লাগিলে রাজদ্বারে বিচারার্থ আহূত হইলেন এবং বলিলেন—"আমার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান নাই।" কিন্তু বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কারারুদ্ধ হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—"প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ। দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥" "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৮।২৪)। হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু। 'ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে। 'স্ত্রীগান' বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥ স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা। পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি' চলিলা ॥" প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৩.৮৩-৮৫)।

পুরীর উড়িয়া মঠ ইহাদের রাজপ্রদত্ত সম্পত্তি ছিল। কিন্তু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া গৌরবিরোধী স্বতন্ত্র মত প্রবর্ত্তন করায় গৌরগতপ্রাণ মহারাজ প্রতাপরুদ্র অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসকে রাজপ্রদত্ত স্থান ত্যাগ করিতে বলায় সমুদ্রোপকূলে সাতলহরী মঠ স্থাপন করেন।

অতিবাড়ী জগন্নাথের স্তাবকসম্প্রদায় বাস্তব সত্যস্বরূপের

সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতার জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট জগন্নাথদাসের অষ্টভূজমূর্ত্তি প্রকাশের কথা প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ষড়্ভূজ মূর্ত্তি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর জগন্নাথ দাস মহাশয় তদপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যশালী বলিয়া আরও দুই হস্ত বেশী—অষ্টভূজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বলিয়া প্রকাশ করেন।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলেন যে,—অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মতই প্রচার করেন। ভেদের মধ্যে তিলক ও মহামন্ত্রাদি। কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কোন প্রকার অপসাম্প্রদায়িকতা নাই। বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায় স্বীকার কেবল আম্নায় পারম্পর্য্যাগত বিশুদ্ধ আচার-প্রণালী সংরক্ষণের জন্য। আর অপসাম্প্রদায়িকগণের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মোন্মত্ততা কেবল মনোধর্ম্মময়ী কল্পনা, যথেচ্ছাচারিতা, অদৈবভাব এবং অসদ্‌বিষয়ের গোঁড়ামী সংরক্ষণের জন্য।

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট নামভজন হইতে কোন মত পৃথক্ হইয়া পড়িলে, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে, তাহা ভজনের ছলনায় ভোগ বা মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদ্ভক্তগণ কখনও আপনাদিগকে 'অবতার' বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। "অবতার নাহি কহে— 'আমি অবতার'।"—ইহাই মহাপ্রভুর বাণী।

৩। স্ত্রী-বেশাদি ধারণপূর্ব্বক রমণীসমাজে বিহারাদি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তদ্ভক্তগণের চরিত্রে কিম্বা কোন শুদ্ধবৈষ্ণবগণের চরিত্রে কখনও দৃষ্ট হয় না।উড়িয়া মঠের মহান্ত স্ত্রী-বেশ-ধারণ করিয়া গুণ্ডিচা মার্জ্জন করেন। মঠে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ ও লক্ষ্মীদেবী আছেন।

(১) জগন্নাথদাসের উৎকল ভাষায় ভাগবতের পদ্যানুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে পঞ্চ অধ্যায় বেশী ও বহু মায়াবাদ সিদ্ধান্ত প্রবেশ করিয়াছে। (২) ষোল চৌপদী, (৩) শৈবাগম ভাগবত, (৪) গুণ্ডিচা বিজে, (৫) সৎসঙ্গবর্ণন, (৬) গোলোক সারোদ্ধার—এই কয়েকটী উড়িয্যা ভাষায় লিখিত পুস্তক জগন্নাথদাসের রচিত বলিয়া অতিবাড়ীগণ বলিয়া থাকেন।

চূড়াধারী-সম্প্রদায়

ইহারা নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মত মস্তকে ময়ূরপূচ্ছের চূড়াধারণ করিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া থাকেন। ইহা কোন শাস্ত্র বা মহাজন অনুমোদিত সম্প্রদায় নহে। প্রাকৃত সহজিয়া ও অহংগ্রহোপাসনরই রূপান্তর।

গৌরনাগরী-মত

শ্রীগৌরসুন্দর পরমেশ্বর তত্ত্ব এবং চিন্ময় মাধুর্য্য-বিগ্রহ। নদীয়া নাগরীভাবে তাঁহার মাধুর্য্যের অপব্যবহার ও বিকৃত করা হয়। ইহা কুদর্শন, রূপানুগ বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিরোধী। স্বরূপশক্তিময় নিত্যলীলাধাম শ্রীনবদ্বীপে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের

যে যে লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাগরীভাবের কুদর্শন শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী। শ্রীরূপানুগগণের দর্শনে শ্রীরাধা-গোবিন্দ মিলিততনুই শ্রীগৌরসুন্দর। যে লীলায় শ্রীরাধিকার হৃদ্গতভাব গৃহীত হইয়াছে, সেই হৃদ্গতভাবে সংকীর্ত্তনে যোগদান ও নৃত্যগীতাদিময় শ্রীবাসঅঙ্গনেই রাসস্থলীর লীলা-বৈচিত্র্য অবস্থিত। সে স্থলে কল্পিতা 'কাঞ্চনা' প্রভৃতি নাগরীর অধিকার নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ঈশ্বরীভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় লীলান্তর-প্রাকট্যে ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বতোভাবে উন্মত্ত। কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নদীয়ানাগরী ভাবে নাগর-গৌরাঙ্গ সেবায় সুষ্ঠুদর্শনে রসময়ের ব্রজভাবসেবাই লক্ষিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর রস আশ্রয়জাতীয় বিচারে অধিষ্ঠিত। বিষয়জাতীয় বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিলে "রাধাভাব সুবলিত"—এইরূপ কথিত হইত না; 'কৃষ্ণভাব-সুবলিত'—এইরূপ উল্লেখ থাকিত। শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলায় দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার কৃষ্ণলীলায় ভাব-বিশৃঙ্খলা পোষণ করা সত্যপুষ্ট নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর নাগরিদিগের সহিত অবৈধ ভাবযুক্ত হইলেই যে, তিনি 'সর্ব্বরস' হইবেন এবং রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু থাকিলে তিনি 'অসর্ব্বরস' হইবেন,—ইহা অরসজ্ঞেরই কথা। শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলায় সর্ব্বরসের পরিপূর্ণতা আছে বলিয়া, রসাভাস বা রসদৃষ্টিকে সর্ব্বরসত্বে সংস্থাপন করা রস-বিরোধ মাত্র। লীলা-বিপর্য্যয় কখনও ভক্তি নহে। রুক্মিণী, সীতা প্রভৃতি—শক্তিতত্ত্ব; সকলেই গোপীর আনুগত্য প্রার্থী। কেহই প্রধানা গোপী নহেন অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মধুর রসাশ্রিত নহেন। ঐশ্বর্য্য-

বিধি, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম প্রভৃতি যেখানে প্রবল, সেস্থলে, মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশাভাব। শ্রীগৌরসুন্দরের পারমৈশ্বর্য্যের অধীনে ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে লীলা-প্রকট-কালীন শ্রীবাসাদির পত্নীগণ প্রিয়াজীর কৈঙ্কর্য্যে অবস্থিতা ছিলেন। আধ্যক্ষিক মূঢ়গণ কাঞ্চনাদিকে অগ্রমুখিনী করাইয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস্য হইতে বঞ্চিত করাইতে পারে না। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মহামহেশ্বরী সূত্রে প্রিয়াজীর দাস্যে যে সকল পুরুষভৃত্য সংকীর্ত্তনের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসঙ্গিনীস্বরূপা হইয়া বার্ষভানবীর এবং তদীয় অনুচরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি প্রচুর গৌরব সেবোন্মুখ ছিলেন। শ্রীগৌরলীলা-প্রকটকালে যে সকল ভক্তপত্নীগণ, ভক্তমাতৃগণ, ভক্তসেবিকাগণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুই প্রকারে দাস্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু যাঁহারা নদীয়ানগরী ভাবের প্রশ্রয় দেন, তাহাদিগকে অনর্থযুক্ত সম্ভোগ-বাদী ও মায়াবাদী জ্ঞানে বর্জ্জন করাই শুদ্ধ ভক্তের বিচার।

জড় স্ত্রী-ভাবে ভাবিত থাকিয়া অথবা জড়পুরুষ-বুদ্ধিসহ সেবিকাভিমানে ভগবদ্‌বল্লভাগণের অঙ্গসেবা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। জড়পুরুষ-ভাবে অসম্ভব হইলেও অপ্রাকৃত স্ত্রী-ভাব-ভাবিত গোপ্যনুগত সিদ্ধস্বরূপে শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিগণ ভাগবদ্‌বল্লভাবর্গের সর্ব্বতোভাবে চিদঙ্গ সেবা করিয়া শ্রীগৌরানু-গত্য করিয়াছেন। কর্ম্মী, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী নাগরী-সজ্জায় যাহা অসম্ভব জ্ঞান করেন, গৌরপার্ষদবর্গের উদ্বুদ্ধস্বরূপে তাদৃশ সেবা সম্ভব, ইহাই শ্রীরূপানুগগণের সাক্ষাদনুভূতি। শ্রীরূপানুগ

গৌরভক্তগণের রাগাত্মিকা ব্রজদেবীর অভিমান নাই, পরন্তু তাঁহারা রাগানুগাভিমানী। তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া নিত্যকাল হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন। উহা অনাত্ম-প্রতীতিগত মানসিকভাব অথবা জড়-রাজ্যের অচিদভিমানগ্রস্ত বদ্ধজীব-শরীর-সম্পর্কিত নহে। গৌরভক্তগণের জননী, পত্নী, ভগিনী, ঊঢ়া, অনূঢ়া কণ্যাগণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্নানাদির কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন, করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। পারকীয় ব্রজরমণীগণ যাঁহা-দিগকে "নাগরী" বলা হয়, তাঁহারা যেরূপ ভাবে শ্রীবার্ষভানবীর আদেশানুসারে হরিসেবা করিতে সমর্থ, এবং তাঁহাদের স্বরূপগত পারকীয়ভাবে যেরূপ যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা মহা-মহেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুগত পরিচারিকাগণের কোনও দিন থাকিতে পারে না। যিনি 'থাকিতে পারে' বলিবেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-সঙ্গিনীগণকে শাস্ত্রবিরোধিনী, মর্য্যাদালঙ্ঘিনী, কুব্জা-নুগতা, সমঞ্জসা-রতিবশবর্ত্তিনী, পতিতা রমণীরূপে কলঙ্কিতা করিবেন। সেরূপ লীলা—গৌরলীলা নহে। গৌর কখনও নাগর নহেন। যাহারা পারকীয় নদীয়া-নাগরের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্মিলনাকাঙ্ক্ষিণী, তাহাদের রুচি অপ্রশংসনীয়। উজ্জ্বল-নীলমণি-প্রমুখ গ্রন্থে ব্রজনাগরীগণের চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের তাদৃশ লীলা-সাঙ্কর্য্যের অনুমোদন কেহ করেন নাই। যাঁহারা তৎপ্রয়াসী তাঁহারা মহাজন নহেন—মহাজন বিরোধী। গৌরনাগরীবাদের খণ্ডন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ আছে ঃ—"সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন

দৃষ্টি-কোণে। 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণেও না করিলা বিদিতসংসারে। অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥" গৌরনাগরী মতবাদ,—মায়াবাদ, অহংগ্রহোপাসনা, কামুকতা, প্রাকৃতসহজিয়া প্রভৃতির মিশ্রণে একপ্রকার অপরাধময়ী অজ্ঞগণের চিত্তবৃত্তিগত ভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। গৌরনাগরী-মতবাদ গোস্বামী-মত-বিরোধী ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরোধী শাক্তেয় মতবাদ মাত্র।

অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায়

(প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের হরিকথা অবলম্বনে লিখিত।)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে—অত্যন্ত অপরাধে যাহাদের কোনও প্রতিকার হইবে না, তাহাদের বিষয়—"জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ।" অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ, তাহারাও মহতের অনুগ্রাহ্য—"কিন্তু জ্ঞানলেশ-লাভেই উদ্ধত দাম্ভিক ব্যক্তিগণ অচিকিৎস্যত্ব-হেতু উপেক্ষার পাত্র"—বলিয়াছেন। যাহারা সৎসম্প্রদায়ের সন্ধান লাভ করিয়া অল্প কিছু শুনিয়া বা পড়িয়া জন্মৈশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও ধনমদে মত্ত হইয়া গুরুপাদপদ্ম ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ-হেতু হৃদয় বজ্রসার হইতেও কঠিন হওয়ায় শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের কথা গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছেন। গুরুবর্গের বাহ্য অনুকরণ করিতে যাইয়া অধিকতর দৌরাত্ম্যময় অপরাধে পতিত হ'ন। তাহাদের উদ্ধারের ও মঙ্গলের উপায় না থাকায় কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের

জন্য পরম কারুণিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই অপরাধীগণের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সঙ্গত্যাগের জন্য নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন।

তাঁহারা মহাশক্তিশালী স্বরূপশক্তি প্রকটিত কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণার্থে গুরুবর্গ যে সকল আচরণ করেন, তাহার গূঢ় রহস্য ও স্বরূপ শক্তির আবেশ উপলব্ধি করিতে ও বুঝিতে পারেন না। নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও বহিরঙ্গা মায়ার ক্রীড়ানটত্বে অজ্ঞতা হেতু নিজকে সেই প্রকার শক্তিশালী মনে করেন। তাঁহাদের বাহ্য আচরণ গুলির অনুকরণ করিয়া জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-শূকরীবিষ্ঠা ভোজনার্থে উন্মত্ত হন। তৎফলে গুর্ব্বভিমান প্রবল হইয়া গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া বহুশিষ্য ও মহারম্ভাদির কার্য্যে ব্যস্ত হন। শ্রীরূপানুগ-মহৎগণের হরিকীর্ত্তনোদ্দেশ্যে কৃত ভক্ত্যঙ্গগুলি কর্ম্মফলোদ্দেশ্যে আবশ্যক অনুযায়ী অসিদ্ধান্তময়ী হরিকথা ছলনায় উপজীবিকাকারে গ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা আত্ম-পরবঞ্চনায় বহু অজ্ঞ-জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে করিতে অক্ষয় কালের জন্য ঘোর যন্ত্রণাময় নরকে গমন করেন। তখন মায়াদেবী নিজকার্য্য-সাধক সেই নাম-বৈষ্ণবাপরাধীকে তাহার উক্ত কার্য্যের সহায়ক জানিয়া, প্রচুর পরিমাণে অর্থ, শিষ্য, সম্পত্তি, দ্রব্য, জড়বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠাদি সম্ভার যোগাইয়া সহায়তা করেন। কিন্তু উক্ত অচিকিৎস্য অপরাধীর অপরাধ ফলে বুদ্ধিবৃত্তি আবৃত ও মুগ্ধ হওয়ায় তাহা ভক্তির ফল (?) মনে করিয়া প্রবল উদ্যমে সেই সম্ভারদ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের ছলে নিজেন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত হ'ন। ধূর্ত্ত, শঠ ও কপট সেই অপরাধী বাহিরে গুরুবর্গের জয়গান, পূজার সৌষ্ঠব-

ছলনা, বৈষ্ণব-সেবার ছলনা, ভাগবতাদি ব্যাখ্যায় জড়পাণ্ডিত্যের ছলনা, বিপুল সংকীর্ত্তনের কোলাহল, উৎসব, সভাসমিতির বাহ্য অনুষ্ঠানদ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের পরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা নিজের জড়ৈশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। নিজ বহির্ম্মুখী বৃত্তিতে জড়জগতের বস্তু সংগ্রহ করিতে যাইয়া নিজেকে অভাবগ্রস্ত মনে করেন। তখন ভগবদ্ভক্তিতে অশ্রদ্ধালু হইয়া বহির্ম্মুখ প্রবল লোকের নিকট হইতে নিজ অভাব পূরনার্থে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে অবজ্ঞা করিয়া অধিকতর অপরাধে নিমগ্ন হইতে থাকেন। তাঁহাদের বাহিরে গুরুবর্গের বাহ্য আচরণের অনুকরণ-কার্য্য 'ভেংচান'তে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহাদের নিজ কার্য্যের সহায়কারী মোসাহেব ও শিষ্যগণকে অধিকতর বিশ্বস্ত জ্ঞানে সম্মানাদি প্রদানে বশীভূত করিবার যত্ন বলবতী হয়। বহু হতভাগা দুর্ব্বল অপরাধী জীব তাঁহার উক্ত কার্য্যের সহায়তা করিয়া তৎসহ অক্ষয় কালের জন্য নরক বাসের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযমরাজ তাঁহাদিগকে স্থায়ী বাসোপযোগী নরকের ব্যবস্থা করিয়া প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধারোপযোগী কোনপ্রকার আদেশ বা ব্যবস্থা তাঁহার উপর বিধান না থাকায় তিনি পরদুঃখ-দুঃখী ও সংশোধক-আচার্য্য হইলেও তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া উদাসীন থাকেন। কোন নিষ্কপট বন্ধু তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। কারণ বহিরঙ্গা মায়াকৃত স্বভাবত দম্ভ ও মাৎসর্য্য তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া নিজেকে শুদ্ধসাধু ও সিদ্ধান্তবিৎ বড় আচার্য্য বলিয়া মুগ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে। তাঁহারা অন্তরে গুরুভোগী, নামভোগী ধামভোগী হইয়া ব'হ্য অনুষ্ঠানে গুরুবর্গের অনুকরণ করেন। কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয় তর্পণপর কনক-কামিণীও প্রতিষ্ঠাশায় পরিপূর্ণ। অনুকরণ কার্য্যটি বহিরঙ্গা জড় মায়াকৃত। আর অনুসরণ কার্য্যটী স্বরূপশক্তি প্রকটিত হলাদিনীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণময়ী পরমবিশুদ্ধা ও আনন্দময়ী বৃত্তিবিশেষ—সাক্ষাৎ ভক্তি। ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সেই মায়ামুগ্ধ, পতিত, বদ্ধ, অপরাধী বুঝিতে না পারিয়া বাহ্য অনুকরণকেই অনুসরণ মনে করিয়া ভ্রান্ত হ'ন।

গুরুভোগী নিজেকে বাহ্যতঃ শ্রীগুরুদেবের অনুগত ও প্রিয়তম বলিয়া জাহির করিতে গিয়া—জয়গান, পূজা, অর্চ্চনা, প্রতিমূর্ত্তি সুসজ্জিত করণাদি সকলই বেশ সুষ্ঠুভাবেই করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া জাহির করিবার উদ্দেশ্যেই কৃত হয়। তদ্দ্বারা অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও লোকসংগ্রহ কার্য্যই করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য অনুষ্ঠিত হয় না।

পণ্ডিতগণ নামাপরাধীর প্রকোপ তারতম্যানুসারে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম প্রকারের নামাপরাধী—শ্রীনামভজনে ও নামের শক্তিতে অবিশ্বাসী। তাহারা নামাপরাধ স্বীকারই করিতে চাহে না। দাম্ভিক হইয়া নিজ জড়ীয় যোগ্যতার উপর দৃঢ় ভরসা রাখিয়া মায়াকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও শ্রী-র অভিমানে মত্ত হইয়া 'অপ্রাকৃত একমাত্র সর্ব্বফল প্রদানে সক্ষম চিদনুশীলন যে নাম ভজন' তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারে না। শ্রীনাম প্রভুর অসীম অসমোর্দ্ধ শক্তিকে অপরাধফলে বিশ্বাসহীন

হওয়ায় নাম ভজনে অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া জড়ীয় মায়িক-স্থূল-সূক্ষ্ম-সাধনে আগ্রহবিশিষ্ট হয়। তৎফলে স্বভাবতঃই নামাপরাধে অধিকতর মগ্ন হইয়া শেষে জ্ঞানলব-দুর্বিবদগ্ধাত্ত্বচিকিৎস্য হয়। নাম ভজন করিতে হইলে 'শ্রীগুরু-কৃপা ও সাধুসঙ্গের একমাত্র অত্যাবশ্যকতা' জ্ঞান হারাইয়া জড়ীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের উপর অধিক আস্থাবিশিষ্ট হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে জড়ীয় জ্ঞান ও যোগ্যতার অধীন বিবেচনা করিয়া তদ্দ্বারা মাপিতে গিয়া সাধু-নিন্দারূপ অপরাধের প্রবল প্রতাপের প্রভাব লাভ করে। শ্রীগুরুকে অপ্রাকৃত চিদনুশীনকারী শিক্ষক না জানিয়া নিজের মনের ছাঁচে গড়িতে ও মাপিতে গিয়া গুর্ববজ্ঞার প্রবল প্রতাপের প্রভাবে অভিভূত হয়। নামভজন-শিক্ষা-প্রবর্ত্তক-শাস্ত্রকে অপ্রাকৃত সম্বিচ্ছক্তির প্রকাশক শব্দব্রহ্মময় শাস্ত্র জ্ঞান করিতে না পারিয়া নিজ জড়ীয় বিদ্যার দ্বারা বুঝিতে গিয়া সেই অপ্রাকৃত শাস্ত্রকে জড়ীয় জ্ঞানের অধীন মনে করিয়া নিজ ক্ষুদ্রজ্ঞান-লবাদ্বারা দুর্বিবদগ্ধতা হেতু শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগতির বিপর্য্যায় করিয়া শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দার প্রবল প্রতাপের ফল লাভ করে। নাম-ভজনের সর্ব্ব-শুভ-ফল-দাতৃত্ব শক্তিতে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া প্রত্যক্ষবাদের বিচার প্রবল জ্ঞান করিয়া নাম ভজনে রুচিহীন হইয়া তদিতর উপায়ে অধিক আস্থাশীল হইয়া অন্য সাত্ত্বিকাদি মায়িকবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তৎসাধনে তৎপর হয়। তাহাতে নামে অর্থবাদ-রূপ অপরাধের প্রবল প্রতাপে পতিত হয়। নামকে জড়ীয় সাধন-জ্ঞান করিয়া একমাত্র চিদনুশীলন যে নামভজন, তাঁহার

অপ্রতিহতা ও আসমোর্দ্ধ প্রভাবমাহাত্ম্যকে 'অতিস্তুতি' জ্ঞান করিয়া জ্ঞানলবদুর্বিবদগ্ধ প্রবল নামাপরাধের ফলস্বরূপ নামে বিশ্বাসহীন হইয়া যায়। তৎফলে নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হইতে না পারিয়া 'নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে রুচিহীনতা'-রূপ নামাপরাধের প্রবল প্রতাপান্বিত ফল লাভে নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করে। 'দান-পুণ্যাদির ন্যায় নাম-ভজনও একপ্রকার সাধন' তাহা নিজ জ্ঞানলবদুর্বিবদগ্ধ-বিচারে বুঝিয়া নাম ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও একমাত্র মঙ্গলোপায় বিশ্বাস লাভে বঞ্চিত হইয়া অপরাধের প্রবল প্রতাপে অন্য মায়িক সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করে। যদিও অন্য সাধন সাম্যে (জড়ীয়) নাম ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই নামের সর্ব্বপাপ ক্ষয় ও সর্ব্বদোষ শোধকতা শক্তির ভরসায় নিজ দুষ্ট-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অধিকতর পাপকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। সেই দৌরাত্ম্যফলে 'নামবলে পাপবুদ্ধি-রূপ' অপরাধের প্রবল প্রতাপে বহু যমের শাসনেও শুদ্ধ না হইয়া অচিকিৎস্য হইয়া অক্ষয় কালের জন্য যন্ত্রনাময় নরকে পতিত হইয়া তথায় কষ্টভোগ করিতে থাকে ; তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় থাকে না। নিজ জড়ীয় ক্ষুদ্রজ্ঞানে দাম্ভিক ব্যক্তি নাম ভজনের বিরোধী অপরাধ সকলের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নাম ভজনে উদাসীন হয়। তাহা 'দৌরাত্ম্যময়' হইয়া উদাসীনতা প্রযুক্ত নাম গ্রহনের ছলনা করিয়া বিষয়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। শেষে নাম ভজনের গুরুত্ব ও নামাপরাধীর অপরাধের প্রবল অনিষ্টকারিতাকে নিজ অপরাধ

ফলে ঔচ্ছিল্য বশতঃ নিজ জড়েন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে উন্মাদ হইয়া নিজে নামদাতার অভিমানে অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে ধন, জন ও প্রতিষ্ঠাশায় শিষ্য করিয়া নামাপরাধ প্রদান পূর্ব্বক সেই অশ্রদ্ধালুর পাপ সহ নিজ অপরাধ ফলে অনন্তকালের জন্য উভয়ে নরক বিশেষে পতিত হয়। দৌরাত্ম্যপরায়ণ জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধ নিজে জড়ীয় জ্ঞানে কিছু নিজ দৌরাত্ম্য পোষণকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে স্থাপন করিতে যে শাস্ত্র চর্চ্চার ছলনা করে, তাহা প্রকৃত সাধুর নিকট শাস্ত্রাধ্যায়ণ না করাতে সেই দাম্ভিক সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য অবগত হইতে না পারিয়া শিবাদি দেবতার পৃথক বা বিষ্ণুর সমান ঈশ্বরত্ব জ্ঞানে অপরাধ করে। শ্রীবিষ্ণুই যে সকল শক্তি ও নামের আদি ও সর্ব্বস্ব, তাঁহা হইতে তাঁহার প্রদত্ত তাঁহারই শক্তিসমন্বিত ও নাম প্রাপ্ত হয়; এ সকল সৎসিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া জড়ীয় প্রবচন, মেধা ও বহু শাস্ত্রজ্ঞানের দম্ভে প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধসিদ্ধান্তে অপরাধের প্রবলতা লাভ করিয়া অনন্ত কালের জন্য নরক যন্ত্রণা—শ্রবণকারীসহ ভোগ করে। উক্ত নামাপরাধী আপাততঃ মায়ার বঞ্চনাময়ী প্রতিভায়, ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া পরিণামে অক্ষয় কালের জন্য উদ্ধারোপায় বর্জ্জিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগের পথ প্রশস্ত করিতে থাকে। মায়া-প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া গুরুর আসন অধিকার করিয়া তদনুকরণ বাহ্য ব্যবহারাদি করিতে থাকে।

যে গুরুতত্ত্ব ষট্‌তত্ত্বে বিলাসকারী স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন তত্ত্ব ; যে গুরুতত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত ভক্তাখ্য ও ভক্তশক্তি

অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ ; যে গুরুতত্ত্ব 'ব্রহ্মা-শিবাদি এমন কি শ্রীউদ্ধবও যাঁহাদের পদরেণু আকাঙ্ক্ষা করেন' ; যে গুরুর পিছনে শ্রীভগবান্ সতত ভ্রমণ করেন,—তাঁহাদের পদরেণু পাইবার আশায়, সেই অসমোর্দ্ধ প্রত্যেকেরই ভাববৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতা অন্যের অনুকরণীয় নহে। যে কারণ সকল গুরুবর্গই অন্য গুরুর অনুকরণ না করিয়া প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দৈন্য ভরে নিজে হীন অভিমানে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ ও বাহ্যাচরণ করিয়া থাকেন সেই গৌড়ীয়-গুরুগণ কখনও নিজে গুরু অভিমান করেন না। নিজে প্রচারক ও কীর্ত্তনকারী অভিমান করেন না। তাঁহাদের লঘুদর্শন না থাকায় সর্ব্বত্র গুরুদর্শন করেন এবং নিজেকে তাঁহাদের আনুগত্যকারী ও অনুশীলনকারী জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। অনুশীলন কার্য্যটী অপ্রাকৃত ভাবময় আনুগত্য। অনুকরণ কার্য্যটী মায়িক বাহ্য ও অপরাধময়ী। অনুকরণ কার্য্যটী 'বান্দরামি' উহা অতি জঘন্য ও অশ্লীল। বানরগণ অনুকরণ প্রিয়। অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যময় শ্রীগুরুবর্গের প্রত্যেকেরই ভাব ও আচরণ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। অন্যে তাহার অনুকরণ করিতে গেলে তাঁহাকে সে আসন থেকে নামিয়ে দিতে হয়, না হয় তাঁহার উপর চড়িয়া বসিতে হয়। তাহা অত্যন্ত অপরাধময়ী ও অহংগ্রহোপাসনা। তাহা বৈষ্ণবের অত্যন্ত ঘৃণ্য ও বিরুদ্ধ। 'অনুসরণ' কার্য্যটী—অন্যরূপ। কি কি ভাবে সেব্যের সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম 'অনুসরণ'।

স্বরূপার্থহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, মায়া কবলিত

ক্ষুদ্র জীবকীট, যাহারা একচড়ে মরে' যায়, তমোগুণময়, দম্ভও মাৎসর্য্যপর, পরহিংসারত, এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য না করিতে পারে, এমত ধর্ম্মধ্বজী ঘৃণিত চিত্ত-বৃত্তিযুক্ত জীবাধম উক্ত অপ্রাকৃত সর্ব্বসদ্গুণৈকনিলয় সর্ব্বারাধ্য গৌড়ীয়-গুরুর অনুকরণ করিতে, তাঁহার আসন গ্রহণ করিতে যাওয়া কত বড় ধৃষ্টতা, পাষণ্ডতা ও হাস্যাস্পদ ব্যাপার! বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয় পূর্ব্বজন্মে পরাবস্থ স্বরূপ পরমব্রহ্ম, শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া জগতের মহৈশ্বর্য্য ও শ্রেষ্ঠ রাজপদ লাভ করিয়াও মহাশক্তিশালী ও সমৃদ্ধমান হইয়া যখন নিজের অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধ ও দম্ভে প্রমত্ত হইয়া মোমের দুই হস্ত ধারণ করতঃ দূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সভায় সংবাদ পাঠাইলেন যে, "চেদিরাজ চতুঃহস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাসুদেব নাম গ্রহণে কৃষ্ণের সমকক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহেন।" এই প্রলাপময় অহংগ্রহোপাসকের বাক্যে তৎকালে সেই শ্রীকৃষ্ণের সভায় সকল সভাসদ্ উচ্চহাস্য করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। আর এই প্রকার ক্ষুদ্র জীবাধমের এই প্রকার প্রলাপময় ব্যবহার কিরূপ উপহাসাস্পদ তাহা সহজেই সুধীগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই প্রকার মায়াবাদী, অহংগ্রহোপাসক, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাদি বহু দোষদুষ্ট ধর্ম্মধ্বজীগণ যে কতটা লোকবঞ্চক ও আত্মবঞ্চক, কপটী ও অপরাধী তাহা সহজেই অনুমেয়। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বহিরঙ্গা মায়ার জীবমোহন কার্য্যে এত বড় সহায়ককে মায়াদেবী চিরকাল তাঁহার স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে আটক রাখেন। এবং

নিজ প্রভুকে ভোগকারী, নাম-ভোগকারী, বৈষ্ণব-ভোগকারী, ধাম-ভোগকারী, কীর্ত্তন-ভোগকারী প্রভৃতি প্রভুর নিজস্ব বস্তু ভোগকারীর প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাহারা নিজকার্য্যের সাহায্যকারী হইলেও তাহার পারিতোষিকের পরিবর্ত্তে নিত্যকাল দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই হইল প্রথম প্রকারের দৌরাত্ম্যময়ী নামভোগী ও নামাপরাধী। দৌরাত্ম্য না থাকিলে, এঁচোড়েপাকাম-গিরি না করিলে মহাকৃপাময় নাম-প্রভু অযোগ্য মহাপতিত ও মহাপাতকীর দুঃখ দর্শনে কৃপা করেন। যেমন মূষিক ইত্যাদির, মদিরা-পানে উন্মত্ত কোকিল ও মানার দৌরাত্ম্য না থাকায় অজ্ঞ পতিতকেও দীপদান ও পরিক্রমার ফলস্বরূপ উত্তমগতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা করুণাময়ের করুণারই পরিচয়। তাহারা কিন্তু দৌরাত্ম্যরূপ অপরাধ না থাকায় উক্ত কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রকার নামাপরাধী অজ্ঞ। সুকৃতির অভাবে, সাধু-সঙ্গ ও কৃপা সুষ্ঠুভাবে লাভ করিতে না পারায় অজ্ঞতা প্রযুক্ত দেহ, দ্রবিণ, লোভ, জনতা ও পাষণ্ডতা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু উপরোক্ত দৌরাত্ম্য না থাকায় শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে বিলম্ব হইলেও ধৈর্য্য সহকারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলে আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগের ন্যায় বিলম্বে শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় প্রকার নামাপরাধী—দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সাধুসঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে না করায় সাধুসঙ্গে বল লাভ করিতে পারিতেছে

না। তাহাদের দৌরাত্ম্য বা অজ্ঞতা নাই। অনুপায় হইয়া অন্য আশ্রয়ের যে পরিমাণে অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া শরণাগত হওতঃ শ্রীনামপ্রভুর শরণাগত হইয়া সাধুসঙ্গ করিবেন, সাধুসঙ্গের কৃপায় ও শরণাগতির প্রভাবে আত্মবল যত প্রকাশ পাইবে ততই কর্ম্মপ্রসূত ভাগ্যের ক্ষয় হইতে থাকিবে এবং সাধুর ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ তাঁহাদের হইবেই হইবে। যতক্ষণসাধুসঙ্গবলক্রমে কর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ না হয়, ততক্ষণ 'শ্রদ্ধা' হয় নাই। 'শ্রদ্ধা' যতদিন হয় নাই, ততদিন সদুপদেশলাভের ও সাধু সঙ্গের যোগ্যতা না হওয়ায় নামাপরাধ কাটে নাই। অতএব চিদনুশীলন হইতে পারিতেছে না।

শ্রীনাম-সেবার অনুকরণকারী জ্ঞানলব-দুর্বিবদগ্ধ বাহিরে নামভজনের ছলনা দেখাইয়া শ্রীনামপ্রভুকে নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ কার্য্যে উপজীব্য করিয়া নিজ দাস্যে নিযুক্ত-রূপ ঘোর অপরাধ বরণ করেন। তখন শ্রীনামপ্রভু তাহার বুদ্ধি অপহরণ করতঃ মায়ার প্রকোপে পাতিত করিয়া অধিকতর নামাপরাধ কার্য্যে উৎসাহী করেন। নিজহিতকারী নামভজনকারী সাধুকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক নিজে অধিক নামভজন-কারী অভিমানে প্রমত্ত হন এবং শিষ্যগণকেও সেই নামাপরাধ প্রদান করিয়া মহাঅপরাধের কার্য্যের সহায়ক করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

শ্রীধাম ও তীর্থ ভোগী :—জ্ঞানলব-দুর্বিবদগ্ধ শ্রীধাম সেবার ছলনা করিয়া শ্রীধামের উন্নতি সাধন করিবার প্রবল প্রচেষ্টা দেখাইয়া নিজেকে বড় ধাম-সেবক ও শুদ্ধভক্ত বলিয়

জাহির করতঃ নিজ প্রতিষ্ঠার্জ্জন কার্য্যে শ্রীধামকে উপজীব্যরূপে নিযুক্ত করেন। তদ্দারা নিজ প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জ্জনের পণ্য-দ্রব্যরূপে নিযুক্ত করিয়া মহাধামাপরাধে উন্মত্ত হন। তখন মায়াদেবী নিজপ্রভুর আলয়কে সুদৃঢ়রূপে উক্ত ধাম দৌরাত্ম্য-কারী ও ধামভোগকারীর হস্ত হইতে রক্ষা কর্য্যে দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত রাখেন। তীর্থকেও নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়া নানাপ্রকার বাগ্‌জাল বিস্তার ও বিজ্ঞাপন প্রচার-দ্বারা অর্থোপার্জ্জন (ব্যবসায়)-এর পণ্য-দ্রব্যরূপে ব্যবহার করিয়া তীর্থ ভ্রমণ পিপাসা চরিতার্থতারূপ ভোগ ও উপজীব্যরূপে তীর্থভোগরূপ অপরাধ বরণ করিয়া অক্ষয়কালের জন্য নিরয়গমনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেন। প্রচার করেন যে, উক্ত অর্থের দ্বারা শ্রীভগবৎসেবা করিব। কোথায় ভগবৎ সেবা আর কোথায় প্রতিষ্ঠা-রূপ শূকরের বিষ্ঠা-ভোজনকারীর ভোগ! অবশ্য শুদ্ধভক্তের সকল কার্য্যই হরিসেবাময়ার। আনুকরণিক জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধের সকল কার্য্যই আত্ম-পর-বঞ্চনাময়ী মায়িক আবরণীবৃত্তির প্রকাশ।

শিষ্যভোগী :—জ্ঞান-লব দুর্ব্বিদগ্ধ-লঘুদর্শনে প্রমত্ত হইয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ও ব্যক্তি নিজের ভোগের উপকরণ জ্ঞানে ভোগ করিতে গিয়া তাহাদের অধীন হইয়া পড়েন। তখন শিষ্যকে ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে নিজ ভোগের সহায়ক-রূপে নিযুক্ত করেন। সেই হতভাগা শিষ্যাভিমানীও তাহার বঞ্চনা বুঝিতে না পারিয়া তাহার সহায়তা করিয়া উভয়েই নরকগমনে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা

নিজ বঞ্চকগুরুর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া অন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করে। বৈষ্ণবের গভীর উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে না পারিয়া বঞ্চক গুরুর পরামর্শ ও নিন্দা শ্রবণে বিশেষ সুখভোগ করে ও সমালোচনায় কণ্ডুয়ন সুখভোগ করিয়া নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করে। কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবের বাহ্যাড়ম্বরহীন দৈন্যময়ী ব্যবহারের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐশ্বর্য্য-বিদ্যাদির অভাবে হীন বৈষ্ণব মনে করিয়া তাঁহাকে অপমান ও শাসন বাক্যাদির দ্বারা উপদেশ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার বাহিরে কপটতাময়ী দৈন্য ব্যবহার এবং কখনও আবরণ দিয়া নিজেকে সাফাই রাখিতে ধূর্ত্তামি করে। যতদিন 'গুরুদর্শন' না হয় ততদিন গুরুগিরি করিতে গেলে উভয়কেই অক্ষয়কালের জন্য নরকে গমন করিতে হয়।

বৈষ্ণবভোগী :—জ্ঞানলবদুর্বিবদগ্ধ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে বাহিরে সম্মানের ছলনা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজেকে বড় বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিবার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে দুর্দ্দমনীয় অপরাধ করে। জন্মৈশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্য ও রূপাদি-দ্বারা বৈষ্ণবকে মাপিতে গিয়া মহাঅপরাধ সঞ্চয় করে। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট তাহার কপটতা অজ্ঞাত নহে। তাঁহারা দৈন্য বশে জ্ঞানলবদুর্বিবদগ্ধকে উপেক্ষা জ্ঞানে বঞ্চনা করিয়া নীরব থাকেন।

বিদ্যাভোগী :—জ্ঞান-লব দুর্বিবদগ্ধ-জড়বিদ্যায় প্রমত্ত হইয়া এবং জড়বিদ্যাদ্বারা ভগবান্ ও ভক্তি লাভ করা যায় জানিয়া

জড়বিদ্যোত্থিত যুক্তি প্রবচন দ্বারা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রোতাসহ নিরয়গামী হয়। অনুগতগণকে জড়বিদ্যা লাভে উৎসাহী ও সাহায্য করে, সম্মানাদি উপাধি ইত্যাদি দ্বারা প্ররোচিত করিয়া আধ্যক্ষিকতার প্রশ্রয় প্রদান করতঃ ভক্তি বিরুদ্ধ আচরণ করিতে থাকেন।

"জ্ঞান-লব দুর্বিবদগ্ধ শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদকে ও শক্তিকে নিজের জড়ীয় বিষয় ও ব্যবহারিক উন্নতির কার্য্যের ব্যবহারে অপব্যবহার করিয়া তাহার দ্বারা নিজের যোগ্যতার সুপারিশ-পত্র বা সার্টিফিকেট রূপে ব্যবহার করেন। কৃষ্ণসেবার বস্তুকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে অপব্যবহার করায় ফলে সেই অপরাধে অধঃপতিত হইয়া মহা দাম্ভিক হইয়া পড়েন। এই প্রকার দৌরাত্ম্যের শাস্তি-স্বরূপ "কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করিয়া উভয় কাঁটাই যেমন পরিত্যাজ্য হয়" সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরুদেব নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচার কার্য্যে বদ্ধজীবকে নিযুক্ত করেন। জ্ঞান-লব-দুর্বিবদগ্ধ সেই শক্তি যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাহা যখন তখন কাড়িয়া লইতে পারেন এবং সেই শক্তি অপহৃত হইলে তাহার নিজের কোন কৃতিত্বই কার্য্যকরী হয় না তাহা বুঝিবার শক্তিও হারাইয়া পূর্ব্ব-শক্তির গরবে গর্ব্বিত থাকেন। জ্ঞান-লব-দুর্বিবদগ্ধ নিজ যোগ্যতার অকর্ম্মণ্যত্ব বুঝিতে পারে না, নিজেকে উন্নত অধিকার মনে করিয়া প্রতিষ্ঠাশায় সমন্বয়বাদী হইয়া সকলকে কৃপা-করিবার ধৃষ্টতা দেখাইতে গিয়া অসৎসঙ্গ ফলে অধঃপতিত হয়। তৎফলে বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত হইয়া নিজেকে

মহাতেজীয়ান্ মনে করিয়া মায়ার ছলনায় পতিত হইয়া মায়ার বঞ্চনাময়ী বিষয়াদি প্রাপ্তিকেই কৃষ্ণভজনের ফল-স্বরূপ জানিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভে চিরতরে বঞ্চিত হন। হতভাগা শিষ্যগণকেও উন্নতাধিকারে আরূঢ়-বিবেচনা করিয়া শিষ্যানুবন্ধিৎ-সার বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধী ইঁচড়েপাকা পতিত দুর্গত কামুক বহির্ম্মুখ শিষ্যগণ সহ মহাযোগেশ্বরের ভজনীয় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদি গূঢ়ভজন রহস্য—যাহা অতি গোপনীয়, তাহার আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া অক্ষয়কালের জন্য নরক ভোগের ব্যবস্থা করেন। নিজের ওজন না বুঝিয়া মহাভাগবত-প্রবর অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার উপাধিগুলি কাকের ময়ূর পুচ্ছ লাগাইয়া ময়ূর বলিয়া প্রচার করিবার ন্যায় নিজ প্রতিষ্ঠা রূপ শূকরীবিষ্ঠা মাখিয়া তাহা অপব্যবহার কালে অক্ষয়কালের জন্য নিরয়গামী হয়। কেহ কেহ শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের দুগ্ধ খাওয়ার অনুকরণ করিতে গিয়া নিরয় গামী হইয়াছে। কেহ কেহ শ্রীল-গৌরব-কিশোর প্রভুর অনুকরণ করিয়া গঙ্গামৃত্তিকা ভক্ষণ, ছইতে বাস করা ইত্যাদি অনুকরণ করিতে গিয়া নিরয়গামী হইয়াছে। অতএব মহামুক্তকুলের শিরোমণি রূপানুগ গৌড়ীয় গুরুবর্গের বাহ্য-আচরণকারীর অক্ষয়কালের জন্য নিরয়বাস অবশ্যম্ভাবী কোনও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ পূর্ববগুরুর অনুকরণ করেন নাই। দৈন্যভরে তাঁহাদের মর্যদা রক্ষা করিয়া অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত শিক্ষার অনুশীলনই জীবের মঙ্গলপ্রদ। কর্ম্মফল বাধ্য মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব মায়ার বঞ্চনাময়ী কৃপালাভে

প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য ও সম্মানাদি তথা শিষ্যাদি লোকজন প্রাপ্ত হইয়া নিজকে শ্রীগুরু-গৌর-কৃষ্ণ পার্ষদ মনে করিয়া থাকেন। বাহ্য অনুকরণ কার্য্যটী মহাঅপরাধ ও দৌরাত্মের পরাকাষ্ঠা। এসকল বিষয় বিশেষরূপে সাবধান না হইলে হরিভজন ত' হইবেই না অধিকন্তু অক্ষয় কালের জন্য সগণ-বান্ধব-অনুগগণ-সহ নরকভোগই ফলরূপে প্রাপ্তি হইবেই হইবে।

জ্ঞান-লব-দুর্বিবদগ্ধ (স্বল্পতাপে ছেঁচড়া পোড়া) এসকল মঙ্গলময় আত্মশোধনকারী সত্যসিদ্ধান্তে আনন্দিত না হইয়া নিজ কপটতা ধরা পড়িলে প্রতিষ্ঠার হানি হইবার ভয়ে আত্মবঞ্চনাময়ী কাপট্যের দ্বারা ইহার প্রতিবাদে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া বিবাদেও শত্রুতা কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করিবেন। আর আত্মমঙ্গলেচ্ছু নিজ চরিত্র-শোধক এই সিদ্ধান্তে শ্রবণে পরমানন্দে বরণ ও সর্ব্বক্ষণ নিজ হিতাকাঙ্ক্ষায় আলোচনা করিয়া কতই না আনন্দ ও মঙ্গল লাভ করিবেন। অচিকিৎস্য জ্ঞান-লব-দুর্বিবদগ্ধের কপটতা এইখানেই ধরা পড়িবে।

"নামাপরাধীর শিষ্যেরা ব্যভিচারী ও অপরাধী হইয়া যাইবে। তাহারা বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া সর্প, শৃগাল ও শূকর যোনি লাভ করিবে। নামাপরাধ প্রবল হইলে কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠা লাভের পিপাসা বাড়িয়া যাইবে। তখন কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রবাল্য লাভ করিয়া সময়ে সময়ে প্রবল মাৎসার্য্যের সৃষ্টি করিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচারের ছলনা করিয়া তমোগুণের প্রাবল্যে অন্তের সহিত

পাল্লা দিয়া মঠ, মন্দির, সম্পত্তি ও শিষ্য করিবার বাসনা জাগিবে। তখন অন্যকে দমিত করিয়া নিজে বড় হইবার আশায় প্রবল লোকের খোসামোদকেই ইষ্টলাভের উপায়-জ্ঞানে ভগবৎ-শরণাপত্তি ত্যাগ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদে প্রমত্ত হইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ অর্থ প্রতিষ্ঠা লভাশায় নানা যুক্তি কৌশল ও মহারাস্তের ব্যাপারে জীবনটিকে নষ্ট করিতে হইবে। অধিক অর্থপ্রদানকারী অপরাধী ও দুরাচারীকেও প্রশ্রয় দিয়া সরল, নিষ্কপট, নিরপরাধীকে অধিক অর্থ প্রদানে অক্ষম জানিয়া তাহার প্রতি অবিচার, অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহার করিতে করিতে নরক গমনের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। অজ্ঞব্যক্তিগণ ঐ সকল জ্ঞান-লব-দুর্ব্বিদগ্ধ ব্যক্তির অসদাচারে প্রপীড়িত অনাচার ও অসদ্ব্যবহারে, মূল সদ্‌গুরুর উপরও পর্য্যন্ত নিষ্ঠা হারাইয়া তাহার প্রতি অন্য অপসম্প্রদায়ের বাহ্যতঃ ভদ্র ব্যবহারকেই ধার্ম্মিক মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া অপরাধ ফলে পূর্ব্বোক্ত দুশ্চিকিৎস্য উপেক্ষণীয়গণের মধ্যে পড়িতে হইবে। অর্থের লোভ যেন নিতান্ত পরমশত্রুরও কোনদিন না ঘটে, যে সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ, তাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ও কনক-কামিনী ভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখদর্শন জীবনে করতে না হয়।”

“অনুকরণ কার্য্যটী ভক্তিপথের খুবই শত্রু। অনুসরণ কার্য্যটী সাধন ও সিদ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই বরণীয়। ভাব রাজ্যেও

অনুসরণ করা যাইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবাও অনুসরণ। কেহ জনকই হউক, আর রামানন্দ রায়ই হউক তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাব ও চেষ্টার অনুকরণ করিতে গিয়া পতিত হইতে হইবে। যাবতীয় চেষ্টা শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত না করিলে মায়ার ভীষণ বঞ্চনা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। কপটতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" (গৌ ১৫ বর্ষ।)

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি হরিভজনকারীর সর্ব্বক্ষণ অতি সতর্কিতভাবে লক্ষ্য না করিলে এবং নিত্য দৈন্যময়ী ভাবের সহিত কৃপাভিক্ষামুখে আদরের সহিত স্বীকার না করিলে বৈষ্ণবাপরাধ প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অচিকিৎস্য হইয়া উপেক্ষিত হইয়া নিত্যকালের জন্য নরক যন্ত্রণাই প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য কথা।

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥" স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী বৃত্তির আবেশ ব্যতীত শুদ্ধভক্তি কখনও সম্ভব নহে। বহিরঙ্গা মায়া লোক-বঞ্চনার্থে সেই হ্লাদিনীর বৃত্তিভূক্ত ভাব ও কার্য্যের অনুকরণ করিয়া যত প্রকার ধর্ম্মাচরণ প্রবর্ত্তন করেন, সকলই বঞ্চনাময়ী মায়ার প্রভাব বলিয়া জানিতে হইবে। একটিতে আছে কেবল ভগবৎ-সুখানুসন্ধান স্পৃহার আবেশ; অন্যগুলি আত্মেন্দ্রিয় তর্পণময়ী কামের তাণ্ডব নৃত্য। বাহিরের দিকের আচরণে ঐক্য থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠাগত আকাশ-পাতাল ভেদ। পরস্পরের কেন্দ্র বিপরীত। একটী স্বরূপশক্তির শুদ্ধাবৃত্তি,

অন্যটী বহিরঙ্গা মায়ার বঞ্চনাময়ী বহিঃ চাকচিক্যময়ী নরক প্রাপক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা। এইসকল কথা একমাত্র শুদ্ধ সেবাকাঙ্ক্ষী সদ্‌গুরু শ্রীচরণে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত আত্মনিবেদনকারী ব্যতীত অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

॥ ইতি অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ সমাপ্ত ॥